পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 181 Monday, 2 June, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৮১ সংখ্যা ✱ ১৮ জৈষ্ঠ্য ১৪৩২ সোমবার, ২ জুন, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

চাকরি ফেরতের দাবিতে ফের মুখ্যমন্ত্রীর দারস্থ চাকরিহারারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুন ঃ রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে উত্তাল পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি শান্ত হয়নি। বহু চাকরি প্রাপ্ত প্রার্থীর নাম বাতিল হওয়ার পর তাঁরা বারবার জানিয়ে এসেছেন, তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এই প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে হাজির হলেন চাকরিহারা তিন শিক্ষক-শিক্ষিকা। রবিবার সকালে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে উপস্থিত হন সঙ্গীতা সাহা, মিতা সরকার এবং নির্মল বারকান্দজ। তাঁদের দাবি, তাঁরা নির্দোষ, এবং অযথাই চাকরি হারাতে হয়েছে। প্রশাসনের একের পর এক স্তরে আবেদন জানিয়েও কোনও সুরাহা পাননি তাঁরা। এবার মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপের আশাতেই এই পদক্ষেপ। তাঁরা মিলন সংঘ ক্লাব পর্যন্ত যেতে সক্ষম হন। ক্লাবটি মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়ির একদম সামনেই অবস্থিত। তবে কোনও লিখিত বা পুলিশি অনুমতি না থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি দেখা সম্ভব হয়নি। যদিও তাঁরা জানিয়েছেন, সিএমও-র কিছু অফিসারের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে এবং অফিসাররা তাঁদের সমস্ত ডকুমেন্টস ও ফোন নম্বর নিয়েছেন। সঙ্গীতা সাহা জানান, আমরা এর আগেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন আমাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই জানতে পারি, রবিবার দেখা করার সুযোগ থাকতে পারে। সেইমতো আজও উপস্থিত হয়েছিলাম। অফিসাররা আমাদের কথা শুনেছেন, আমরা তাঁদের কাছে সমস্ত প্রমাণপত্র দিয়েছি। বলা হয়েছে, যদি ম্যাডাম কথা বলতে রাজি হন, তাহলে ফোনে যোগাযোগ করা হবে। উল্লেখ্য, এর আগে গত বৃহস্পতিবার ছয়জন চাকরিহারা মহিলা শিক্ষক প্রতিনিধি হঠাৎ করেই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু অনুমতি না থাকায় পুলিশ তাঁদের সরিয়ে কালীঘাট থানায় নিয়ে যায়। তাঁদের দাবি ছিল, তাঁরা কোনও অপরাধ করেননি। রাজ্য সরকারের ত্রুটির জন্য তাঁরা চাকরি হারিয়েছেন। এবার রবিবার আবার তিনজনের একটি দল শান্তিপূর্ণভাবে দেখা করার চেষ্টা করেন। নিয়োগ দুর্নীতির কাঁটায় বহু পরিবার কার্যত পথে বসেছে। পরীক্ষায় সফল হয়েও শুধুমাত্র দুর্নীতির অভিযোগে অনেকের নাম বাতিল হয়ে গেছে। আদালতের রায়, প্রশাসনিক নির্দেশ-সব কিছু মিলিয়ে এক জটিল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এই অবস্থায় তাঁদের মতে, মুখ্যমন্ত্রীই শেষ ভরসা। কারণ তাঁর একমাত্র নির্দেশেই হয়তো পরিস্থিতি বদলাতে পারে। এই ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধীদের মতে, রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করছে না। অপরদিকে, সরকারি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, সমস্ত বিষয় আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী হচ্ছে। তবে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা এবং অফিসারদের মাধ্যমে তাঁদের তথ্য দেওয়ার পরে চাকরিহারা প্রার্থীদের মনে একটুখানি হলেও আশার আলো জেগেছে। এখন প্রশ্ন একটাই-আসলে কি ফোন আসবে? মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন? চাকরিহারা এই শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলছেন, আমরা আর কিছু চাই না। শুধু একটা নিরপেক্ষ বিচার চাই। যদি আমাদের কোনও দোষ থাকে, তবে তা বলুক প্রশাসন। না হলে আমরা আমাদের কাজ ফেরত চাই। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি এই সমস্যার দিকে পড়ে কিনা, সেটাই এখন দেখার বিষয়। তাঁদের জীবনে ফের ফিরে আসবে কি কালো বোর্ড আর খড়ি-চকের দিন? সময়ই বলবে।

একধাক্কায় অনেকটা কমল রান্নার গ্যাসের দাম

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ মাসের শুরুতেই সুখবর। একধাক্কায় অনেকটা কমল রান্নার গ্যাসের দাম। গত মাসেও কমেছিল ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। পরপর দু'মাস দাম কমায় স্বস্তিতে ব্যবসায়ীরা। জুনের শুরুতেই অর্থাৎ রবিবার থেকে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমল ২৪ টাকা। কলকাতায় কমেছে প্রায় সাড়ে ২৫ টাকা। গত মাসেও দাম কমানো হয়েছিল ১৫ টাকা। ফলে এমাসে কলকাতায় বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম দাঁড়াল ১ হাজার ৮২৬ টাকা। মে মাসে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ছিল ১৮৫১ টাকা ৫০ পয়সা। এপ্রিলে এই দাম ছিল ১ হাজার ৮৬৮ টাকা ৫০ পয়সা। তবে বাড়িতে ব্যবহৃত ১৪ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম অপরিবর্তিত। সিলিন্ডার পিছু গুনতে হবে ৮৭৯ টাকাই। রাজধানী দিল্লিতে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম দাঁড়াল ১ হাজার ৭২৩ টাকা ৫০ পয়সা। বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে এই দাম দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬৭৪ টাকা ৫০ পয়সা। চেন্নাইতে দাম হল ১ হাজার ৮৮১ টাকা। বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেক মাসেই নতুন করে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম নির্ধারণ করা হয়। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেট পেশের ঠিক আগে আগে সামান্য কমানো হয়েছিল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। তার আগে জানুয়ারিতেও সামান্য কমেছিল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। এরপর এপ্রিলে বাড়ে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। তবে পরপর দুমাস দাম কমায় স্বস্তিতে ব্যবসায়ীরা। সাধারণত, ১৯ কেজির সিলিন্ডার হোটেল, রেস্তরাঁ, খাবারের দোকান বা অনুষ্ঠান বাড়িতে রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়। গেরস্থালিতে ব্যবহৃত হয় ১৪ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দাবি ছাড়া আর কোনও কথা নয়

কুয়ালালামপুরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন অভিষেক

কুয়ালালামপুর, ১ জুন ঃ ২২ এপ্রিল যা ঘটেছে এরপর পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দাবি ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে আর কোনও কথা নয়। কুয়ালালামপুরে এভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুললেন, যেভাবে অপারেশন সিঁদুরের পর জঙ্গিদের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিয়েছেন পাক সেনাকর্তারা, এরপর আর বিশ্বকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেওয়ার বাকি কি থাকতে পারে ভারতের।

বিশ্বমঞ্চে ' পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে উপমহাদেশে ঘুরছে সংসদীয় প্রতিনিধি দল। অভিষেকের দলের নেতৃত্বে রয়েছেন জেডিইউ সাংসদ সঞ্জয় ঝা। এই মুহূর্তে দলটি রয়েছে কুয়ালালামপুরে। আর সেখানেই বিশ্বের কাছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হলেন অভিষেক। তাঁকে বলতে শোনা গেল, ২২ এপ্রিল যেভাবে ২৬ জন মানুষকে খুন করা হল পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে বিরোধী শিবিরের একজন সাংসদ হিসেবে আমি এরপর থেকে চেয়ে এসেছি পাকিস্তানের কাছে শুধুমাত্র পিওকে-র দাবি ছাড়া আর কোনও কথা যে না হয়। অন্যথায় এমন ধরনের জঙ্গি হামলা হতেই থাকবে। এটা আমার ব্যক্তিগত মত। সেই সঙ্গেই তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া ছবি থেকে গোটা বিশ্ব দেখেছে কীভাবে জঙ্গিদের অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দিয়েছে পাক সেনা কর্তারা! সেই সঙ্গেই তাঁর সাফ কথা, আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিনিধিত্ব করছি। শাসক দলের সঙ্গে আমার মতপার্থক্য থাকতেই পারে। কিন্তু এখানে আমি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি। এখানে আমি আমার জাতীয় আগ্রহর চেয়ে রাজনৈতিক আগ্রহকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারি না।

সেই সঙ্গেই প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, আমি এখানে আপনাদের কোনও জ্ঞান দিতে আসিনি। যাঁরা ভারত থেকে অনেক দূরে আছেন তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি মজবুতভাবে জাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ট্য এবং দেশপ্রেমের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিদেশের মাটিতে আপনারা আপনাদের সন্তানদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও মাতৃভাষায় শিক্ষিত করে তোলেন! আর আপনাদের সমর্থনের কারণেই আমরা বিশ্বকে বলে দিতে চাই, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত একা নয়। আমাদের কৌশলী অংশীদারদের পাশাপাশি ভারতীয় সম্প্রদায়ও এই পরীক্ষা ও প্রয়াসের সময়ে আমাদের পাশেই রয়েছে।

সরাসরি গণহত্যার নির্দেশ', আন্তর্জাতিক আদালতে হাসিনার বিরুদ্ধে তথ্য পেশ

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই কার্যত কোণঠাসা অবস্থা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। শুনানিতে হাসিনার একের পর এক নেতিবাচক সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপের কথা তুলে ধরছেন সরকারি আইনজীবী তাজুল ইসলাম। এই প্রথম এ ধরনের কোনও শুনানির লাইভ সম্প্রচার চলছে। রবিবার সেই শুনানিতেই চিফ প্রসিকিউটরের বক্তব্য, তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, আগস্টে ছাত্র আন্দোলনের সময় শেখ হাসিনা তাঁর দলের সদস্য, পুলিশকে সরাসরি গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা করে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠিত হয়েছিল। শুনানির লাইভে প্রমাণ স্বরূপ এর ভিডিও পেশ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগের প্রমাণও পেশ করা হয়। রবিবার দুপুর ১২টা থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে শুরু হয়েছে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার শুনানি। তা সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। সেখানে

হাসিনার বিরুদ্ধে একের পর এক অপরাধের তথ্য পেশ করছেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম। অভিযোগে বলা হয়েছে, সরকারের শীর্ষপদের থাকায় ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করেছেন শেখ হাসিনা। কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে পুলিশ ও সরকারের সমস্ত স্তরে আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিভিন্ন এজেন্সিকে তাঁর দেওয়ার নির্দেশের কথোপকথন প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। সরকারি আইনজীবীর দাবি, এসব তথ্য-প্রমাণ থেকেই স্পষ্ট, গত আগস্টে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠনের ' সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীই। শুধু শেখ হাসিনাই নয়, এদিন তাঁর সরকারে থাকা আরও দুই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে বিচারকাজ চলছে। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং তৎকালীন পুলিশ প্রধান চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন। তাঁরা সকলেই পরিকল্পনা করে গণহত্যায় জড়িত বলে অভিযোগ। রাষ্ট্রসংঘের হিসেব বলছে, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশের সংস্কার বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালীন মৃত্যু হয় অন্তত ১৫০০ জনের। ২৫ হাজারের বেশি আহত হয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সেলিব্রেশনে রণক্ষেত্র প্যারিস

প্যারিস, ১ জুন ঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের সেলিব্রেশন ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল প্যারিস। প্রাণ হারালেন অন্তত ২ জন। আহতের সংখ্যা ২০০ পেরিয়েছে। অন্তত সাড়ে পাঁচশো গ্রেপ্তার হয়েছেন ফ্রান্সের রাজধানীতে। প্যারিসের এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি দেখে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রিতালিয়েউর মন্তব্য, বর্বররা প্যারিসের রাস্তার দখল নিয়েছে। শনিবার মিউনিখে ইন্টার মিলানকে ৫-০ উড়িয়ে দিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে প্যারিস সাঁ জাঁ। সেই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা ছিল প্যারিসের দু'টি স্টেডিয়ামে। অন্তত ৫০ হাজার পিএসজি সমর্থক সেখানে ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন। ম্যাচ শেষে অশান্তির আশঙ্কা থাকায় আগে থেকেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল এই দুই স্টেডিয়ামের বাইরে। কিন্তু ম্যাচ শেষ হওয়ার পর সেলিব্রেশনে মত্ত জনতার সামনে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে যায় পুলিশবাহিনী। ম্যাচ শেষ হওয়ার পরেই পথে নেমে উন্মত্তের মতো সেলিব্রেশনে মাতেন প্যারিসের আমজনতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। তবে তাতে লাভ হয়নি। সেলিব্রেশনের নামে একাধিক গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পোড়ানো হয় বাস স্ট্যান্ডের মতো একাধিক সরকারি পরিকাঠামোয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে মশাল ছোড়া হয়। সারারাত ধরে সবমিলিয়ে একশো'রও বেশি জায়গায় আগুন ধরে যায়।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে, মন্তব্য অধীর চৌধুরীর

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গে ভোটের লড়াই শুরু গিয়েছে, এমনটাই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পশ্চিমবঙ্গ সফর সম্পর্কে রবিবার কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, বাংলায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মোদীজির নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। মোদীজি যেখানেই যান না কেন, অমিত শাহ পিছিয়ে থাকবেন না। বাংলায় লড়াই শুরু হয়ে গেছে, জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে উত্তেজনা রয়েছে। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আলিপুদুয়ারের জনসভা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আর শনিবার রাতেই কলকাতায় এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বেশ কিছু কর্মসূচি নিয়ে কলকাতায় এসেছেন অমিত শাহ।

দ্বিখণ্ডিত পাকিস্তান?

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ তবে কি আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গেল পাকিস্তান? দীর্ঘ স্বাধীনতার লড়াইয়ের পর অবশেষে বড়সড় সাফল্যের দাবি বালোচ বিদ্রোহীদের। প্রায় তিন ঘণ্টার অভিযানের পর পাকিস্তানের সুরাব শহরের দখল নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করল বালোচ বিদ্রোহীরা। পুলিশ ও প্রশাসনিক ভবনের দখল নেওয়ার পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, পাক সেনার বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রও লুঠ করা হয়েছে।

এই অভিযান প্রসঙ্গে বিএলএ মুখপাত্র জিয়ান্দ বালোচ জানান, এই অভিযানে আমাদের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল পাকিস্তানের সামরিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি। শহরের সমস্ত পুলিশ স্টেশন, ডেপুটি কমিশনারের দপ্তর, সরকারি গেস্ট হাউস ও স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলি দখল করা হয়েছে। সমস্ত সরকারি গাড়ি, ব্যাঙ্ক ও গুদামগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাক সেনার ৩০টির বেশি রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের দখল নিয়েছে বালোচ বিদ্রোহীরা। বহু পুলিশকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলেও পরে শর্তসাপেক্ষে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। এই অভিযানে ওই অঞ্চলের সহকারি ডেপুটি কমিশনার হিদায়াতুল্লা বুলেদির মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে বিদ্রোহী শিবির।

হিংসাহীন ভোট হলে তৃণমূলের জামানত বাজেয়াপ্ত', চ্যালেঞ্জ শাহের

পাল্টা কটাক্ষ চন্দ্রিমার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুন ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে রবিবার, জামাইষষ্ঠীর দিন কলকাতায় কার্যত ঝটিকা সফর করে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ' সংকল্প কার্যকর্তা সম্মেলন' থেকে রাজ্যের শাসকদলকে নানা বিষয়ে আক্রমণ করলেন। এমনকী তিনবার বিপুল ভোটে জিতে রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ করে শাহ বললেন, হিংসা আর রিগিং ছাড়া ভোট হলে তৃণমূলের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। তাঁর এই চ্যালেঞ্জের পাল্টায় তৃণমূলের তরফে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কাকলি ঘোষ দস্তিদারদের সাফ বক্তব্য, ভোট করায় দিল্লির নির্বাচন কমিশন। হিংসা হলে তার দায় কমিশনের। রবিবার নেতাজি ইন্ডোর থেকে অমিত শাহ অভিযোগের সুরে বলেন, বাংলায় ভোটের সময় আর তৃণমূল জেতার পর জয় পাওয়ার পরে শয়ে শয়ে বিজেপি কর্মীকে হত্যা করা হয়। তৃণমূলের গুন্ডারা এসব করে। দিদি, কত দিন বাঁচাবেন এদের? এরপর তাঁর হুঁশিয়ারি, আমি বলছি, আপনার (সরকারের) সময় এবার শেষ হয়ে এসেছে। ২০২৬ সালে বাংলার মাটিতে বিজেপি সরকার গঠন করবে। আমি মণ্ডল পদাধিকারীদের আশ্বাস দিচ্ছি, আমাদের কর্মীদের হত্যার নেপথ্যে যারা দায়ী, সেসব অপরাধীদের মাটির তলা থেকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেব। দিদি, সাহস থাকলে, হিংসা ছাড়া নির্বাচন করিয়ে দেখুন। আপনার জামানত জব্দ করে দেবে বাংলার জনতা। শাহের সভা শেষের পর বিকেলে তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সাগরিকা ঘোষরা। চন্দ্রিমা বলেন, মনে রাখবেন, জামাইষষ্ঠীর দিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মতো বড় প্রেক্ষাগৃহে বিজেপির কর্মসূচির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলেই এমনটা করেছেন। আর বলছেন, হিংসা ছাড়া ভোট হলে নাকি তৃণমূলের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। আমরা প্রশ্ন করতে চাই, ভোট কি রাজ্য সরকার করায়? তা তো দিল্লির নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। ভোটে হিংসা হলে তাহলে নির্বাচন কমিশনেরই দায়। আপনি কি স্বীকার করছেন যে ভোটের সময় আপনাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও হিংসা দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে? কেন্দ্রীয় ফরেনসিক ল্যাব উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কলকাতায় এই ল্যাব চালু হওয়ায় রাজ্যে ফরেনসিক পরীক্ষার গতি বাড়বে বলেই মন্তব্য করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার মতো পড়শি রাজ্য-সহ উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে ঘটে যাওয়া অপরাধের নমুনার ফরেনসিক পরীক্ষা হবে। বর্তমানে দেশে চালু হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুসারে ফরেনসিক প্রমাণের গুরুত্ব অনেক। সেই কথা বলে, অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই ল্যাব সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন শাহ।

দেশে এক সপ্তাহে আক্রান্তের হার বাড়ল ১২০০ শতাংশ!

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ ফের চোখ রাঙাচ্ছে করোনা। এই মুহূর্তে দেশে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে কেরল, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লির অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। তিন রাজ্যেই হু হু করে বাড়ছে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২২ মে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৫৭ জন। ২৬ মে সেই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ১০। এরপর ৩১ মে সেটি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩ হাজার ৩৯৫। গত সপ্তাহের তুলনায় যা ১,২০০ শতাংশ বেশি। সরকারি হিসাব বলছে, গত শুক্র থেকে শনি এই দু'দিনে দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৬৮৫ জন। মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। অন্যদিকে, বাংলায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১১৬ জন। বিশেষজ্ঞদের একটা অংশের ধারণা, করোনা নতুন করে ছড়ালেও আগের মতো মারণ ক্ষমতা হারিয়েছে এই ভাইরাস। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, নতুন এই স্ট্রেনেও রোগীমৃত্যুর সংখ্যা বেশ উদ্বেগজনক। গত একমাসে ভারতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে কেন্দ্র জানিয়েছে এই ৭ জনের মধ্যে ছ'জনেরই গুরুতর কো মর্বিডিটি ছিল। ফলে বিশেষ উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। যে হারে দেশে নতুন করে করোনা বাড়ছে তাতে চিকিৎসা মহলের একাংশের আশঙ্কা, পুরনো কোভিড বিধি ফিরতে পারে! জনবহুল এলাকায় মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি বয়স্ক ও ক্রনিক রোগীদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তবে প্রশাসনের তরফে বারবার জানানো হয়েছে, নতুন করে করোনার ঢেউ এলে তা মোকাবিলায় সবরকমভাবে প্রস্তুত সরকার। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

গাজায় ত্রাণ পাওয়ার মরিয়া ভিড়ে গুলি ইজরায়েলি সেনার, মৃত ৩০

গাজা, ১ জুন ঃ থালা হাতে ত্রাণের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বুভুক্ষদের ভিড়ে এলোপাথাড়ি গুলি ইজরায়েলি সেনার। দক্ষিণ গাজার রাফায় এই মর্মান্তিক হামলায় মৃত্যু হল অন্তত ৩০ জনের। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও ১১৫। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ইহুদি সেনার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত আড়াই মাস ধরে গাজা অবরুদ্ধ করে অভিযান চালাচ্ছিল ইহুদি সেনা। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের চাপের মুখে পড়ে গাজায় ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। সেইমতো সেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো হচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী। তবে দুর্ভিক্ষপীড়িত গাজায় ত্রাণ পাঠাতে গিয়ে রীতিমতো সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সাহায্যকারী সংগঠনগুলিকে। বুভুক্ষের দলের ভি।ে তৈরি হয়েছে ট্রাক লুটের মতো পরিস্থিতি। রবিবার সকালে আমেরিকার তরফে ত্রাণ বোঝাই ট্রাক পাঠানো হয়েছিল গাজায়। অভিযোগ, সেখানে খাবার নিতে আশা মানুষের ভিড়ে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ইজরায়েলের সেনা। সেই হত্যাকাণ্ডের পর সোশাল

মিডিয়ায় একাধিক ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, গাধায় টানা গাড়িতে করে বোঝাই করে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় গাজার মানবাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই হামলার ঘটনায় ইহুদি সেনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে হামাস। এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, তথাকথিত 'মানবিক সাহায্য' বিলির স্থানে জড়ো হওয়া ক্ষুধার্ত মানুষদের ভি।ে এলোপাথা।ি গুলি চালিয়ে গণহত্যা করা হল। হামাস এই ত্রাণকে মানবিক সাহায্য নয় মৃত্যু ফাঁদ বলে উল্লেখ করেছে। তবে ত্রাণ বিলি কেন্দ্রে এই ঘটনা প্রথমবার নয়, এর আগেও ত্রাণ বিলি কেন্দ্রে ইজরায়েলি সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে অসংখ্য মানুষের। উল্লেখ্য, এক রিপোর্টে তুলে ধরা হয়েছে গাজার সাম্প্রতিক করুণ প্রতিচ্ছবি। দাবি করা হয়েছে, গাজার ২০ লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে বেশিরভাগই ভয়ংকর অপুষ্টির শিকার। ত্রাণ না পৌঁছলে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে ১৪ হাজার শিশুর মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। এর পরই গাজার ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দেয় ইজরায়েল। যদিও উত্তর গাজায় ত্রাণ পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি ইজরায়েলের তরফে। কারণ ওই অঞ্চলে গাজার বাসিন্দাদের উচ্ছেদের কাজ শুরু হয়েছে।

সিন্ধু জলচুক্তি লঙ্ঘন করছে পাকিস্তানই', রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলনে ইসলামাবাদের 'পর্দা' ফাঁস ভারতের

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলনে পাকিস্তানকে ধুয়ে দিল ভারত। হিমবাহ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের প্রথম সম্মেলনে ভারত স্পষ্ট জানিয়েছে, সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে ভারতকে দোষারোপ বন্ধ করুক পাকিস্তান। কারণ চুক্তির শর্ত ভেঙে তারাই বারবার সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। উল্লেখ্য, এই সম্মেলনে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ দাবি করেছিলেন, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিন্ধুর জল বন্ধ করে দিয়েছে নয়াদিল্লি।

পাকিস্তানের 'বন্ধু' রাষ্ট্র তাজিকিস্তানে প্রথমবার আয়োজিত হয়েছে হিমবাহ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন। সেখানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তবর্ধন সিং। সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে শাহবাজ বলেন, একতরফাভাবে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে ভারত। এমন আচরণ নিন্দনীয়। এইভাবে চুক্তি স্থগিত রাখা এবং ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিপন্ন করা কিছুতেই মেনে নেবে না পাকিস্তান। শাহবাজের এমন মন্তব্যের পরেই তাঁকে তোপ দেগেছেন কীর্তিবর্ধন। সাফ জানিয়ে দেন, পাকিস্তান এই মঞ্চের অপব্যবহার করছে। এই মঞ্চের আওতায় পড়ে না এমন বিষয় উত্থাপন করা হচ্ছে। পাকিস্তানের এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা করি। এছাড়াও সিন্ধু জলচুক্তির শর্ত সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ প্রযুক্তি, জনবিন্যাস, আবহাওয়া সবকিছুই পালটে গিয়েছে। সেই সঙ্গে পাক মদতপুষ্ট সীমান্ত সন্ত্রাসও বাড়ছে। তাই চুক্তির বর্তমান শর্ত মেনে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্তান

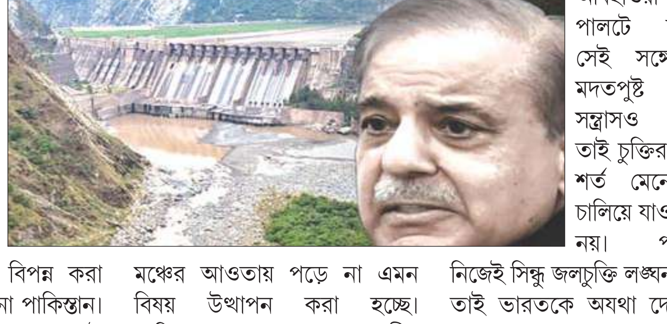

নিজেই সিন্ধু জলচুক্তি লঙ্ঘন করছে। তাই ভারতকে অযথা দোষারোপ করা বন্ধ করুক ওরা। উল্লেখ্য, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি বাতিল করেছে দিল্লি। যা নিয়ে ক্রমাগত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামাবাদ। বারবার দাবি করছে, ভারত নাকি এই চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। কিন্তু ভারত আগেও রাষ্ট্রসংঘে জানিয়েছে পাকিস্তানের উপর আস্থা রেখে, বিশ্বাস করে ৬৫ বছর আগে ভারত এই চুক্তি করেছিল। কিন্তু সেই বিশ্বাস ভেঙে ভারতের বুকে ৩টি যুদ্ধ ও হাজার হাজার জঙ্গি হামলা চালিয়েছে পাক সন্ত্রাসীরা। সেই কথাই আরও একবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে হিমবাহ সংক্রান্ত সম্মেলনে।

বড় নেতারা না ডাকলে আমি যাই না, অভিমানী সুর দিলীপের কন্ঠে

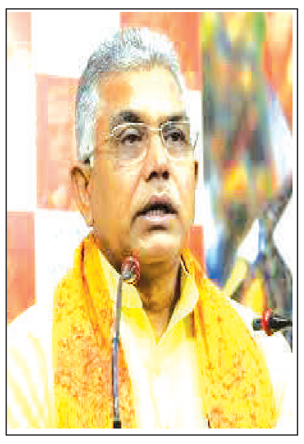

কলকাতা, ১ জুনঃ ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ারে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন প্রধানমন্ত্রীর সভায় দেখা যায়নি দিলীপ ঘোষকে। এবার বঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। সাম্প্রতিক কিছু দিন ধরে কেন্দ্রীয়নেতৃত্বের পাশে দেখা যাচ্ছে না দিলীপ ঘোষকে। এ বিষয়ে শনিবার দিলীপকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, বড় নেতারা না ডাকলে আমি যাই না। বড় নেতাদের মান-সম্মান আছে। তাঁরা যাদের ডাকেন, তারা যায়। আমি প্রয়োজনে যাই। আমার প্রয়োজন হয় না। নিজে সংগঠনের কাজ করি। প্রয়োজন পড়লে তাঁরা ডাকেন, কী করতে হবে বলেন। আমরা তা পালন করি মাত্র।দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, আমাদের দলের একটা শৃঙ্খলা আছে। যে বৈঠকে-অনুষ্ঠানে যেতে বলা হয়। সেখানেই যায় কর্মীরা। নেতারা কোথায় থাকবেন, দল ঠিক করে। আমরা সেটাই মেনে চলি, ওটাকেই শৃঙ্খলা বলি।

মোহনের ওপর ভরসা বিজেপির, নীলাম্বুর আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ কেরলের নীলাম্বুর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করলো বিজেপি। এই বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে মোহন জর্জকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। আগামী ১৯ জুন নীলাম্বুর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন। রবিবার বিজেপির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে এই বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে মোহন জর্জের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।কেরলের নীলাম্বুরে নির্দল বিধায়ক ছিলেন পিভি আনওয়ার। চলতি বছরের শুরুতে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেন। তার পরেই বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন। তাই এই আসনে উপনির্বাচন অবশ্যসম্ভাবী হয়ে পড়ে বলে জানান।

খড়গপুরে বিধ্বংসী আগুন, ভস্মীভূত একটি দোকান

খড়গপুর, ১ জুন ঃপশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি দোকানে। রবিবার সকালে খড়গপুরে গোলবাজারের ভান্ডারীচক এলাকার একটি দোকানে আগুন লাগে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। তবে দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কিন্তু একটি কসমেটিকসের দোকান আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার সকালে গোলবাজারের ভান্ডারীচক এলাকার একটি দোকানে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাঞ্চল্য ছা।য়ে পা। খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুন কীভাবে লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আমাদের পরম্পরায় সিঁদুর 'নারী শক্তি'র প্রতীকঃপ্রধানমন্ত্রী

ভোপাল, ১ জুনঃ আমাদের পরম্পরায় সিঁদুর 'নারী শক্তি'র প্রতীক। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, পহেলগামে সন্ত্রাসীরা কেবল ভারতীয়দের রক্তপাতই করেনি, বরং আমাদের পরম্পরাকেও আক্রমণ করেছে। তাঁরা 'নারী শক্তি'কে চ্যালেঞ্জ করেছে। এই চ্যালেঞ্জ সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের প্রভুদের জন্য মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ভোপালের জাম্বুরি ময়দানে 'লোকমাতা দেবী অহল্যাবাই মহিলা সশক্তিকরণ মহাসম্মেলন' অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠান থেকে লোকমাতা অহিল্যাবাই হোলকারের ৩০০-তম জন্মবার্ষিকীর সম্মানে 'স্মারক মুদ্রা এবং স্ট্যাম্প' প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাতিয়া এবং সাতনা বিমানবন্দর-সহ একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, এখন যদি আমরা মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে কিছু মানুষ মনে করে, ধর্মনিরপেক্ষতা বিপদের মুখে। তারা মনে করে যে এটি তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে। কিন্তু এত দিন আগেও, অহল্যাবাঈ মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে ভেবেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, অহল্যাবাঈয়ের একটি বিখ্যাত অনুপ্রেরণামূলক উক্তি আছে, আমরা যা কিছু পেয়েছি তা জনসাধারণের দেওয়া ঋণ, যা আমাদের পরিশোধ করতে হবে। এখন আমাদের সরকার এই মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে কাজ করে। আমাদের সরকার নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নয়নের অক্ষে পরিণত করছে। লক্ষ লক্ষ মহিলা প্রথমবারের মতো তাদের বাড়ির মালিক হয়েছেন।

ভারী বৃষ্টিপাত, মেঘালয়ের স্কুলগুলিতে জরুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ

শিলং, ১ জুনঃ গত প্রায় ছয়দিন ধরে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে মেঘালয় জুড়ে। প্রতিকূল আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের সরকারি এবং বেসরকারি সব স্কুলে আপকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট জেলার স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।ভারতীয় আবহাওয়া দফতরের আবহাওয়ার সর্তকতা পূর্ব্বাভাস এবং রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সতর্কতার পর মেঘালযের স্কুলগুলিকে তাক্ষণিকভাবে সুরক্ষা প্রটোকল বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বিদ্যালয় শিক্ষা এবং সাক্ষরতা অধিকরণ আজ (৩০ মে) একটি জরুরি আদেশ জারি করে রাজ্যের বেশিরভাগ অংশে চলমান ভারী বৃষ্টিপাতের সময় শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণের রূপরেখা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।গ্রাউন্ড-স্তরের মূল্যায়ন এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলাশাসকদের তাঁদের জেলায় স্কুল বন্ধ রাখতে পারেন বলে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে জরুরি আদেশ। এছাড়া নদী, পুকুর, লেক প্রভৃতি জলাশয়ের কাছাকাছি অবস্থিত স্কুলগুলির ওপর বিশেষ নজরদারি রাখতে বলা হয়েছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ওই সব জলাশয়ের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখার পরামর্শও দিয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষা এবং সাক্ষরতা অধিকরণ।অধিকন্তু স্কুল চলাকালীন শিক্ষার্থীদের চলাচল কঠোরভাবে সীমিত করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় সীমিত সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীদের শৌচাগার ছাড়া বাইরে বের হওয়ার অনুমতি না দিতে বলা হয়েছে।দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুন সৃষ্ট সম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তার উদ্বেগ রয়েছে। ঝড়ের সময় দুর্ঘটনা রোধ করতে শিক্ষার্থীদের গাছ, বৈদ্যুতিক খুঁটি বা বৈদ্যুতিক তারের কাছে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে নির্দেশিকায়। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশে বলা হয়েছে, যাঁরা নিজের নিজের সন্তানকে তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করছেন তাঁরা যেন স্কুল প্রাঙ্গণে নির্ধারিত নিরাপদ স্থানে জড়ো হন, যাতে তাঁরা আবহাওয়াজনিত বিপদ থেকে সুরক্ষিত থাকেন।স্কুলগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিজে আসা শিক্ষার্থীদের ওপর নজর রাখতে হবে এবং অসুস্থতা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনে আগে থেকে সংগ্রহ করার জন্য অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।আবহাওয়া অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত স্কুল ঘরের বাইরের কার্যক্রম যেমন অ্যাসেমব্লি ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে স্থগিত করা হয়েছে। বর্তমান আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই আদেশে শিক্ষার্থীদের বাইরে খেলাধুলা করা বা বাইরে দুপুরের খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে।সংকটকালীন পরিস্থিতির জন্য জরুরি যোগাযোগের প্রটোকল স্থাপন করা হয়েছে। স্কুলগুলি রাজ্য জরুরি নম্বর ১১২১০৭০ অথবা জেলা জরুরি নম্বর ১০৭৭-এ যোগাযোগ করতে পারে, উত্তর গারোপাহাড় বাদে, যা ৯৮৬৩৪৬৮৮৬৮ ব্যবহার করে।এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলি মেঘালয় জুড়ে আবহাওয়া পরিস্থিতির তীব্রতা এবং চ্যালেঞ্জিং সময়ে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের চেয়ে শিক্ষার্থীদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশি ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিনঃঅধীর চৌধুরী

বহরমপুর, ১ জুন ঃবাংলাদেশি ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন। এমনটাই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। রবিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর বলেছেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরেই এই উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছি, বিশেষ করে বাংলাদেশি জনসংখ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের আমাদের নিজস্ব বাঙালিদের সম্পর্কে। তাঁদের মধ্যে খুব কম পার্থক্য রয়েছে, তা সে ভাষা, খাদ্যাভ্যাস অথবা জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেই হোক না কেন। একজন বাংলাদেশি এবং পশ্চিমবঙ্গের একজন বাঙালির মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে যখন তাঁরা নিজ রাজ্যের বাইরে থাকে।অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগে আইনের ছাত্রী শর্মিষ্ঠা পানোলির গ্রেফতারের বিষয়ে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, এর পিছনে কোনও কারণ থাকতে পারে - আমি জানি না। তবে আমি অবশ্যই বলব যে, কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বোঝা বা মিথ্যা অভিযোগ করা উচিত নয়। তবে, যদি কেউ দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে বা দেশের বিরুদ্ধে যায় এমন পদক্ষেপ নেয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

কংগ্রেসকে তোপ গিরিরাজ সিংয়ের, সন্ত্রাস প্রসঙ্গে বিঁধলেন মেহবুবাকেও

বেগুসরাই, ১ জুন ঃ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রশ্ন তোলায় কংগ্রেসের সমালোচনা সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতিকেও আক্রমণ করেছেন গিরিরাজ সিং। রবিবার বিহারের বেগুসরাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, এটা দেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক যে, বিরোধী দলনেতা কংগ্রেস থেকে এসেছেন এবং এই ধরনের প্রশ্ন তুলছেন। যদি তারা এখনও অপারেশন সিঁদুরের প্রমাণ চান, তাহলে তাদের পাকিস্তানে গিয়ে প্রমাণ চাইতে হবে। পাকিস্তানও কোনও প্রমাণ দিতে অক্ষম এবং এটা দুর্ভাগ্যজনক যে কংগ্রেস দল সর্বদা সেনাবাহিনীর সাহসিকতার প্রমাণ দাবি করে আসছে।মেহবুবাকে আক্রমণ করে গিরিরাজ বলেছেন, মেহবুবা মুফতি সারা জীবন সন্ত্রাসীদের সমর্থন করেছেন। গোটা বিশ্ব জানে, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের। আর কাশ্মীরকে সন্ত্রাসবাদীদের কেন্দ্রস্থল কারা বানিয়েছে? এই লোকেরাই সন্ত্রাসীদের লালন-পালন ও সমর্থন করেছে।

জীবনাবসান, প্রয়াত 'বাঘ-বন্দু' বাল্মিক থাপার

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ প্রয়াত বাল্মিক থাপার (৭৩)। গত শনিবার নিজের বাসভবন নয়াদিল্লির কৌটিল্য মার্গে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। ভারতে ব্র্যাঘ্র সংরক্ষণে থাপার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। 'বাঘ-বন্ধু' হিসাবেই পরিচয় ছিল তাঁর।প্রায় পাঁচ দশক ধরে, থাপার ভারতের বাঘ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার সমার্থক হয়ে ওঠেন। বন্যপ্রাণী ও সংরক্ষণের উপর দুই ডজনেরও বেশি বইয়ের লেখক, থাপার বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী বন্যপ্রাণী তথ্যচিত্রও উপস্থাপন

ব্রিজ ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা রাশিয়ায় লাইনচ্যুত ট্রেন, নিহত ৭

মস্কো, ১ জুন ঃইউক্রেন সীমান্তবর্তী রাশিয়ার ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে একটি রেল সেতু ভেঙে ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও কমপক্ষে ৩০ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শনিবার গভীর রাতে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মস্কো রেলওয়ে সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে রাত ১০টা ৪৪ মিনিটে ব্রায়ানস্ক অঞ্চলের পিলশিনো এবং ভাইগোনিচি স্টেশনের মধ্যে। দুর্ঘটনায় যাত্রিবাহী ট্রেনের ইঞ্জিন-সহ একাধিক কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায়।মস্কো থেকে ক্লিমভ যাওয়ার পথে ইউক্রেন সীমান্তের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে যায় ট্রেনটি। ওই অঞ্চলের গভর্নর আলেকজান্ডার বোগোমাজে জানিয়েছেন, ' পশ্চিম ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে একটি সেতু ভেঙে পড়ে এই দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই ট্রেনের ৭ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় দুই শিশু-সহ ৩০ জনকে ব্রায়ানস্ক অঞ্চলের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' রেলওয়ের তরফে দাবি, কোনও দুর্ঘটনা নয়, জেনে বুঝে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। তবে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দেয়নি প্রশাসন।

প্রথম আন্ত ঃঅ্যাকাডেমি স্কুল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপে এনএফআরএসএ-এর আধিপত্য

গুয়াহাটি, ১ জুন ঃ নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ) আয়োজিত প্রথম অল গুয়াহাটি ইন্টার অ্যাকাডেমি স্কুল বাস্কেটবল প্রাইজমানি টুর্নামেন্ট ২৭ থেকে ২৯ মে পর্যন্ত গুয়াহাটিতে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে শহর থেকে কিছু উন্নতমানের তরুণ বাস্কেটবল প্রতিভাবান খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন, যেখানে মোট ২৩০ জন খেলোয়াড় (ছেলে এবং মেয়ে উভয়) চারটি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করেছেনঃ অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলে (চারটি দল), অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়ে (চারটি দল), অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে (ছয়টি দল) এবং অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়ে (পাঁচটি দল)।রাউন্ড-রবিন লিগ ফরম্যাটে মোট ৩৮টি ম্যাচ খেলা হয়। ফলে এই ইভেন্টটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।অনূর্ধ্ব-১৪ ক্যাটাগরিতে এনএফআরএসএ ছেলে এবং মেয়েদের উভয় ক্যাটাগরিতেই খেতাব জিতে কোর্টে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে, যেখানে এইচবিসিসি উভয় ক্যাটাগরিতে রানার্স-আপ হয়। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের ক্যাটাগরিতে, এনএফআরএসএ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে, যেখানে কেভি নারেঙ্গি রানার্স-আপ হয়। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের ক্যাটাগরিতে এনএফআরএসএ আবার চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে, যেখানে এইচবিসিসি রানার্স-আপ হয়েছে।এনএফআরএসএ সকল অংশগ্রহণকারী দলকে তাদের উৎসাহ, নিষ্ঠা এবং ব্যতিক্রমী ক্রীড়া মনোভাবের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছে। উৎকৃষ্ট প্রর্দশনের মাধ্যমে সমস্ত চারটি চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব অর্জন করার জন্য এনএফআরএসএ বাস্কেটবল টিমকে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়। এই টুর্নামেন্ট টি গুয়াহাটিতে তৃণমূল স্তরের বাস্কেট বলের প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এবং স্কুল এবং অ্যাকাডেমি স্তরের খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিভা তুলে ধরে। এনএফআরএসএ ভবিষ্যতেও এ ধরনের পদক্ষেপ আয়োজন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে তরুণ ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া জগতে উজ্জ্বল ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা যায়। শুক্রবার এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা।

১৫ জন নার্সকে জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কার প্রদান রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১জুন ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নার্সদের জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে ২০২৫ সালের জন্য পরিষেবিকাদের জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কার প্রদান করেন তিনি। দেশের মোট ১৫ জন পরিষেবিকা বা নার্সকে এই সম্মানীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় এদিন।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব এবং অনুপ্রিয়া প্যাটেল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নিয়োগে অনিয়মের দায়ে হাই কোর্টে মামলা আর জি কর আন্দোলনের দুই মুখের

কলকাতা, ১ জুনঃ ' পোস্টিং বিতর্কে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন দুই জুনিয়র ডাক্তার। অভিযোগ, নিয়ম মেনে কাউন্সেলিংয়ের পরেও তাঁরা পছঃদের জায়গায় ' পোস্টিং পাননি।সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেবাশিস হালদার, আসফাকুল্লা নাইয়া শুক্রবার হাই কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত। বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যাযের বেঞ্চে আগামী সপ্তাহে (৫ জুন) এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।আর জি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা, তার অন্যতম ' হয়ে উঠেছিলেন দেবাশিস, আসফাকুল্লারা। সম্প্রতি তাঁদের 'পোস্টিং নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে।অভিযোগ, কোথায় নিয়োগ চান, নিয়ম মেনে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় তা সিনিয়র রেসিডেন্ট দের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাঁরা জানিয়েওছিলেন। কিন্তু তার পরেও শুধুমাত্র তিন জন পছন্দের জায়গায় ' পোস্টিং পাননি।ঘটনাচক্রে, তিন জনই আরজি কর আন্দোলন পর্বে প্রথম সারিতে ছিলেন। দেবাশিস, আসফাকুল্লা ছাড়াও এই তালিকায় আছেন আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো। পছন্দের জায়গায় যদি ' না দেওয়া হয়, তবে কাউন্সেলিংয়ের মানে কী? প্রশ্ন তুলেছেন দেবাশিস, অনিকেতরা।এখনও পর্যন্ত অনিকেতের তরফে হাই কোর্টে মামলা হয়নি। তবে জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠন ডব্লিউবিজেডিএফ সূত্রে খবর, অনিকেতও একই ভাবে মামলা করবেন।

দিল্লিতে উচ্ছেদ অভিযান প্রশাসনের, ডিএম বললেন আদালতের নির্দেশেই পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ১ জুন ঃ রাজধানী দিল্লিতে উচ্ছেদ অভিযান চালায় প্রশাসন। রবিবার দিল্লির জঙ্গপুরার মাদ্রাসি ক্যাম্পে অবৈধ দখলদারির বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। দক্ষিণ-পূর্ব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অনিল বাঙ্কা বলেছেন, আদালতের নির্দেশে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আমরা নরেলায় সমস্ত যোগ্য ব্যক্তিকে ফ্ল্যাট বরাদ্দ করেছি। ৩৭০টি (বস্তি) ভেঙে ফেলা হয়েছে, যার মধ্যে ১৮৯টি পুনর্বাসনের জন্য যোগ্য।দিল্লির জঙ্গপুরার মাদ্রাসি ক্যাম্পে অবৈধ দখল অপসারণের জন্য রবিবার সকাল থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব জেলা প্রশাসক অনিল বাঙ্কা আরও বলেছেন, আদালতের নির্দেশ অনুসারে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং আদালতের নির্দেশ অনুসারে দখল অপসারণ করা হচ্ছে। এই দখলের ফলে বড়পুল্লা ড্রেনও বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ব্যাহত হচ্ছে এবং জল প্রবাহে সমস্যা হচ্ছে। ভারী বৃষ্টিপাতের সময়, এই কারণে জল জমে এবং পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

লাগাতার বৃষ্টিতে বেড়েছে তিস্তার জলস্তর, ভোগান্তিতে ৭৮ পরিবার

শিলিগুড়ি, ১ জুন ঃ সিকিমে ভারী বৃষ্টির জেরে তিস্তার জলস্তর বেড়েছে। যার জন্য জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৭৮ টি পরিবার জলবন্দি হয়ে পরেছে। বাড়ি ঘর ছো়ড়ে বাঁধের ওপরে আশ্রয় নিচ্ছেন এলাকার মানুষজন। ইতিমধ্যেই বন্যা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখলেন ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়-সহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও অন্যান্যরা।লাগাতার বৃষ্টিতে উত্তর সিকিমের রাস্তাঘাটের অবস্থা মারাত্মকভাবে খারাপ হয়ে গেছে, ৭০০-৮০০ পর্যটক উঁচু এলাকায় আটকে পড়েছেন। মাঙ্গান জেলা উপাধ্যক্ষ (পঞ্চায়েত রাজ) সোনম কিপা ভুটিয়া বলেছেন, আমি এখন যা আবেদন করতে চাই তা হল, যদিও সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, স্থানীয় প্রশাসনকেও তাদের কাজের মানের দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে জানান।

বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য শ্রীভূমি জেলাবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান প্রশাসনের

শ্রীভূমি (অসম), ১ জুনঃশ্রীভূমির জেলা আয়ুক্ত এক আবেদনযোগে জানিয়েছেন, রাজ্যের আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুসারে সমগ্র রাজ্য সহ শ্রীভূমি জেলায়ও আগামী দু-তিন দিন অতি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষায় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থেকে জনগণকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানানো হয়েছে।আবেদনে জানানো হয়েছে, মুসলধারে বৃষ্টি হওয়ার জন্য জেলার পাহড়ি অঞ্চলে ভূমিস্খলনের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই জনগণকে সতর্কতা ব্যবস্থা হিসেবে পাহাড় বা টিলা অঞ্চলে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ, মাটি কাটা বা গৃহ নির্মাণ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া যে কোনও দুর্যোগ সম্বন্ধীয় সহায়তার জন্য জনগণকে জেলা প্রশাসন ও নিজ নিজ সার্কল অফিসে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।এতে জরুরিকালীন যোগাযোগের নম্বর যথাক্রমে জেলা দুর্যোগ সহায়তা কেন্দ্র ০৩৮৪৩-২৮০০০০ (টোল ফ্রি ১০৭৭)। পাশাপাশি, সার্কল অফিস শ্রীভূমি ৯৩৬৫৮৬৬৮০৩, সার্কল অফিস বদরপুর ৮৪৮৬১৪৫১১২, পাথারকান্দি সার্কল অফিস ৭০০২১৯৮৩৯৪, সার্কল অফিস নিলামবাজার ৯৪৩৫০২৫৯৮৮ এবং সার্কল অফিস রামকৃষ্ণনগর ৭০০২২১৩৫১৬।

রাশিফল

মেষঃএই সপ্তাহে, আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি গভীর মনোযোগ দিন । যে কোনও অসাবধানতা জটিলতার কারণ হতে পারে। বিশ্রামকে অগ্রাধিকার দিন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম করা এড়িয়ে চলুন। পেশাগত ক্ষেত্রে, আপনি কাজে খুব বেশি ব্যস্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার উপাদনশীলতা বেশি থাকতে পারে এবং চাকরিপ্রার্থীদের জন্য দিনটি বিশেষভাবে অনুকূল হতে পারে । নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে।

বৃষঃ বৃষ রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আপনি বিশেষ করে সপ্তাহের শুরুতে ভালো বোধ করতে পারেন, তবে তাপ-সম্পর্কিত সমস্যা থেকে নিজেকে রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বেশি করে জল খান এবং অতিরিক্ত রোদে বেোনো এড়িয়ে চলুন।

মিথুনঃ এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির লোকেদের জন্য সামগ্রিকভাবে ইতিবাচকতা আনতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজনীয় হতে পারে - ছোটখাটো সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করবেন না। ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগের সমস্যা হতে পারে, বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে, এবং সমবয়সীদের প্রভাবের কারণে তারা বিভ্রান্ত হতে পারে। পেশার দিক থেকে, আপনি আপনার প্রচেষ্টাকে কেঃদ্রীভূত করলে, সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়টি ব্যবসায়িক বৃদ্ধির জন্য অনুকূল হতে পারে।

কর্কটঃক্ষুদ্র শিল্প থেকে খ্যাতি ও মুনাফা বাড়তে পারে কর্কট রাশির জাতকদের। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তি সাহায্য পেতে পারেন।

সিংহঃ আজকের দিনে বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো আপনাকে খুশি করবে। আপনার সৃজনশীলতার মাধ্যমে আপনি আপনার কাজে নতুনত্ব আনতে সক্ষম হবেন।

কন্যাঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব।

তুলাঃআপনাকে যে সিদ্ধান্তই নিতে হোক না কেন, ভেবেচিন্তে এবং ভারসাম্য বজায় রেখে নেবেন।

বৃশ্চিকঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে এটি সত্ত্বেও, আজ আপনার আর্থিক দিকটি সবল থাকবে।

ধনুঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে। ।।

মকরঃ এটি আপনার আত্মসমালোচনার সময়। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর মনোনিবেশ করুন এবং আপনি যে লক্ষ্যগুলি অর্জন করতে চান তা নির্ধারণ করুন। ।

কুম্ভঃ আজকে উফুল্ল মেজাজের কারণে দিনটি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি গাড়ি করে ঘুরতে বেরোবেন, যা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বড়িয়ে তুলবে।

মীনঃমীন রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল হতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন পরিবর্তনের জন্য তাদের জন্য নতুন পেশা খোঁজার এটি একটি উপযুক্ত সময় হতে পারে। ব্যবসায়ীরাও বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের সুযোগ আশা করতে পারেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, কানের ব্যথা সমস্যার কারণ হতে পারে - আগে থেকেই কোনও ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা আরও অস্বস্তি এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

আবহাওয়া

বৃষ্টি থামতেই ভ্যাপসা ও অস্বস্তি গরম ফিরেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্ন আবহাওয়া। সেখানে ভারী বৃষ্টি চলছে, আগামী ৬ জুন পর্যন্ত তরাই অঞ্চলে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আপাতত বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হলেও, অস্বস্তি বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং-সহ বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে আগামী কিছু দিন। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৮ ডিগ্রি বেশি।।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ১০টা৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০১মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৩মিনিটে হতে পারে আজ।

শিলিগুড়ি মহাকুমার ভাতিগছে মহানন্দা নদীর চর দখল করে বিক্রির অভিযোগ উঠল জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে

দুরন্তবার্তা, শিলিগুড়ি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশ কোনভাবে সরকারি জমি দখল করা যাবে না। এরপরে রাজ্যের প্রশাসন একাধিক জায়গায় সরকারি জমি চিহ্নিত করে সাইনবোর্ড লাগান। তবে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভাতিগছে মহানন্দা নদীর চর দখল করে বিক্রির অভিযোগ উঠল জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছাড়াল গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ মহানন্দা নদীর চরে তাদের পূর্বপুরুষের আমল থেকে গবাদি পশু বেঁধে এসেছেন। তবে এখন জমি মাফিয়াদের নজর পড়েছে এই নদীর চরের উপর। যার ফলে গরু ছাগল বা অন্যান্য গবাদি পশু এখন আর এই চরের উপর বাঁধতে দিচ্ছেন না জমি মাফিয়ারা। অবিলম্বে প্রশাসনের উচিত নদীর চরে সরকারি সাইনবোর্ড বসানো হোক আর জমি মাফিয়া থেকে জমিটি অর্থাৎ নদীর চরটি দখলমুক্ত করা হোক। স্থানীয় বাসিন্দা এমডি জুলফিকার বলেন দীর্ঘদিন ধরেই নদীর চরে গবাদি পশু চরাচ্ছি আমরা এলাকার বাসিন্দা। তবে আচমকাই আমরা লক্ষ করি নদীর চর নাকি মানুষের নামে রেকর্ড হয়ে গেছে। আমরা কোনদিন শুনিনি সরকারি জমি কারো নামে রেকর্ড হয়ে যায়। আর এখন গবাদি পশুর সেই জায়গায় বাঁচতে গেলে গবাদি পশুর পা ভেঙ্গে দিচ্ছে এমনকি এলাকার সাধারণ বাসিন্দাদের ধমকি দিচ্ছে জমি মাফিয়া। আমরা বি এল আর ও বিডিও,এসডিএল আরও সবাইকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা চাচ্ছি অবিলম্বে নদীর চর যাতে কোনোভাবে জমি মাফিয়া নিতে না পারে প্রশাসন পদক্ষেপ নিক। যদি পদক্ষেপ না নেয় তাহলে আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখবো। অপর এক স্থানীয় বাসিন্দা তিনি বলেন আমরা কোন উপায় না পেয়ে বিএলআর অফিস ঘেরাও করেছি তবে বি এল আর ও ছিলেন না। আমরা জানি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বারংবার বলছেন সরকারি জমি কোনভাবে বা নদীর চর কোন ভাবে দখল করা যাবে না এরপরও স্থানীয় জমি মাফিয়ারা নদীর চর দখল করে বিক্রি করছে। আমরা কিছু বলতে গেলেই আমাদের প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে। তাই সংবাদ মাধ্যমের কাছে প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে অনুরোধ অবিলম্বে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখে নদীর চর দখল মুক্ত করা হোক। অপরদিকে এ বিষয়ে ফাঁসিদেওয়া ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক শুভ্রজিত মজুমদার বলেন দীর্ঘ কয়েক মাস যাবত স্থানীয় গ্রামবাসীদের মদতে জমি মাফিয়ারা মহানন্দা নদীর চর দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে সমস্ত বিষয়টি নজরে রয়েছে। এর আগেও সরকারি জমি মাপ যোগ করা হয়েছে। আমরা সেই জায়গায় সরকারি সাইনবোর্ড ইতি মধ্যেই লাগিয়ে দেবো।

দেশে বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

দুরন্তবার্তা, ২ জুন ঃ আবার কি সেই ভয়ঙ্কর দিন আসছে? আবার কি বিশ্ব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে? আবার কি পৃথিবী দেখবে মৃত্যুর মিছিল? কারণ দেশে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। একদিনেই ২ হাজারের গণ্ডি থেকে ৩ হাজারে পৌঁছে গেল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বর্তমানে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৯৫। সবথেকে বেশি আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে কেরলে। নতুন করে একবার উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা সংক্রমণ। করোনার দুই ভ্যারিয়েন্ট নতুন করে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩৯৫-এ।

একদিনেই নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৮৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সর্বোচ্চ সংক্রমণ কেরলে। সেখানে বর্তমানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৩৬-এ। এরপরে রয়েছে মহারাষ্ট্র, সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬৭। দিল্লিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭৫। গুজরাটে আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৫, কর্নাটকে ২৩৪। রাজ্যেও ক্রমে সংক্রমণ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০৫। তামিলনাড়ুতে ১৮৫ জন এবং উত্তর প্রদেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১১৭।চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, করোনা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। যারা সংক্রমিত হচ্ছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বাড়িতে থেকে সুস্থ হয়ে

পুজোর আগে সুখবর

দুরন্তবার্তা, কালনা ঃ পুজোর আগে তাঁতিদের জন্য সুখবর, তন্তুজ পুজোর সময় গোটা রাজ্যে এক কোটি টাকার কাপড় কিনবে তাঁতিদের থেকে সরাসরি। ধাত্রীগ্রাম তাঁত কাপড় হাটে এসে সংবাদমাধ্যমকে জানালেন তন্তুজ এর এমডি রবীন্দ্রনাথ রায়। এবং শনিবার ধাত্রীগ্রাম তাঁত কাপড় হাটে এসে এলাকা পরিদর্শন করেন, তন্তুজের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, তন্তুজের এমডি রবীন্দ্রনাথ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পাল সহ বিশিষ্টজনেরা। রবীন্দ্রনাথ বাবু এবং শনিবার তিনি বলেন, গোটা রাজ্যের ছটি জায়গা থেকে এক কোটি টাকার কাপড় কেনা হবে। আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তাঁতিদের কাপড় দিতে হবে। মন্ত্রী স্বপনবাবু তিনি এদিন বলেন, এখানে একটি ওয়্যারহাউস রয়েছে সেটির পরিদর্শনে এসেছিলেন এম ডি, আমাদের ৬৪ টি শোরুম রয়েছে ওটা রাজ্যে সেখানেই হস্ত চালিত তাঁতিদের থেকে কাপড় কিনে এগুলি বিক্রি হবে। গুণগত মান বিচার করে কাপড় নেয়া হবে। আমরা আগে থেকেই এক কোটি টাকার কাপড় নেওয়া হবে সেটি ডিক্লিয়ার করলাম।

এলাকার বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কংগ্রেসের গন স্বাক্ষর অভিযান ইছাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ব্যারাকপুর ঃ উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার অন্তর্গত এস বি রোড, জিবি মন্ডল রোড পুলিশ ফাঁড়ি, টেন্ট রোড সহ বিভিন্ন বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে উত্তর ব্যারাকপুর শহর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চালানো হলো গণস্বাক্ষর অভিযান।

উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার অন্তর্গত ইছাপুর নবাবগঞ্জ এলাকায়, এই দিন গণস্বাক্ষর অভিযানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়া সেলের চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য্য , উত্তর ব্যারাকপুর শহর কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নবকুমার মজুমদার, রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদক প্রমোদ ভার্মা । সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বেহাল রাস্তা নিয়ে বলতে গিয়ে ইছাপুর নবাবগঞ্জ এলাকার এক বাসিন্দা জানান দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। অপরদিকে প্রদেশ কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়া সেলের চেয়ারম্যান অশোক ভট্টাচার্য ও রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদক প্রমোদ ভার্মা অভিযোগ করেন দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভা এলাকার বিভিন্ন রাস্তা। পৌরসভা তাতে কোন হেলদল নেই। অন্যদিকে কংগ্রেসের করা অভিযোগ অস্বীকার করে উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার পৌর প্রধান মলয় ঘোষ জানান বর্ষার জন্য রাস্তা এই মুহূর্তে সংস্কার করা হচ্ছে না। বর্ষা গেলেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করা হব।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আরপিএফ-এর দ্রুত পদক্ষেপের ফলে মাদকদ্রব্য উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, মালিগাঁও, ১ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) রেলওয়ে রুট দিয়ে নিষিদ্ধ পদার্থের পাচার রোধ করার জন্য তীব্র তল্লাশি এবং নজরদারি চালাচ্ছে। ১ থেকে ১৬ মে, ২০২৫ পর্যন্ত ধারাবাহিক সফল অভিযানে, আরপিএফ নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য এবং বেহুশ করার মতো ওষুধ পাচারের সাথে জড়িত ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সমগ্র জোনের বিভিন্ন স্থান থেকে ৫.৩৫ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করেছে।

৭ মে' ২০২৫ তারিখে, গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে একটি বৃহৎ অভিযানে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ), গুয়াহাটি পানবাজার থানার কর্মীদের সমন্বয়ে, নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এক মহিলা যাত্রীকে গ্রেপ্তার করে। যৌথ দলটি ১২৫১৬ (শিলচর - কোয়েম্বাটুর) ট্রেনে ভ্রমণকারী মহিলার কাছ থেকে প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের ২০,০০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। অভিযুক্তকে জব্দকৃত মাদকদ্রব্যসহ পানবাজার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে এনডিপিএস আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এর আগে, ০৩.০৫.২০২৫ তারিখে, আরপিএফ পোস্ট আগরতলার আরপিএফ কর্মীদের দল, জিআরপি/আগরতলার সাথে একটি যৌথ অভিযানে, আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। দলটি ২২.৭৭৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে, যার মূল্য আনুমানিক ২,২৭, ৭৫০ টাকা। অভিযুক্তদের জিআরপি/আগরতলায় হস্তান্তর করা হয়েছে, যেখানে এনডিপিএস আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এই অভিযানগুলি রেলপথে মাদক চোরাচালান রোধে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দৃঢ় সংকল্প ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রতিফলন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলযাত্রী ও রেলওয়ে চত্বরের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পুরুলিয়ায় শুরু হয়েছে দশভূজা চারু ও কারুকলা উৎসব

দুরন্তবার্তা, পুরুলিয়া ঃ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলাদের স্বাবলম্বি করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে একাধিক প্রকল্প শুরু হয়েছে পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়ার মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন-এর ময়দানে সপ্তাহব্যাপী দশভূজা চারু ও কারুকলা উৎসবের আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে মহিলারা এই মেলায় অংশগ্রহণ করেন। বহু প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলা যারা কখনই বাড়ির বাইরে পা দেয়নি তারাও এই মেলায় স্টল দেন। তারাও যাতে রোজগারের পথ খুঁজে পায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই মেলার আয়োজন। এ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানা যায়, সমস্ত জায়গায় আজও এই কথায় প্রচলিত রয়েছে পুরুলিয়া জেলা পিছিয়ে পড়া জেলা। তাই তারা চিন্তা করে দেখেন প্রত্যন্ত এই জেলার মহিলাদের হস্তশিল্পের কাজ শিখিয়ে কাজ সকলের কাছে পৌঁছে দেবেন। যাতে এই সমস্ত মহিলারাও স্বনির্ভর হতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের পথ চলা। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে ১০ জন করে মহিলা নেওয়া হয় এই উৎসবের জন্য। মোট ১০০-টি স্টল দেওয়া হয়। মানুষের যথেষ্ট সাড়া মিলেছে এই মেলা থেকে। সকলেই মহিলাদের হাতের কাজ খুবই পছন্দ করেছেন। এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, এই প্রথমবার তারা এই ধরনের মেলায় অংশগ্রহণ করলেন। তাদের ভীষণই ভাল লাগছে এই মেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে। এর মধ্যে দিয়ে তারা বিকল্প রোজগারের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন।

কালিগঞ্জ উপ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হলেন আশীষ ঘোষ

দুরন্তবার্তা, কালিগঞ্জ ঃ কালিগঞ্জ উপ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হলেন আশীষ ঘোষ। পার্থী হয়েই তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ আশিষের।

তৃণমূল দুর্নীতিতে জর্জরিত। বামেদের সংখ্যালঘু ভোট ভাগাভাগিতেই আমরা বাজিমাত করব। কালিগঞ্জ উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়েই প্রতিক্রিয়া আশীষ ঘোষের। এদিন বিজেপি তরফে কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে আশীষ ঘোষের নাম ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য তৃণমূল বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদ মারা যাওয়ার পর ওই বিধানসভায় উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৯ তারিখে ভোট গ্রহণ। ইতিমধ্যেই তৃণমূল তাদের প্রার্থী হিসেবে প্রাক্তন বিধায়ক নাসির উদ্দিন আহমেদের মেয়ে আলিফা আহমেদের নাম ঘোষণা করেছে। নাম ঘোষণার পর থেকেই তিনি গোটা বিধানসভা এলাকায় প্রচারে নেমে পড়েছেন। তার ঠিক দুইদিন পর বিজেপি আসিস ঘোষকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করলেন। কালিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত দেবগ্রামে আশিস ঘোষের বাড়ি। তিনি বহুদিন ধরেই বিজেপি দলের সঙ্গে যুক্ত। ২০০৮ সাল থেকে বেশ কয়েকবার দেবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে কালিগঞ্জ বিধানসভার কনভেনারের দায়িত্বে রয়েছেন। কৃষক পরিবারের হলেও বর্তমানে তিনি ছোটখাটো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। পার্টি হওয়ার পরেই দলীয় কর্মীরা তাকে ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা জানান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন যে তার বিষয়ে তিনি ১০০ শতাংশ আশা বাদী। তিনি মূলত সনাতনী ভোটকে প্রাধান্য করে লড়াইয়ে নামতে চলেছেন বলে জানান। তিনি বলেন তৃণমূল গোটা রাজ্য জুড়ে যে দুর্নীতি করেছে সেই দুর্নীতির বিপক্ষে মানুষ রায় দেবে। অন্যদিকে তিনি সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে বলেন সিপিএম কংগ্রেস সংখ্যালঘু ভোট টানতে পারলে আমরা অনেকাংশে লাভবান হব।

একমাত্র জামাই ষষ্ঠীর দিনেই ধামেশ্বর মহাপ্রভুকে আশির্বাদ করতে পারেন ভক্তরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ জৈষ্ঠ্যমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথীতে পালন করা হয় জামাই ষষ্ঠী, যা বাংলার প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়, এছাড়াও বহু ষষ্ঠী মন্দিরে বিশেষ পুজোরও আয়োজন করা হয়। তবে নদীয়ার নবদ্বীপের মহাপ্রভু পাড়াস্থিত ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে এই জামাই ষষ্ঠীর দিনে ব্যাতিক্রমি ভাবেই আরাধ্য দেবতা জামাই রূপেই পুজিত হয়ে আসছে বিগত কয়েকশো বছর ধরেই।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বংশের জামাতা ধামেশ্বর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বা ধামেশ্বর মহাপ্রভু। এদিন সকাল থেকে নদিয়ার নবদ্বীপ ধামেশ্বর মহাপ্রভুর মন্দিরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে বিভিন্ন আচার মেনে জামাই হিসেবে বরণ করার পাশাপাশি চলে বিশেষ পুজো। জামাইষষ্ঠীর দিন ভোর থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জামাই হিসেবে বরণ করা হয় মহাপ্রভুকে। এদিন নতুন ধুতি পাঞ্জাবিতে সাজানো হয় তাঁকে। পড়ানো হয় ফুলের মালা। গায়ে দেওয়া হয় সুগন্ধি। মহাপ্রভুকে নিয়ে এই মহা সমারোহের আয়োজন দেখতে নবদ্বীপ ছাড়াও বহু দুরদুরান্তেরি প্রচুর দর্শনার্থীরা ভিড় করেন মহাপ্রভু মন্দিরে।মন্দিরের সেবাইত রূপ গোস্বামী জানান এই দিন আরাধ্য দেবতা মহাপ্রভুকে জামাই হিসেবে বরণ সহ পুজো করা হয়, বাড়ির মা বোনেরা বাড়ির জামাইকে যে ভাবে আদর আপ্যায়ন করা হয় সেভাবেই পুজো করা হয় মহাপ্রভুকে, মহাপ্রভুকে এদিন সাজিয়ে তোলা হয়েছে জামাই রূপে,পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, গলায় মালা, পাশাপাশি তিনি আরও বলেন বছরভর ভগবান রূপে পুজো করে তার থেকে আশির্বাদ নিলেও একমাত্র এই দিনেই জামাই হিসেবে মহাপ্রভুকে আশির্বাদ করতে পারেন ভক্তরা।কোলকাতা থেকে আগত বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী বলেন এবছর সদ্য বিয়ে হয়েছে আমার, শুনেছি নবদ্বীপের ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে জামাই রূপে পুজো করা হয় আজকের দিনে সে কারনেই এখানে আসা ও পুজো দেওয়া,

প্রতিবছরই আরাধ্য দেবতাকে এই দিনে তালপাতার পাখার শাট সহ সকলের মঙ্গল কামনায় পুজো দিতে আসেন নবদ্বীপের বাসিন্দা শিখা গোস্বামী।তিনি বলেন প্রতিবছরই এই দিনে প্রচুর ভক্ত সমাগম ঘটে এই দিনে আমাদের জামাই মহাপ্রভু, সে কারনেই আজকের দিনে এই বিশেষ পুজোতে আসা। মন্দির সুত্রে জানা যায় এদিনের মধ্যাহ্নেভোগ হিসেবে তাঁকে নিবেদন করা হবে পঞ্চব্যাঞ্জন, শাক, থোড়, মোচা, শুক্তো, রকমারি তরকারি, ডাল, ভাজা, ছানার ধোঁকা, পনির ডালনা, পোস্ত। এছাড়াও বিশেষ ভোগ হিসেবে এদিন আমের রস ক্ষীরের সঙ্গে মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয় জামাইষষ্ঠী স্পেশাল আম ও নবদ্বীপের দই। সব শেষে দেওয়া হয় মশলা ও সাজা পান।জামাইষষ্ঠীর দিন প্রতিপদে বুঝিয়ে দেওয়া হয় গৃহত্যাগী শ্রীচৈতন্যদেব আসলে গোস্বামীদের জামাইরাজা। গোটা দিনের পুজোর মধ্যেই প্রকাশ পায় তাঁর এই জামাই আদরের বহর। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন সেদিন সারা নবদ্বীপের মানুষের চোখে জামাই হিসেবেই আদর পেয়ে থাকেন। নবদ্বীপের মহাপ্রভু মন্দিরে কয়েকশো বছর ধরে চলে আসছে এই রীতি।

বনগাঁর কঙ্কনা বাওড় সেজে উঠছে নতুন সাজে

দুরন্তবার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বুকে প্রকৃতির এক অপূর্ব রত্ন কঙ্কনা বাওড়। বনগাঁ মহকুমার গোবরডাঙ্গা এবং বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানা এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ হ্রদটি জেলাবাসীর কাছে শুধু একটি জলাশয় নয়, বরং জীবিকা, জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক প্রাণময় উৎস। এই বাওড়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে প্রায় ৩০০-রও বেশি মৎস্যজীবী পরিবারের জীবনযাপন। জলাশয়ের মাছই তাদের একমাত্র রুজিরুটি। বর্ষাকালে যখন বাওড় পরিপূর্ণ জলধারণ করে, তখন এখানকার চিত্র একেবারে বদলে যায়। ভরা যৌবনের মতই দীপ্তিমান হয়ে ওঠে হ্রদটি ; চারপাশের সবুজে ঘেরা জলে ভেসে থাকে নৌকা, ছোট ছোট ঢেউয়ে খেলে বেড়ায় মাছ। অথচ শীতকাল যেন আরেক রহস্যময় রূপ এনে দেয় এই বাওড়কে।

শীতকালে দেশ-বিদেশ থেকে আগত অসংখ্য পরিযায়ী পাখির কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে চারদিক। প্রতি বছর শীতকালে হাজির হয় সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসা পরিযায়ী থেকে দেশীয়বালি হাঁস, সরালি, মাছরাঙা, পানকৌড়ি ও আরও বহু প্রজাতির পাখি। এসব পাখি কে এক নজর দেখতে বহু পাখিপ্রেমী ও ফটোগ্রাফার ভিড় করেন বাওড়ের তীরে। এই সময়ে বাওড় পরিণত হয় এক প্রাকৃতিক অভয়ারণ্যে। বাওড়টির অবস্থান ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে গোবরডাঙ্গা শহর, যেখান থেকে সহজেই রেলপথে বা সড়কপথে এখানে পৌঁছনো যায়, অপরদিকে স্বরূপনগর, যেটি এখনও পর্যটনের মানচিত্রে তেমনভাবে জায়গা করে নিতে পারেনি। এই বাওড়ের দু'পাশে বিস্তৃত জলাভূমি ও সবুজ বনানী এক অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলেছে। এটি শুধু শীতকাল নয়, বর্ষাকালেও পর্যটকদের জন্য সমান আকর্ষণীয়। বর্তমান অবস্থা ও উন্নয়নের সম্ভাবনা গোবরডাঙ্গা অংশে ইতিমধ্যেই একটি সুন্দর উদ্যান নির্মাণ করা হয়েছে।

তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হলো বোমা

দুরন্তবার্তা, ২ জুন ঃ রাতের অন্ধকারে তৃণমূল নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হলো বোমা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দা সুত্রে জানাযায়, শনিবার গভীর রাতে হঠাৎই বিকট বিস্ফোরণের শব্দ। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কামরুজ্জামান মন্ডলের বাড়ির লক্ষ্য করে ছোড়া হয় সকেট বোমা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমকল থানার পুলিশ বাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে সকেট বোমার খোলস। রবিবার সকালে তৃণমূল নেতা কামরুজ্জামান মন্ডল জানান, রাতের অন্ধকারে কিছু অ্যান্টি-সোশ্যাল দুষ্কৃতী পরিকল্পনা করেই এই বোমাবাজি চালায়। ঘটনায় তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, আতঙ্ক ছড়াতেই এই হামলা করা হয়েছে। তবে এর পিছনে কে বা কারা আছে সেই বিষয়ে তদন্ত করে দেখছে ডোমকল থানার পুলিশ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডোমকলে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও একবার মাথা চাড়া দিয়েছে। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

বৃষ্টিতে উত্তর-পূর্বে মৃত ৩০

বর্ষা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ অবস্থা উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক জায়গায়। বিশেষ করে অসম, মেঘালয়, মণিপুর ও মিজোরামের। ভারী বৃষ্টিতে ভাসছে উত্তর-পূর্ব ভারত। লাগাতার বৃষ্টির জেরে নেমেছে ধস, হড়পা বান। দুদিনের বৃষ্টিতেই কমপক্ষে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে সাফ জাতীয় সড়কও। অসম- মেঘালয়ের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। বর্ষা ঢুকতে না ঢুকতেই তার ভয়ঙ্কর রূপ দেখছে অসম, মেঘালয়, মণিপুর ও মিজোরাম। একটানা ভারী বৃষ্টির জেরে এই চার রাজ্যেই হড়পা বান ও ধস নেমেছে। শুধুমাত্র শনিবারই কমপক্ষে ১৪ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। জলে প্লাবিত গ্রামের পর গ্রাম।

শুধু অসমেই কমপক্ষে ৬০ হাজার মানুষ ঘরছাড়া। জানা গিয়েছে, শনিবার অসমে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে ধস ও হড়পা বানের জেরে। অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব কামেঙ্গ জেলায় ধসের জেরে একটি গাড়ি খাদে পড়ে যায়। দুই পরিবার মিলিয়ে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে তাতে। আরেক জায়গায় চাষের জমিতে ধস নেমে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। মৌসম ভবনের তরফে আরও বিপদের সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। অসমের একাধিক অংশে লাল ও কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি উত্তর-পূর্বের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

অমিত সাহার কর্মী সভায় হৃদরোগে মৃত্যু বিজেপি পঞ্চায়েত প্রধানের

নিজস্ব সংবাদ দাতা, নদীয়া ঃ রবিবার কোলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত সাহার কর্মীসভায় যোগদান করতে গিয়ে হার্ড অ্যাটাকে মৃত্যু হল, ৮৮-কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার, হাঁসখালি ব্লকের অন্তর্গত, ময়ূরহাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান ও এক্স আর্মি দীপঙ্কর (দয়াল) দাসের।

পরিবার সুত্রে জানা যায় এদিন সকালে সুস্থই ছিলেন মৃত দীপঙ্কর দাস, বাড়ি থেকে কোলকাতায় অমিত সাহার কর্মী সভায় যোগ দিতে যাচ্ছি বলেই বেরায়, শেষ বারের মতোন বেলা একটা নাগাদ ফোনে কথা হয় পরিবারের সাথে। জানা যায় মিটিংয়ে যাওয়ার পর বুকে যন্ত্রণা অনুভব করেন প্রধান, স্থানীয় কর্মীরাই প্রধানকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক দীপঙ্কর দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করে।জানা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে প্রধানের। প্রধানের মৃত্যুর সংবাদ বাড়িতে পৌঁছাতেই বাড়িতে ভিড় জমাতে শুরু করে পরিবারের সদস্য সহ দলীয় কর্মী সমর্থকরা। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তার স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা।

স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বিপুল ঘোষ দুঃখ প্রকাশ করে বলপ রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে পার্থক্য থাকতেই পারে তবে দীপঙ্কর বাবু একজন সৎ ন্যায়নিষ্ঠ দলীয় অনুগত কর্মী ছিলেন, তার মৃত্যুতে আমরা তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন দীপঙ্কর দাসের মৃত্যু কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছেন না, তারা, মৃত্যুর খবর আসতেই শোক স্তব্ধ গোটা পঞ্চায়েত সহ সমগ্র এলাকা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্তবার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৮১ সংখ্যা, সোমবার ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

বিভ্রমের যুগে নতুন প্রজন্ম বড় পুঁজি, আগ্রাসী জনতাবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়ার বিপজ্জনক মিশ্রণ

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চালচিত্রে এক অদ্ভুত রূপান্তর ঘটছে। এই রূপান্তরের কেন্দ্রে রয়েছে একটি ত্রিমুখী শক্তি;বড় পুঁজি, আগ্রাসী জনতাবাদ এবং সোশ্যাল মিডিয়া। এই তিন শক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠছে এক নতুন বাস্তবতা, যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও পরিচয় গঠনের প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অবচেতনভাবে, এক বিভ্রান্তিকর দিক থেকে।
প্রশ্ন উঠছে;এই মিশ্রণ কি আমাদের নতুন প্রজন্মকে অনিচ্ছাকৃতভাবে এক দুঃস্বপ্নের বাস্তবতায় ঠেলে দিচ্ছে? তারা কি ক্রমেই এক এমন সমাজে প্রবেশ করছে, যেখানে স্বাধীনতা ও যুক্তি নয়, বরং বিভ্রান্তি, ভ্রান্ত আত্মবিশ্বাস ও বিকৃত সত্য তাদের নিয়ন্ত্রণ করে?
প্রথমে আসা যাক বড় পুঁজির প্রসঙ্গে। আজকের অর্থনীতি অনেকাংশেই নির্ভর করছে কর্পোরেট জায়ান্টদের হাতে। তারা শুধু অর্থনীতিকে নয়, নিয়ন্ত্রণ করছে মিডিয়া, প্রযুক্তি, এমনকি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেও। যখন একটি ছোট গোষ্ঠী বিপুল অর্থনৈতিক শক্তির মাধ্যমে সমাজের বৃহৎ অংশের আচরণ ও মনস্তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তখন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও বিকাশের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়। বিজ্ঞাপন, বিপণন, এবং মনোযোগের বাজার আজকে এতটাই পরিপক্ব যে, একজন তরুণ কী দেখবে, কী ভাববে, কী বিশ্বাস করবে; তা অনেকটাই নির্ধারিত হচ্ছে এই পুঁজির খেয়ালখুশিমতো।
এই বাস্তবতায় জুড়েছে দ্বিতীয় উপাদান;আগ্রাসী জনতাবাদ। বিশ্বজুড়ে উত্থান ঘটেছে এমন এক রাজনৈতিক ধারার, যা জনতার আবেগকে উস্কে দিয়ে ক্ষমতা অর্জন ও তা ধরে রাখার কৌশলে পারদর্শী। এই জনতাবাদ যুক্তি, তথ্য বা আত্মালোচনা নয়, বরং আবেগ, ভয় ও সংকীর্ণ জাতিসত্তাকে হাতিয়ার করে। এটি তরুণদের কাছে পরিচিত করে দেয় এক বিপজ্জনক পরিচয়ের, যেখানে 'আমরা বনাম ওরা'-র বিভাজন তৈরি হয়;ধর্ম, জাতি, ভাষা কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে। এই ন্যারেটিভে জায়গা নেই সমন্বয়ের, নেই সহনশীলতার, বরং প্রতিপক্ষকে শত্রু হিসেবে দেগে দেওয়াই মূল অভীষ্ট।
আর এই দুই শক্তির মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী হিসাবে কাজ করছে তৃতীয় উপাদানটি;সোশ্যাল মিডিয়া। এটি যেন এক নতুন যুদ্ধক্ষেত্র, যা একদিকে যেমন অসংখ্য কণ্ঠকে প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সত্যকে বিকৃত করার, মতাদর্শ প্রচারের, এবং গুজবকে বাস্তব রূপে প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। অ্যালগরিদম-নির্ভর এই মাধ্যমটি ব্যক্তি বিশেষের আগ্রহ, ভয় ও প্রবণতা বিশ্লেষণ করে তাকে এমন তথ্য সরবরাহ করে, যা তার বিদ্যমান মতামতকেই দৃঢ় করে, এবং বিরুদ্ধ মতকে সরিয়ে দেয় তার দৃষ্টিসীমা থেকে।
এই তিনটির সম্মিলনে গড়ে উঠছে এক নতুন সমাজ;যেখানে সত্যের সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে, যুক্তি ও বিশ্লেষণকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, আর আবেগ ও বিভ্রান্তি হয়ে উঠছে প্রধান চালিকাশক্তি। তরুণ প্রজন্ম, যাদের কাঁধে ভবিষ্যতের দায়িত্ব, তারা প্রবেশ করছে এক বিকৃত বাস্তবতায় প্রবেশ করছে। যেখানে তারা নিজের অজান্তেই হয়ে উঠছে কর্পোরেট প্রোপাগান্ডার ভোক্তা, রাজনৈতিক মেরুকরণের অংশ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার বিভ্রান্তিমূলক বলয়ের বাসিন্দা।
তাদের জীবনে জায়গা পাচ্ছে না গভীর পাঠ, মননশীল বিতর্ক বা আত্মসমালোচনা। পরিবর্তে প্রবলভাবে কাজ করছে ফিল্টার বুদ্বুদ, যেখানে তারা শুধু নিজস্ব মতামতের প্রতিধ্বনি শুনতে পায়, বিরোধী মতকে 'দুশমন' বলে ভাবতে শেখে। এতে করে তারা ক্রমেই হয়ে উঠছে এক এমন জনগোষ্ঠী, যারা অনিশ্চিত, উদ্বিগ্ন, এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল;যা যে কোনো উগ্র মতাদর্শ বা প্ররোচনার পক্ষে এক উর্বর ভূমি তৈরি করে।
এই পরিস্থিতি শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয়, এর গভীর সামাজিক প্রভাবও রয়েছে। তরুণরা রাজনৈতিকভাবে হয় নিঃসঙ্গ, নয়তো অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ। তারা অর্থনৈতিকভাবে বড় পুঁজির করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, যেখানে চাকরি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নির্ভর করছে কর্পোরেট সিদ্ধান্তের উপর। সামাজিক সম্পর্কগুলো হয়ে উঠছে ক্ষণস্থায়ী, ভার্চুয়াল ও বস্তুগত। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ;সবকিছু যেন পিছিয়ে পড়ছে এই প্রবল শক্তির মিশ্রণের বিরুদ্ধে।
তবে এই অন্ধকারের মধ্যেও কিছু আলোর রেখা আছে। বিশ্বজুড়ে কিছু তরুণ নতুন করে প্রশ্ন তুলছে, বিকল্প বাস্তবতার খোঁজ করছে। তারা সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবস্থাকেই ব্যবহার করে সত্য উন্মোচনের চেষ্টা করছে, কর্পোরেট দায়বদ্ধতার প্রশ্ন তুলছে, এবং জনতাবাদের বদলে সহযোগিতামূলক রাজনীতির স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু এই কণ্ঠগুলো এখনও সংখ্যালঘু, এবং শক্তিশালী তিনটি দানবীয় কাঠামোর সামনে দুর্বল। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো সচেতনতা ও শিক্ষা। কিন্তু সেটা হতে হবে কেবল পাঠ্যবই-ভিত্তিক নয়, বরং সমালোচনামূলক, বস্তুনিষ্ঠ এবং মানসিক প্রতিরোধ গঠনে সহায়ক শিক্ষা। প্রয়োজন রাষ্ট্রিয়, পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে এই বিপদের স্বরূপ চিহ্নিত করে উদ্যোগ গ্রহণ। তরুণদের শিখতে হবে;কীভাবে তথ্য বিশ্লেষণ করতে হয়, কীভাবে যুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, এবং কীভাবে এক বিকল্প ও মানবিক সমাজ কল্পনা করা যায়।
আমাদের নতুন প্রজন্মকে এক দুঃস্বপ্নের সমাজে ঠেলে দেওয়ার দায় শুধু এই তিনটি শক্তির নয়, বরং আমাদের সবার। আর সময় থাকতে যদি আমরা প্রশ্ন না তুলি, প্রতিরোধ না গড়ি, তাহলে একদিন সত্যিই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিজেদের খুঁজে পাবে এমন এক সমাজে, যা তাদের কাছে আর আপন নয়;বরং এক দুঃস্বপ্নের বাস্তবতা।
এই সময়ে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো;তরুণদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার, সংবেদনশীল আত্মার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটানো। নয়তো ভবিষ্যৎ ইতিহাস হয়তো আমাদেরই প্রশ্ন করবে;কেন আমরা দেখেও চুপ করে ছিলাম, যখন এক প্রজন্ম ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল বিভ্রান্তির অন্ধকারে।

অনুকুলচন্দ্রের বাণী

শিক্ষা

শিক্ষা কিন্তু কতকগুলি জড় বিজ্ঞতাই নয়কো বরং তা' তাৎপর্য্য-সহ জীয়ন্ত অনুভব; তা' না হ'লে শিক্ষার দাম কোথায় আর প্রাণই বা কী? ১।
জানে অথচ চরিত্র নাই;তা' কাজে লাগাবার, বিদ্যায় সে মূঢ়। ২।
তোমার বিদ্যা যদি মাথাতেই মজুত থাকে, আর তা' ব্যবহারে লাগাতে না জান; সে-বিদ্যা তোমার কিছুই নয়। শোনা বা পড়াকে যদি কাজে মূর্ত ক'রে তুলতে না পার; তা' তোমার জীবনে প্রহেলিকাময় একটা কওয়ার বাবুগিরি ছাড়া কিছুই ক'রে তুলতে পারবে না, ভেবে দেখ; ফয়দা কোথায় ৪
আপনবোধে অন্যকে নিজের মত ক'রে দেখা; আর, বিহিতভাবে তেমনি করা ও চলা; ব্যবহার শেখার মক্‌সই ওখান থেকে। ৫।

শাশ্বতী

যা'দের চলা, বলা, করা, জানা ঈশ্বর বা ইষ্টে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি -
বাস্তবে, সমন্বয়ে, সামঞ্জস্যে, - তা'দের জ্ঞান যাই হোক না কেন পল্লবগ্রাহী মাত্র, বিদ্যা অনেক দূরে তা'দের থেকে। ৬।
যে যা' জানে; সেই জানার অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে তা'র অনুসরণ শিক্ষিত হও, ও যথাবিহিত আবৃত্তিতে জানাকে আয়ত্ত করতে পারা যায়, আর, আয়ত্ত করার এই-ই সহজ পন্থা। ৭।
ধীকে বাড়িয়ে তোল, কিন্তু পেশীকে বঞ্চিত ক'রে নয়; বরং শক্তিশালী ক'রে তা'কে;যথাবিহিত। ৮।
বিদ্যা আছে, কিন্তু তা' চরিত্রে মূ্ত্ত নয়; সদর্থোদ্দীপনায়, সামঞ্জস্যে, ব্যবহারে,; চরিত্রহীন শিক্ষক তা'র পরিবেষণ কিন্তু স্ব্বনাশা। ৯।
ছাত্রের জীবনের ভক্ষক। ১০।
দাম্ভিক ভণ্ড-জ্ঞানী হওয়া ভাল না,- তা' নিরর্থক, অপকারীও অনেকের পক্ষে। ১১।
জ্ঞান যত সদনুপূরক, সার্থক-সঙ্গতিসম্পন্ন ; সমঞ্জস;

শিক্ষা

তা'র তত জলুস অপ্রকৃতিস্থ প্রণিধান আর, হিতপ্রদও তা' তত। ১২।
ভ্রান্ত সন্ধিৎসারই পরিচালক। ১৩।
হওয়া-মানুষকে তৈরী করা যায় না; বরং তার বৈশিষ্ট্যকে পোষণে পুষ্ট করা যায়; উৎক্রমী ক'রে।

ভারতের কূটনৈতিক পরিসরে তুরস্কের গুরুত্ব সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়নের সময়

আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে প্রতিটি রাষ্ট্রই তার কূটনৈতিক নীতিকে সময় ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পুনর্গঠন করে থাকে। বিশেষ করে উদীয়মান অর্থনীতি ও বহুমাত্রিক ভূরাজনৈতিক স্বার্থসম্পন্ন দেশগুলোর ক্ষেত্রে এই কূটনৈতিক কৌশল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভারত, দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ অর্থনীতি ও একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে, সম্প্রতি বৈশ্বিক ভূ কৌশলগত সমীকরণে অনেক বেশি সক্রিয়। এই প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে;তুরস্ক কি ভারতের কূটনৈতিক পরিসরে আরও গভীরভাবে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত সময় এসেছে?
তুরস্ক দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের ভূমিকায় রয়েছে। এর ভৌগোলিক অবস্থান, ন্যাটোর সদস্যপদ এবং সম্প্রতি এর আঞ্চলিক রাজনৈতিক সক্রিয়তা একে নতুন করে গুরুত্ব দিচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিসরে। অন্যদিকে, ভারতও তার পররাষ্ট্র নীতিকে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহুমুখী করার লক্ষ্যে পশ্চিম এশিয়া, মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে আগ্রহী। এই পরিপ্রেক্ষিতে, তুরস্ককে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক অংশীদার হিসেবে বিবেচনার বিষয়টি আগের তুলনায় আরও বাস্তবসম্মত হয়ে উঠেছে।
তবে ভারত-তুরস্ক সম্পর্ক সবসময় মসৃণ ছিল না। কাশ্মীর ইস্যুতে তুরস্কের অবস্থান এবং পাকিস্তানের প্রতি কিছুটা পক্ষপাতমূলক মনোভাব ভারতকে সংবেদনশীল করে তুলেছে। বিশেষত ২০১৯ সালে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সাংবিধানিক অবস্থান পরিবর্তনের পর, রাষ্ট্রপুঞ্জে তুরস্কের নেতিবাচক অবস্থান দুই

দেশের সম্পর্কে স্পষ্ট ছায়া ফেলেছিল। কিন্তু শুধু এই ঘটনাগুলোর ভিত্তিতে তুরস্ককে কূটনৈতিক দৃষ্টিসীমা থেকে বাদ দেওয়া কি সঠিক কৌশল হবে?
বিশ্ব এখন বহুমুখী শক্তির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। একদিকে যেমন চীন-পাকিস্তান-ইরান ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, অন্যদিকে পশ্চিমা বিশ্ব আবার নতুন জোট, প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের পথে হাঁটছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতকে তার কূটনৈতিক নীতি আরও চৌকস ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে হবে। তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক শুধুমাত্র দ্বিপাক্ষিক নয়, বরং এটি বৃহৎ পরিসরের ভূরাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারে।
তুরস্ক, ভারত ও অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল হতে পারে। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব কৌশলগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। তুরস্কের 'মিডল পাওয়ার' অবস্থান, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ, এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও ব্ল্যাক সি অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব ভারতকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।
ভারতের কাছে তুরস্কের গুরুত্ব কেবল কূটনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ভারতের 'লুক ওয়েস্ট' নীতির মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের যে প্রয়াস, তাতে তুরস্ক একটি স্বাভাবিক সংযোজন। দুই দেশই জি-২০ সদস্য, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ, প্রযুক্তি ও উদীয়মান বাজার ব্যবস্থাপনায় একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতায় আগ্রহী হতে পারে। ভারতীয় শিল্প, ওষুধ, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষাক্ষেত্র ও পর্যটনের জন্য তুরস্ক একটি সম্ভাবনাময় বাজার হতে পারে।
অন্যদিকে, তুরস্কও ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী হতে পারে, বিশেষ করে যখন এটি পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে কিছুটা টানাপোড়েনে রয়েছে। একাধিকবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকার সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার পর, তুরস্ক বিকল্প বাণিজ্যিক ও কৌশলগত অংশীদার খুঁজছে। এই সুযোগে ভারত, যে কিনা 'স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি'-র নীতিতে বিশ্বাস করে, এক সম্ভাবনাময় অংশীদার হিসেবে উঠে আসতে পারে।
তবে সম্পর্ক উন্নয়নের আগে কিছু বাস্তব চ্যালেঞ্জ আছে, যেগুলোর অবসান ঘটানো প্রয়োজন। কাশ্মীর প্রসঙ্গে তুরস্কের অবস্থান নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা ও কূটনৈতিক বোঝাপড়া জরুরি। ভারতকে এটি বুঝতে হবে যে কূটনীতিতে স্থায়ী বন্ধুত্ব বা শত্রুতা বলে কিছু নেই;আছে কেবল স্বার্থ ও পরিস্থিতি। একসময় যেসব দেশ ভারতের প্রতি উদাসীন ছিল, তারা আজ ভারতের কৌশলগত অংশীদার; তুরস্কও এই তালিকায় আসতে পারে।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তুরস্কের বৈদেশিক নীতিতে যে ধরনের অভিযোজন দেখা যাচ্ছে, তা থেকে বোঝা যায়;তারা পশ্চিমের একচেটিয়া নির্ভরতা কমিয়ে নতুন জোট ও অংশীদারিত্বের দিকে এগোচ্ছে। ভারত যদি সময়োপযোগীভাবে কূটনৈতিক রূপরেখা নির্ধারণ করে, তবে তুরস্কের সঙ্গে একটি সুদূরপ্রসারী ও বহুমাত্রিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।
ভারতের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য হলো বৈচিত্র্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব এবং স্বার্থভিত্তিক সহযোগিতা। এই নীতির আলোকে তুরস্ককে অগ্রাহ্য করা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত হবে না। বরং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নবনির্মাণের মাধ্যমে ভারত একটি কৌশলগত গেইটওয়ে তৈরি করতে পারে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার সংযোগস্থলে।
পরিশেষে বলা যায়, তুরস্ককে ভারতের কূটনৈতিক পরিসরে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা এখন সময়ের দাবি। রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও অতীতের বিতর্ক ছাপিয়ে বাস্তববাদী কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। একবিংশ শতাব্দীর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় কৌশলগত দূরদর্শিতা, নমনীয়তা এবং বহুমুখী সম্পর্কই কূটনৈতিক সাফল্যের চাবিকাঠি। তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন এই লক্ষ্যে একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে।

সমাজের প্রতিচ্ছবি বানু মুশতাকের লেখনীতে জীবন্ত বাস্তবতা

সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি;এই চারটি স্তম্ভে ভর করেই গড়ে ওঠে একটি জাতির পরিচয়। এই স্তম্ভগুলোর ভেতরের গতিপ্রকৃতি, দ্বন্দ্ব, ও অব্যবস্থার সূদ পর্যবেক্ষণই একজন লেখককে তাঁর সময় ও সমাজের প্রতিভূ করে তোলে। ঠিক এই ভূমিকাতেই নিজের অবস্থান নিশ্চিত করেছেন প্রথিতযশা লেখিকা বানু মুশতাক। তাঁর লেখাগুলো শুধু সাহিত্য নয়, বরং সময়ের দলিল, সমাজের আয়না, যেখানে পাঠক খুঁজে পায় নিজেদের কথা, নিজেদের চারপাশের বাস্তবতার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।
বানু মুশতাকের লেখালেখির যাত্রা কোনো আড়ম্বর দিয়ে শুরু হয়নি। তিনি নিজের চোখে দেখা ঘটনাগুলো, সমাজের অন্তঃস্তলে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণা, অনাচার, বৈষম্য ও অন্যায়ের চিত্র নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গদ্যে। কোনো কৃত্রিমতা বা অতিনাটকীয়তা নয়, বরং তাঁর কলমে উঠে এসেছে একেবারে প্রামাণ্য বাস্তবতা, যা একদিকে যেমন পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে, অন্যদিকে তেমনি সমাজের অন্তর্লীন অসাম্য ও কূপমণ্ডূকতাকেও উদ্ভাসিত করে।
তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। একজন নারীর চোখে সমাজের বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা, ধর্মের নামে কূপমণ্ডূকতা কিংবা শিক্ষার নামে ভণ্ডামি;সবই যেন অদ্ভুত এক সাহস ও স্পষ্টতার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখায়। তিনি কখনও নিজেকে 'সামাজিক বিপ্লবের নেত্রী' বলে দাবিও করেননি, কিন্তু তাঁর প্রতিটি লেখা যেন পাঠকের মনে নতুন করে প্রশ্ন তোলে, প্রতিরোধ গড়ার ভাষা খোঁজে।
বানু মুশতাক সমাজের নিচুতলার মানুষের কথা বলেছেন, তাঁদের জীবনের কঠোর বাস্তবতা, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা;সবই তাঁর লেখায় উঠে এসেছে এমনভাবে, যা কখনও আবেগতাড়িত

নয়, বরং পর্যবেক্ষণভিত্তিক ও নির্মোহ। শহরের পেছনের গলি থেকে শুরু করে গ্রামের অন্তর্লীন কোণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সভা;সব জায়গাতেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন গল্প, পেয়েছেন চরিত্র, পেয়েছেন প্রতিবাদ করার ভাষা।
তিনি যেভাবে নারীর অবস্থান ও সংগ্রামকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখায় নারী কোনো নিছক করুণা কিংবা প্রেমের প্রতিমূর্তি নয়;নারী এখানে যোদ্ধা, অভ্যন্তরীণ সংকটে ক্ষতবিক্ষত এক মানবিক অস্তিত্ব, যে কখনো প্রেমে প্রতারিত, কখনো সমাজের কুপ্রথায় পদদলিত, কিন্তু বারবার উঠে দাঁড়ায়। তাঁর লেখায় নারী তার নিজস্ব পরিচয়ে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে;আমি আছি, আমি দেখি, আমি বলি।
তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা, ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে অবস্থান, শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে তাঁর তীব্র ভাষ্য;সবকিছু মিলিয়ে বানু মুশতাক হয়ে উঠেছেন সময়ের সাহসী কণ্ঠস্বর। অথচ তিনি কখনোই কোনো দলের মুখপাত্র হননি, বরং সমাজের সাধারণ মানুষের পক্ষেই উচ্চারণ করেছেন কঠিন সত্যের বাক্য। তাঁর লেখায় ধর্মীয় সংকীর্ণতা বা রাজনৈতিক কৌশলের যে নগ্নতা উন্মোচিত হয়, তা আমাদের সমাজে দীর্ঘদিন ধরেই অনুচ্চারিত ছিল।
তিনি শুধু সমালোচনা করেননি; তিনি আলোও দেখিয়েছেন। নিজের লেখার মধ্য দিয়ে তিনি বারবার পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছেন; পরিবর্তন সম্ভব, শুধু দরকার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধির। তাঁর কলম কখনো রুদ্র হয়ে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কখনো বা আশ্বাস হয়ে ওঠে প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়াতে। সমাজের যেসব স্তরে আমরা সচরাচর আলো ফেলি না, সেখানেই বানু মুশতাক আলোর স্পর্শ এনে দিয়েছেন।
তাঁর ভাষা সহজ, বর্ণনা প্রাঞ্জল, কিন্তু ভাবগম্ভীর। একদিকে তিনি যেমন তীক্ষ্ণ রসের মাধ্যমে সামাজিক বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে মানবিক বেদনার গভীর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এই ভাষার শক্তিই তাঁকে সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। তিনি নিজের লেখাকে কখনোই 'বুদ্ধিজীবী সাহিত্য' বানাতে চাননি; বরং মানুষ যেভাবে দেখে, অনুভব করে, বাঁচে; সেভাবেই তিনি লিখেছেন।
বাংলা সাহিত্য যে বহুদিন ধরেই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, তার এক অনন্য উদাহরণ বানু মুশতাকের লেখনী। তাঁর রচনাসমূহ নিছক গল্প নয়, বরং প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি দৃশ্যপট যেন এক একটি প্রতিবাদপত্র। যেখানে অন্যরা হয়তো কাগজ-কলম ফেলে নিরব থেকেছে, সেখানে বানু মুশতাক কলম ধরেছেন, প্রশ্ন করেছেন, লিখেছেন।
এই সমাজে এমন লেখক দরকার, যারা সাহস করে বলে উঠবে;'দেখো, কী হচ্ছে আমাদের চারপাশে।' বানু মুশতাক সে কাজটিই করেছেন নিঃসংকোচে। তিনি আমাদের সমাজের একটি দর্পণ তৈরি করেছেন, যেখানে আমরা নিজেদের দেখা থেকে পালাতে পারি না। তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে তীব্র মানবিক আবেদন, সামাজিক দায়বদ্ধতা, এবং সর্বোপরি সত্যকে বলার অনন্য সাহস।
এই সাহসিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা এবং বাস্তবতার প্রতি অনুগত লেখনীই বানু মুশতাককে আজকের সময়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর করে তুলেছে। তাঁর রচনা শুধু পাঠের জন্য নয়, চেতনার জাগরণ এবং বিবেকের দিকনির্দেশনার জন্যও অপরিহার্য।
সাহিত্য তখনই চিরকালীন হয়, যখন তা তার সময়কে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের কথা বলে। বানু মুশতাকের লেখনী সেই সময়াতীত সত্যকেই তুলে ধরে। তাঁর কলমে ধরা পড়ে আমাদের সমাজের এক অনন্য প্রতিবিম্ব, যেখানে সুখ-দুঃখ, লজ্জা অপমান, জয়-পরাজয় সবই একত্রে মিশে জীবন্ত চিত্রকল্প তৈরি করে।
বানু মুশতাক আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে লিখতে হয়, দেখতে হয়, আর সবচেয়ে বড় কথা;কীভাবে সত্যকে ভয় না পেয়ে উচ্চারণ করতে হয়। তাঁর লেখালেখির মধ্য দিয়েই আমরা বুঝি, একজন প্রকৃত লেখকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব;সত্য বলা। এই সত্যই বানু মুশতাককে করেছে অনন্য, অমর।

সেনা অভিযান গৌরবের নয়, প্রচারণার হাতিয়ার নয়

একটি সেনা অভিযান, যতই কৌশলী হোক না কেন, জাতির নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে পরিচালিত হয়। এই ধরনের অভিযানগুলো আমাদের সেনাবাহিনীর দক্ষতা, সাহস এবং আত্মত্যাগের প্রতিচ্ছবি হলেও, এগুলো ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উপায় হতে পারে না। সামরিক সাফল্য জাতীয় গৌরবের অংশ হতে পারে, কিন্তু সেটিকে রাজনৈতিক প্রচারণার হাতিয়ার বানিয়ে ফেলা জাতীয়তাবাদের প্রকৃত মানে বিকৃত করে।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একাধিক দেশে দেখা যাচ্ছে যে, সামরিক অভিযান বা নিরাপত্তাবিষয়ক সিদ্ধান্তগুলোকে জনসাধারণের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যেন তা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কৃতিত্ব। সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে এসব অভিযানের বিশদ বর্ণনা, ভিডিও ফুটেজ, বা উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের পরিদর্শনকে এমনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যাতে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এই প্রবণতা শুধু নৈতিকভাবেই ভুল নয়, বরং তা রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।
সেনাবাহিনী একটি পেশাদার ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হচ্ছে সংবিধান মেনে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সেনাবাহিনীর কোনো সাফল্যকে যদি একটি নির্দিষ্ট দলের নামে তুলে ধরা হয়, তাহলে সে প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক রং পেতে শুরু করে। এতে করে দীর্ঘমেয়াদে সেনাবাহিনীর ওপর সাধারণ জনগণের আস্থা নষ্ট হতে পারে। পাশাপাশি, এমন পরিস্থিতিতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো এই অভিযানের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে, যা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।
একটি সামরিক অভিযানের পেছনে থাকে দীর্ঘ পরিকল্পনা, কৌশলগত হিসাব, এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে গোপনীয়তা বজায় রেখে সম্পন্ন করতে হয়, যাতে শত্রু পক্ষ কোনোভাবে আগাম সতর্কতা না পায়। কিন্তু যখন এসব অভিযানকে রাজনৈতিক প্রচারের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন সে গোপনীয়তাও ভঙ্গ হয়। অনেক সময় অপারেশনের পর সেনাবাহিনীর কৌশল, প্রযুক্তি কিংবা সদস্যদের পরিচয়ও প্রকাশ পেয়ে যায়, যা ভবিষ্যতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।
উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বের অনেক উন্নত ও অভিজ্ঞ সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি সাধারণ নীতি হল 'অ্যাকশন স্পিকস লাউডার দ্যান ওয়ার্ডস'। তাঁরা কোনো অভিযানে সাফল্য পেলেও তাতে বেশি উৎসবের আমেজ তৈরি করেন না। বরং, কাজটি সফলভাবে শেষ করে নিরবেই নিজেদের অবস্থানে ফিরে যান। কারণ তাঁরা জানেন, এই সাফল্য তাঁদের কর্তব্যের অংশ, ব্যক্তিগত গৌরবের নয়।
অভিযোগ রয়েছে, নির্বাচনের সময় সামনে রেখে অনেক সময় এসব অভিযানকে সামনে আনা হয়। একদিকে যখন সাধারণ জনগণ নিরাপত্তার প্রশ্নে সেনাবাহিনীর দিকে তাকিয়ে থাকে, অন্যদিকে তখনই এই ধরনের প্রচারণা চালিয়ে ভোটারদের আবেগ কাজে লাগানো হয়। এটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক, কারণ এটি শুধু ভোটের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে না, বরং জনমনে যুদ্ধবাজ মানসিকতা জন্ম দেয়। ফলে, মানুষ যুদ্ধের কৌশলগত প্রয়োজনে নয়, বরং আবেগের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধের পক্ষে মত দেয়।
তাছাড়া, এই ধরণের প্রচারণা ভবিষ্যতে সরকারগুলোকে অপ্রয়োজনে সেনাবাহিনী ব্যবহার করার দিকে ঠেলে দিতে পারে। যেহেতু সামরিক অভিযান জনপ্রিয়তা বাড়াতে সাহায্য করে, তাই একটি সরকার বারবার সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইতে পারে। এতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কাঠামোও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং গণতান্ত্রিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়।
সেনাবাহিনীর সাফল্য উদযাপন করা যাবে না, এমন নয়। বরং তা করতেই হবে ; তবে তা হবে মর্যাদাপূর্ণ ও আত্মবিশ্বাসী উপায়ে। সরকার প্রধান বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গ সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাতে পারেন, তাঁদের সাহসিকতার প্রশংসা করতে পারেন, কিন্তু সেটিকে যদি রাজনৈতিক বক্তৃতায় পরিণত করা হয়, তবে তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।
গণমাধ্যমের দায়িত্বও এই ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা চাই, যেখানে তথ্য পরিবেশন হবে নিরপেক্ষভাবে, কোনো পক্ষের প্রচার নয়। সাংবাদিকদের উচিত সেনাবাহিনীর কৃতিত্বের খবর তুলে ধরার সময় সেই পেশাদারিত্ব এবং কর্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করা, যা একজন সৈনিকের পরিচয় বহন করে।
অবশেষে, একটি সফল সামরিক অভিযান কেবল একটি মুহূর্তের গৌরব নয়; এটি একটি জাতির নিরাপত্তা নীতির ধারাবাহিকতা এবং সঠিক দিকনির্দেশনার ফল। এই সাফল্য জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, কিন্তু তা যেন কোনোভাবেই রাজনীতির খেলায় ব্যবহার না হয়। কারণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সকল দলের ঊর্ধ্বে, সকল রাজনীতির ঊর্ধ্বে, এবং সর্বোপরি ; সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও মর্যাদার সুরক্ষা।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভারতের পাশে কলম্বিয়া

প্রথমিকভাবে কিছুটা ভুল বুঝে পাকিস্তানের পাশে কলম্বিয়া দাঁড়ালেও শেষে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে কলম্বিয়া। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য প্রচারে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে ভারতের সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল। ভারতকে নকল করে পাকিস্তানও তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। কলোম্বিয়া অপারেশন সিঁদুরে পাকিস্তানে নিহত জঙ্গিদের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছিল। তাদের এই মন্তব্যে ভারত আশাহত হয়েছিল। পরে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বে ভারতের প্রতিনিধিদল পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা এবং তার পিছনে পাকিস্তানের যোগ- গোটা বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন।
এরপরই বোধদয় হয় কলোম্বিয়ার। তারা এবার ভারতকেই সমর্থন জানাতে চলেছে। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেন, 'ওরা (কলোম্বিয়া) তাদের বিবৃতি প্রত্যাহার করেছে এবং আমাদের অবস্থান নিয়ে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করবে'। এর আগে শশী থারুর কড়া বার্তা দিয়ে বলেছিলেন যে সন্ত্রাসবাদীদের পাঠায় এবং যারা তাদের সমর্থন করে তাদের মধ্যে কোনও ফারাক নেই। ভারতের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলায় পাকিস্তানের স্পষ্ট যোগ রয়েছে। বিজেপি নেতা তথা আমেরিকায় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিং সান্ধুও জানান যে কলোম্বিয়ার ভারপ্রাপ্ত বিদেশমন্ত্রী ও নেতাদের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং তাদের পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা থেকে গোটা ঘটনাক্রম বর্ণনা করেন।

১ জুলাই থেকে ফ্রান্সে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ হতে চলেছে

দেশের শিশুদের রক্ষা করতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে ফ্রান্স সরকার। জানা গিয়েছে, এবার ফ্রান্স সরকার প্রকাশ্যে ধূমপান রুখতে কঠোর নিয়ম আনতে চলেছে। শিশুরা যেখানে যায়, যেমন বাস স্টপ, পার্ক, স্কুল,

খোলা মাঠ, খেলাধুলোর জায়গা, সমুদ্র সৈকতের মতো জায়গায় আর প্রকাশ্যে ধূমপান করা যাবে না। তবে ক্যাফের ছাদে ধূমপান করা যাবে।
প্রকাশ্যে ধূমপান করে ধরা পড়লেই দিতে হবে জরিমানা। তাও আবার ১০০-৫০০ নয়, কড়কড়ে ১৩,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। এমনটাই কঠোর নিয়ম চালু করা হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী ক্যাথরিন ভোট্রিন এই ঘোষণা করেন। তাঁর সাফ কথা, তশিশুরা যেখানে থাকবে, সেখানে কোনওভাবে তামাক থাকবে না। ধূমপান করার স্বাধীনতা সেখানেই শেষ হয়ে যাবে যেখানে শিশুদের খোলা বাতাসে শ্বাস নেওয়ার অধিকার শুরু হয়।দ ফ্রান্সের নাগরিকরাও চান ধূমপানের নিয়ম কড়া হোক। সম্প্রতিই একটি মতামত পোলে ৬২ শতাংশ নাগরিকই প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

ফের বাংলায় উদ্ধার বেআইনি অস্ত্র! মুর্শিদাবাদে তল্লাশিতে পুলিশের জালে বিহারের বাসিন্দা

দুরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ১ জুনঃ আবারও বাংলা থেকে অস্ত্র উদ্ধার। গতকাল, শনিবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার একটি হোটেলে তল্লাশি চালিয়েছিল বেঙ্গল এসটিএফ। পাওয়া গেছে বেআইনি পিস্তল ও ম্যাগাজিন। এই ঘটনায় বিহারের ভাগলপুরের অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিধাননগর কোর্টে নিয়ে যাওয়া হলে তার ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়েছিল বেঙ্গল এসটিএফ বা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। অভিযান চলাকালীন মুর্শিদাবাদের নিউ ফরক্কা বাসস্ট্যান্ডের কাছে হোটেল রজনীগন্ধা থেকে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার হয় ওই বেআইনি অস্ত্র। জানা গেছে, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম সত্যজিৎ ঘোষ (৪২)। বিহারের ভাগলপুর অঞ্চলে তার বাড়ি। চারটি ৭.৬৫ ক্যালিবারের সেমি অটোমেটিক পিস্তল, চারটি পিস্তল ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়েছে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে। এই ঘটনায় বেঙ্গল

এসটিএফ-এর সল্টলেকের হেডকোয়ার্টার থানায় বেআইনি অস্ত্র আইনের অধীনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। তদন্তের দায়ভার নিয়েছে বেঙ্গল এসটিএফ। তদন্তে জানা গেছে, সত্যজিৎ নামের ওই ব্যক্তি বিভিন্ন জেলার মধ্যে ছড়িয়ে থাকা অস্ত্রপাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত। দেখাসাক্ষাৎ করে কিছু লোকের কাছে অস্ত্র বেচার উদ্দেশ্য নিয়ে মুর্শিদাবাদে এসেছিল এবং ওই হোটেলেই থাকছিল সে। সূত্র মারফত খবর আসে পুলিশের কাছে, আচমকা হানা দিতে সেখান থেকেই সে ধরা পড়ে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের জালে। বিহার থেকে অস্ত্র বাংলায় আসার ঘটনা আগেও ঘটেছে। বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা এই অস্ত্রপাচার চক্রের সঙ্গে আর কে কে জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জোরকদমে তদন্ত চলছে।

সোদপুরে দম্পতির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে বাড়ছে রহস্য

দুরন্ত বার্তা, সোদপুর, ১ জুনঃ সোদপুরে দম্পতির মৃত্যু ঘিরে রহস্য। এদিন নাটাগড়ে তাঁদের নিজেদের বাড়ি থেকেই দেহ উদ্ধার করে ঘোলা থানার পুলিশ। মৃত্যু হয়েছে শেখর সামন্ত (৬৫) ও তাঁর স্ত্রী মনিকা সামন্তর (৫৭)। তাঁদের মৃত্যু ঘিরেই জোরদার চাপানউতোর এলাকায়। প্রাথমিত তদন্তে পুলিশের অনুমান তাঁরা আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন। তবে তা নিশ্চিত হতে অপেক্ষা করতে হবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের। আত্মহত্যা করলেও কেন এই ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত নিলেন তা ভাবাচ্ছে পুলিশকে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের। খবর শুনে হতবাক এলাকার বাসিন্দারা। জানাজানি হতেই একেবারে শোরগোল পড়ে যায়। শোকে পাথর পরিবারের সদস্যরাও। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন শেখরবাবুর ভাইও।

৫ দিনের পুরো বেডরেস্ট, কেষ্টর ঠিক হয়েছেটা কী?

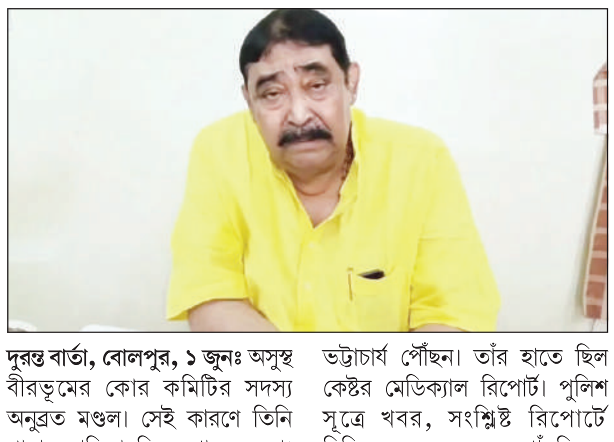

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১ জুনঃ অসুস্থ বীরভূমের কোর কমিটির সদস্য অনুব্রত মণ্ডল। সেই কারণে তিনি থানায় হাজিরা দিতে পারছেন না। ডাক্তার অনুব্রত ওরফে কেষ্টকে বলেছেন বেডরেস্টে থাকতে। ঠিক কী অসুখ হয়েছে তাঁর? পুলিশ সূত্রে খবর, আজ রবিবার বোলপুর থানায় অনুব্রতর আইনজীবী বিপত্তারণ ভট্টাচার্য পৌঁছন। তাঁর হাতে ছিল কেষ্টর মেডিক্যাল রিপোর্ট। পুলিশ সূত্রে খবর, সংশ্লিষ্ট রিপোর্টে চিকিৎসক অনুব্রতকে পাঁচদিনের বেডরেস্টে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। তবে তাঁর কী অসুখ হয়েছে, কেনই বা এই বেড রেস্ট তা এখনও পর্যন্ত জানতে পারা যায়নি। উল্লেখ্য, তিহাড়ে যাওয়ার পূর্বে অনুব্রত জানিয়েছিলেন আদালতকে তাঁর ফিসচুলার সমস্যা রয়েছে। তা ফেটে এক সময় রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। এতে বেজায় কষ্টও পেয়েছেন কেষ্ট। সেই সমস্যা কি পুনরায় বাড়ল? তা যদিও এখনও অবধি জানা যায়নি। তবে শুধু ফিসচুলা নয়, এর পাশাপাশি আরও অসুখ রয়েছে বীরভূমের এই তৃণমূল নেতার। কিন্তু বর্তমানে কোন সমস্যায় এত কষ্ট পাচ্ছেন? তা স্পষ্ট হচ্ছে না। এ দিন, অনুব্রতর অনুগামী হিসাবে পরিচিত গগন সরকার জানিয়েছেন, অনুব্রত আজ পার্টি অফিসেও যাবেন না। তিনি বলেন, ''যে লোকটাকে বেডরেস্টে থাকতে বলা হয়েছে, তিনি মরতে-মরতেও পার্টি অফিস যাবেন? শনিবারের থেকেও অবস্থা খারাপ হয়েছে তাঁর। সেই কারণে যাবেন না।''

ভয়ঙ্কর কাণ্ড! রাতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল, সকালে বাড়ি ফিরে বউ-মেয়ের অবস্থা দেখে থ স্বামী

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ১ জুনঃ ৬ মাসের মেয়েকে খুন করে শ্বাসনালী কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা মায়ের। চাঞ্চল্যকর ঘটনা ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের জল্পেশ এলাকায়। এখানেই শ্রীলঙ্কা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় গাড়ির চালক মলিন রায়ের সঙ্গে বছর তিনেক আগে বিয়ে হয় মৌমিতা রায়ের। মাস ছয়েক আগে তাঁদের এক কন্যা সন্তানও হয়। সেই কন্যা সন্তানকে খুনের অভিযোগ উঠেছে মৌমিতার বিরুদ্ধে। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার রাতে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মলিন। সকালে বাড়ি ফিরে দেখেন দরজা বন্ধ। তা দেখেই সন্দেহ হয় তাঁর। অনেক ডাকাডাকি করেও কারও কোনও সাড়া শব্দ মেলেনি। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকেন। ভিতরের দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠে যায় তাঁর। দেখা যায় মলিনের স্ত্রী গলার নলি কাটা অবস্থায় খাবি খাচ্ছে। পাশে পড়ে রয়েছে মেয়ের দেহ। দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু,

চিকিৎসকরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। অন্যদিকে মৌমিতার আঘাত গুরুতর থাকায় তাঁকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে শিলিগুড়ির এক বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। কিন্তু কী কারণে এত বড় কাণ্ড তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। এলাকায় চাপানউতোর। কেন মৌমিতা আচমকা এই কাণ্ড করলেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। ঘটনার নেপথ্য কারণ জানতেখোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে পারিবারিক কোনও বিবাদ নাকি অন্য কোনও কারণ তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের।

রাতের অন্ধকারে ১৫ বছরের নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, উত্তাল চন্দননগর

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ১ জুনঃ নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে উত্তাল ভদ্রেশ্বর থানা এলাকায়। দুই অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর এলাকার বাসিন্দাদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মূল ঘটনার সূত্রপাত শনিবার রাতে। রাতেই চন্দননগর স্টেশন রেল লাইন লাগোয়া ঝুপরির বাসিন্দা বছর পনেরোর এক নাবালিকা শৌচালয়ে যাচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় তাঁকে

টেনে নিয়ে যায় ওই এলাকারই চার যুবক। তাঁকে যৌন হেনস্থার চেষ্টা করে। এক যুবক প্রতিবাদও করে। তাঁকেও মারধর করে অভিযুক্তরা। বাড়ির লোকজনের কাছে সবটা খুলে বলে ওই নাবালিকা। খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার লোকজন বলছেন, যে যুবকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাঁরা প্রত্যেকেই এলাকায় সমাজবিরোধী হিসাবে পরিচিত। এদিন সকালে এক অভিযুক্তকে দেখতে পেতেই চড়াও হন এলাকার বাসিন্দারা। ব্যাপক মারধর করা হয়। অভিযুক্তদের বাড়িতেও ভাঙচুর চলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মারমুখী জনতার হাত থেকে অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এরইমধ্যে আরও এক অভিযুক্তকে আটক করে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। অন্যদিকে পুলিশ জানিয়েছে ইতিমধ্যেই নাবালিকার মা শ্লীলতাহানির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। দুজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

হাতে লেখা 'মুক্তি', আলুথালু অবস্থায় রয়েছেন উল্টে পড়ে, কী হয়েছে মহিলার কেউ বলতে পারল না

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণগঞ্জ, ১ জুনঃ ফাঁকা মাঠে পড়ে রয়েছে মৃতদেহ। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার একটি পাটের জমিতে পড়ে রয়েছে তাঁর অর্ধনগ্ন দেহ। স্থানীয়দের অনুমান ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তবে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রবিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া বানপুর গেঁদে রাজ্য সড়ক সংলগ্ন এলাকার টুঙ্গি রেলগেটে। রবিবার সকাল সাতটা

নাগাদ ওই পাট ক্ষেতের পাশে মহিলার রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। তাঁরা কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এরপর ওই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, মৃতদেহের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন এবং একটি ব্যাগ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিলার হাতে মুক্তি লেখা আছে। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের দাবি, সীমান্ত পেরিয়ে প্রতিদিনই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বাড়ছে। ওই মহিলার দেহে একাধিক চুরির আঘাত রয়েছে। তবে এখনো জানা যায়নি নাম পরিচয়। এই নৃশংস খুনের পেছনে হাত রয়েছে দুষ্কৃতীদের?

'পুলিশ চলে ডালে-ডালে, আমরা চলি শিরা উপ-উপশিরায়', আইসি-কে শাস্তি দেবেন টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি?

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১ জুনঃ একা অনুব্রতয় রক্ষা নেই। সঙ্গে জুটল আরও এক। এবার বোলপুরের আইসি লিটন হালদারকে বেলাগাম আক্রমণ বীরভূমের অনুব্রত অনুগামী বীরভূম টিএমসিপি-র সভাপতি বিক্রমজিৎ সাউয়ের। তাঁর হুমকি ক্ষমতা থাকলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে মামলা করে দেখান। এখানেই শেষ নয়, আইসি লিটনকে বীরভূমেই শাস্তি পেতে হবে। হুমকি বিক্রমজিতের। একটি ভিডিয়োয় বলতে শোনা যাচ্ছে, ''লিটন হালদার নাম ধরে বলছি, বাপের বেটা তোমার যদি দম থাকে তাহলে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে, টিএমসিপি-র

বিরুদ্ধে এবং বীরভূমের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে দেখিও। তুমি জান নিজে যে কতটা দুর্নীতি পরায়ন। কত লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছ? তুমি তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি কীভাবে অনুব্রত মণ্ডলের হাতে তুলে দিতে চেয়েছ সমস্ত তথ্য প্রমাণ আছে। তোমরা ডালে-ডালে চললে আমরা শিরা-উপ-শিরায় চলি। লিটন হালদার তুমি সরকারি কর্মচারি। আমি অন্যায় করে থাকলে শাস্তি দিও। কিন্তু তুমি যদি অন্যায় করো, তাহলে এর শাস্তি বীরভূমেই পেতে হবে...।'' উল্লেখ্য, আইসিকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে আগেই বিতর্কে পড়েছেন অনুব্রত। তার মধ্যে পুলিশ নোটিস দিলেও থানায় হাজিরা দিচ্ছেন না কেষ্ট। আজ রবিবার, এই নিয়ে দু'দিন হয়ে গেল অনুব্রত হাজিরা দেননি। উল্টে আবার তাঁর এক অনুগামী গগন সরকারের দাবি, অনুব্রত এইসব করেননি। এআই দিয়ে করানো হয়েছে। এই আবহের মধ্যে এবার ফের হুমকি দিয়ে বিতর্ক বাড়ালেন এই তৃণমূল নেতা।

জলের তোড়ে ভেসে গেল আস্ত শিব মন্দির! 'ডুয়ার্সটাই মানচিত্র থেকে মুছে যেতে পারে', আশঙ্কা বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১ জুনঃ ভয়ঙ্কর অবস্থা উত্তরবঙ্গের। প্রবল বর্ষণ চলছে একের পর এক জেলায়। ফুঁসছে তিস্তা। এরইমধ্যে আলিপুরদুয়ারে নদীগর্ভে তলিয়ে গেল আস্ত এক শিব মন্দির। তীব্র আতঙ্কে আশপাশে গ্রামের বাসিন্দারা। ঘটনা আলিপুরদুয়ারের ১ নং ব্লকের শালকুমার ২ নং অঞ্চলে। প্রসঙ্গত, সিকিম, ভুটানেও চলছে প্রবল বর্ষণ। তার প্রভাব পড়ছে বঙ্গেও। আলিপুরদুয়ার সহ আশপাশের যে সমস্ত জেলা রয়েছে সেখানকার নদীগুলিও অবিরাম মুষলধারায় ফুলেফেঁপে উঠেছে। আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁ, বীরপাড়া, মাদারিহাটের টোটোপাড়ার বাঙরি, তিতি, হাউড়ির মতো নদীগুলিতে জলস্তর অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। এরইমধ্যে এদিন শিষামারা নদীর জল আচমকাই বৃদ্ধি পেতেই দু'পাশে ভাঙন শুরু হয়ে যায়। তাতেই নদী গর্ভে তলিয়ে যায় পাশে থাকা একটি শিব মন্দির। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই শিষামারা

নদীর বাধ মেরামতের জন্য ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ হয়েছে। কাজও চলছে। গত ৭ মে বিধানসভার সেচ দফতরের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান সমীর কুমার জানা এলাকা পরিদর্শনেও আসেন। তার মধ্যেই ফের শুরু ভাঙন। তাতেই ভয়ে কাঁটা এলাকার বাসিন্দারা। অন্যদিকে শনিবার আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার ৪৮ নং এশিয়ান হাইওয়েতে বেশ কিছু অংশে ধস নেমেছে। গ্যারগেন্ডা নদীর জলস্তরও বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীর গতিপথও কিছুটা বদলে গিয়েছে। তাতেও বেড়েছে উদ্বেগ। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলছেন, ''আমাদের এখানে গত ২৪ ঘণ্টা বেশি বৃষ্টি না হলেও ভুটান পাহাড়ের বৃষ্টির জল কার্যত তাণ্ডব চালাচ্ছে। শিষামারা নদীর জলের তোড়ে প্রাচীন একটা মন্দির তলিয়ে গিয়েছে। আরও অনেক জায়গায় নদী ভাঙনের জেরে অবস্থা খারাপ। বসত বাড়ি থেকে চা বাগান সব তলিয়ে যাচ্ছে।'' ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা এই নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অচিরে আরও বড় বিপদ অপেক্ষা করছে বলে মনে করছেন তিনি। এখন ব্যবস্থা না মিলে আগামীতে ডুয়ার্সের মানচিত্রটাই বদলে যেতে পারে। উদ্বেগের সুরেই তিনি বলছেন, ''এখনই ব্যবস্থা না নিলে অদূর ভবিষ্যতে ডুয়ার্সের মানচিত্রটাই আর থাকবে না। সবটা দেখেই আমরা ইন্দো-ভুটান যৌথ নদী কমিশন তৈরির দাবি জানিয়েছি আমরা। ভারত-নেপাল, ভারত-বাংলাদেশ নদী কমিশন থাকলে ভুটানের ক্ষেত্রে কেন সম্ভব নয়? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বারবার এই দাবি করেছেন। একাধিকবার রাজ্যের তরফে কেন্দ্রকে চিঠিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের কোনও হেলদোল নেই। প্রধানমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার থেকে ঘুরে গেলেও এ নিয়ে কোনও কথা বললেন না।''

এখনও হলুদ সতর্কতা! ভারী বর্ষণের মধ্যে কত জল ছাড়া হল তিস্তা ব্যারেজ থেকে?

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১ জুনঃ প্রবল বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দফতর। তা সত্যি করেই বিগত কয়েকদিন ধরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির ছবি দেখা গিয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায়। ফুঁসছে তিস্তা। বেহাল দশা উত্তর সিকিমেরও। এরইমধ্যে তিস্তা নদীর দোমহনী থেকে হলুদ সতর্কতা উঠে গেলেও মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। উত্তরের ৪ জেলার সমস্ত নদীর বন্যা পরিস্থিতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দিতে এদিন থেকেই জলপাইগুড়ি সেচ দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল সেন্ট্রাল ফ্লাড কন্ট্রোল রুমের। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও দার্জিলিংয়ের মতো জেলাগুলির সমস্ত নদীর বন্যা পরিস্থিতির উপর রাখা হচ্ছে বিশেষ নজর। ভূটানের চুখা, তেন্দু-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে কী পরিমাণ জল ছাড়া হচ্ছে তার প্রভাব উত্তরবঙ্গের নদীর উপর কীভাবে পড়ছে তার যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে এই সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে। এদিন সকাল ৬টায় জল ছাড়া হয়েছে ২৬৮৭ কিউমেক। সকাল ৮ টায় জল ছাড়া হয়েছে ২৮২৭ কিউমেক। ফলে

কন্ট্রোল রুম যদিও বলছে, জলপাইগুড়িতে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। একদিন আগেও তিস্তা নদীর দোমহনী থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। জলস্তর নেমে যাওয়ায় এদিন সকাল ৭টায় তা তুলে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে ফের নতুন করে বাড়তে পারে জলস্তর। অপরদিকে জলঢাকা নদীতেও হলুদ সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়েছে। হাওয়া অফিস বলছে রবিবারেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে উত্তরবঙ্গে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং জেলাতে। বাকি জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম।

GOPALNAGAR GRAM PANCHAYAT
Gopalnagar (Hattala), P.O:-Dewanbheri, Dist:-Hooghly
Email ID:-gopalnagoregp@yahoo.co.in
NOTICE INVITING e-TENDER: 128/GGP, Date: 30/05/2025
The Prodhan Gopalnagar Gram Panchayat, invites e-Tender Only from Bonafide, resourceful Contractors/Suppliers having Credentials(in the form of work order, work completion certificates and payment certificates) of executing of 1(One) work. Source of Fund: CFCBG(Tied). Last date of Bid Submission(online): **07.06.2025 at 10.00 am.** Date of Opening of Bid(Online): **02.06.2025 10.00 am.** For further details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or visit office of the undersigned.
Sd/- **Pradhan, Gopalnagar Gram Panchayat**

Office of the Chara Panchla Gram Panchayat
Vill: Chara Panchla, P.O.: Panchla,
P.S. Panchla, Pin-711322
E-Tenders are invited by the Pradhan, Chara Panchla Gram Panchayat, Panchla, Howrah, for 07nos. of Schemes(Water ATM and Construction of Drain), Fund: CFC vide **Memo No.-CPGP/164/XVFC/TIED/2025-26.** Last date of submission of Bid up to **3:00 PM on 18.06.2025.** Date of opening of Bid on **18.06.2025 at 03.00 PM.** Detail information available in website **https://wbtenders.gov.in** and at this GP Office during the working hours.
Sd/- **Pradhan,**
Chara Panchla Gram Panchayat,
Panchla, Howrah.

SRINIKETAN SANTINIKETAN DEVELOPMENT AUTHORITY(SSDA)
BOLPUR, BIRBHUM
e-Tender No.15 of 2024-25 (3rd Call) vide Tender Id No. 2025_SSDA_856383_1
E-tenders have been invited from this office for execution of the above mentioned works. For details see **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Executive Officer**
Sriniketan Santiniketan Development Authority

ষষ্ঠির দিনেই আত্মহত্যা গৃহবধূর

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ১ জুনঃ বিয়ের পর প্রথম জামাইষষ্ঠী। মেয়ে জামাই আসবে বলে শ্বশুরবাড়িতে চলছিল হই হুল্লোড়। জমিয়ে চলছিল রান্না। সেই সময় আচমকা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে এল ফোন। মেয়ে নাকি আর নেই। আত্মহত্যা করেছেন। কথা শুনেই মা-বাবার পায়ের মাটি যেন সরে গেল। ঘটনাটি নদিয়ার ফুলিয়ার বাহাদুরপুর এলাকার। জানা গিয়েছে, এক মাস আগে প্রেম করে বাহাদুরপুরের দীপক দুর্লভকে বিয়ে করেছিলেন লক্ষ্মী সর্দার। দুই বাড়ির মত নিয়ে একে অপরকে বিয়ে করেন তাঁরা। পরিবারের দাবি, ষষ্ঠীর জন্য গতকাল রাতেও মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁদের। লক্ষ্মী নাকি তখন কথাও দিয়েছিলেন আসবে। সেই মতো প্রথম জামাইষষ্ঠীর তোড়জোড় শুরু করেন। এরপর আজ সকালে খবর আসে লক্ষ্মী আত্মহত্যা করেছেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজন শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসকরা বছর উনিশের গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কী কারণে মেয়ে আত্মহত্যা করল তা জানার চেষ্টা করলে উত্তর দিতে পারিনি গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (W.S.)/BDT, KMC** invites e-Tender for the following work: (Submission of Bid through online). **NIeT No.: KMC/WS/GBDT/M/2025-26/8** Name of Work: **Withdrawal and reinstallation of Submersible pump motor at Sonali Park Bazar (Ward No.-113) Big-dia Tubewell and other 11 Nos. Big-dia Tubewell under Garfa Big-Dia Tubewell Unit.** Estimated Amount (Including GST and CESS): ₹ **2,90,143.00**. Earnest Money: ₹ **5,800.00**. Time of Completion: **28 days**. Last date & time of submission and opening date & time: **14.06.2025 upto 2 p.m. and 17.06.2025 at 2 p.m. respectively.** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The **Exe. Engr. (W.S.)/BPS, KMC** invites e-Tender online quotation two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/WS/GBPS/25-26/01** Name of Work: **Up-keeping of Station building and Station campus at Garfa Booster Pumping Station.** Estimated Cost: ₹ **2,79,681.12**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **180 days**. Last date & time of submission of Bid: **14.06.2025 – 2 p.m.** Tender will be opened on: **16.06.2025 – 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.06.2025, 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Exe. Engineer (Water Supply)/S.S. Unit, KMC** invites e-Tender online system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-132/04/25-26/S3/18 Name of Work: **Rejuvenation of damaged portion of 1200MM dia. R/Main by providing M.S. plate alongwith wash out chamber near 20, Banamali Naskar Road. With other allied works in Ward No.-132 (Br.-XIV).** Estimated Amount: ₹ **2,26,666.31**. Earnest Money: ₹ **4,600.00**. Period of Completion: **15 days**.
(2) NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-122/05/25-26/L1/20 Name of Work: **Expansion of Water Supply Network by laying of 100 MM dia. D.I. pipe at Sodepur Road near H/No.-156B, 162/1, 150, H/o - Sabina Bibi in Ward No.-122, Br.-XIII.** Estimated Amount: ₹ **1,10,942.26**. Earnest Money: ₹ **2,300.00**. Period of Completion: **21 days**.
(3) NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-116/01/25-26/M01/16 Name of Work: **Replenishment of filter water supply by restoring leakages at P. B. Road (near H/No. 12/14, 20/1, 24) and different locations of B. L. Saha Road with some allied works in Ward No.-116, Br.-XIII.** Estimated Amount: ₹ **1,90,820.01**. Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **40 days**.
(4) NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-122/04/25-26/M1/19 Name of Work: **Restoration of 450MM dia. reserve main and adjacent service mains near Nilkantha Community Hall, 265B, 180, 857, 176/A M. L. Gupta etc. in Ward No.-122, Br.-XIII.** Estimated Amount: ₹ **2,67,773.30**. Earnest Money: ₹ **5,400.00**. Period of Completion: **60 days**.
(5) NIT No.: KMC/WS/EE/SSU/W-132/03/25-26/R.1/17 Name of Work: **Replacement of 100MM dia. C.I. pipe & P.V.C. pipe by laying of 100MM D.I. pipe at Banerjee Para Road near H/No. 59 to 22, Sagar Manna Road near H/No. 32A to 6, B.L.T. Road near 23B to 1/A and D. H. Road near H/No. 30 to 33 in Ward No.-132, Br.-XIV.** Estimated Amount: ₹ **3,44,261.83**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date & time of submission of Bid: **16.06.2025 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4) and **16.06.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 5). Tender will be opened on: **18.06.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **04.06.2025, 10 a.m.** (For Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC** invites e-Tender for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/W78-16/T-18/25-26 Name of Work: **Augmentation of F.W. supply from 3 No. Mominpur Road to 33 No. Mominpur Road providing 150 MM dia pipe in Ward No.-78.** Estimated Amount: ₹ **1,38,828.00**. Earnest Money: ₹ **2,800.00**. Period of Completion: **06 days**. Last date or receipt/opening of Tender (Online): **10.06.2025 at 11 a.m./12.06.2025 at 11 a.m.**
(2) NIT No.: KMC/WS/W77-40/T-20/25-26 Name of Work: **Restoration of F.W. supply at different spots near 6/H/2, 11/2/H/2, M. M. Ali Road, 2/4C, B. K. Road and its surrounding area in Ward No.-77.** Estimated Amount: ₹ **1,96,272.00**. Earnest Money: ₹ **3,950.00**. Period of Completion: **10 days**.
(3) NIT No.: KMC/WS/W80-30/T-22/25-26 Name of Work: **Maintenance of F.W. supply and replacement of damaged G.I. utility service pipe at different spots of Sick Lane, Brook Lane and 1 No. Taratala Road in Ward No.-80.** Estimated Amount: ₹ **1,96,661.00**. Earnest Money: ₹ **3,950.00**. Period of Completion: **15 days**.
(4) NIT No.: KMC/WS/W79-29/T-21/25-26 Name of Work: **Repairing of leakage on existing 1200 MM dia. dedicated main by M. S. jacketing beside KMDA Ph. No. 37 near KOPT Gate No. 13 on Remount Road in Ward No.-79.** Estimated Amount: ₹ **2,92,331.00**. Earnest Money: ₹ **5,850.00**. Period of Completion: **05 days**.Last date or receipt/opening of Tender (Online): **16.06.2025 at 11 a.m./18.06.2025 at 11 a.m.** (For Sl. No. 2 to 4). The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 4).
(5) NIT No.: KMC/WS/West/W85/T-01/2025-26 Name of Work: **Maintenance of filtered water supply at different places in Ward No.-85.** Estimated Amount: ₹ **3,48,775.00**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**. Period of Completion: **35 days**.Last date or receipt/opening of Tender (Online): **16.06.2025 at 12.30 p.m./18.06.2025 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the websites **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in**

The **Exe. Engr. (W.S.)/BDT, KMC** invites e-Tender online percentage two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/PBDT/M/2025-26/06/1st Call Name of Work: **Improvement of 3 Nos. old Big-Dia Tubewell by surging at Tiljala Lane area in Ward No.-66 under Poddarnagar Big-Dia Tubewell Unit.** Estimated Cost: ₹ **2,40,469.22**. Earnest Money: ₹ **4,900.00**. Period of Completion: **21 days**.
(2) NIT No.: KMC/WS/PBDT/M/2025-26/07/1st Call Name of Work: **Withdrawal-Refixing including fishing of Submersible pump-motor at Anirban Club Big-Dia Tubewell and other 15 location under Poddarnagar Big-Dia Tubewell Unit.** Estimated Cost: ₹ **2,99,795.90**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date & time of submission of Bid: **16.06.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **18.06.2025 – 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **03.06.2025, 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2). **(349/25-26)**

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

প্রেম নিয়ে অবাস্তব প্রত্যাশা রাখা উচিত নয়

অভিমান, দুঃখ-বেদনাও। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে। তা হলো দায়িত্ববোধ। সবটা মিলিয়েই জমে ওঠে সম্পর্কের রসায়ন। তাই প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর আগে অন্তত কিছু বিষয় নিজের কাছে পরিষ্কার করে নেওয়া জরুরি।

ছাড় দেওয়ার মানসিকতা

একটি প্রেমের সম্পর্কে জড়ালে কিছু বিষয়ে ছাড় দিতেই হবে আপনাকে। বিষয়টি আগেই ভেবে দেখুন। ধরা যাক, আপনি চাইছেন মন উজাড় করে গল্প করতে, ঠিক ওই সময় আপনার সঙ্গীর মন পড়ে আছে পৃথিবীর অপর পাশের এক স্টেডিয়ামে। নানা সময়ে নানা কারণেই দুজনের ইচ্ছা দুই মেরুতে থাকতে পারে। কিন্তু ভালো সঙ্গী হতে হলে খানিকটা ছাড় দিতে হয় দুজনকেই।

দায়িত্ব নেওয়ার শক্তি

কেবল ভালোবাসলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বরং ভালোবাসলে দায়িত্বের পরিধি আরও বাড়ে। সঙ্গীর মনের দিকে খেয়াল রাখাই কিন্তু এক বিশাল দায়িত্ব। দুজনের ক্যারিয়ার এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে আপনাকে। সেই শক্তি আপনার আছে কি না, ভেবে দেখুন।

প্রেম ফ্যান্টাসি নয়

গল্প-উপন্যাস কিংবা নাটক-সিনেমায় অনেক সময় প্রেমকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রেমসংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার আকর্ষণীয় ছবি বা কনটেন্ট দেখা যায়। বাস্তবে প্রেম সব সময় এতটা নাটকীয় হয় না। তাই প্রেম নিয়ে অবাস্তব প্রত্যাশা রাখা উচিত নয়। ধরা যাক, সৌন্দর্যের আকর্ষণে আপনি কারও প্রেমে পড়েছেন। তাতে ক্ষতি নেই। তবে মনে রাখবেন, পরিপাটি রূপের বাইরেও প্রতিটি মানুষের একটা সাদামাটা রূপ থাকে। বয়সের সঙ্গে কিছু পরিবর্তনও আসে সবার। আবার অসম প্রেমে জড়ানোর আগেও আপনাকে অবশ্যই বাস্তববাদী হয়ে ভাবতে হবে।

সঙ্গীর শতভাগই নিজের নয়

আপনি সঙ্গীকে যতই ভালোবাসুন না কেন, তিনি একজন আলাদা মানুষ। একটি ভিন্ন সত্তা। তাঁর 'মি টাইম' বা নিজের মতো করে সময় কাটানোর অধিকার আপনি কেড়ে নিতে পারেন না। তাঁর বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবার নিয়েও আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন না।

বিশ্বাসের বিকল্প নেই

বিশ্বাসই একটি সম্পর্কের ভিত। এ ভিত এক দিনে গড়ে ওঠে না। যেকোনো সংবেদনশীল বিষয় আপনার পছন্দের মানুষটির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার আগে ভেবে দেখতে হবে, বিশ্বাসের সেই স্তরে আপনারা পৌঁছেছেন কি না। অন্ধ বিশ্বাসের কারণে বিপদেও পড়েন বহু মানুষ। বিপদের কথাও মাথায় রাখুন সম্পর্কে জড়ানোর আগে।

গলার চারপাশে কালচে দাগ কেন পড়ে

মুখের যত্ন আমরা যতটা করি, গলা বা ঘাড়কে কি ততটা প্রাধান্য দিই? কেবল অযত্ন বা অবহেলাই নয়, স্থূলতা বা রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকলেও গলা ও ঘাড়ে এর প্রভাব পড়ে। তাই শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে গলা দেখায় কালো ও অমসৃণ, যা অনেক সময় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গলার চারপাশে কালচে দাগ কেন পড়ে?

গলার ত্বক কালো হয়ে যাওয়ার অনেক কারণ আছে। সানস্ক্রিন ছাড়া বাইরে বেরোলে গলার ত্বক সূর্যের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে পুড়ে কালো হয়ে যায়। হরমোনের কারণেও মোটা ও কালো হয়ে যেতে পারে গলার চামড়া। বংশগত কারণে, ডায়াবেটিস থাকলে অথবা ওজন বেড়ে গিয়ে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণে গলায় দেখা দেয় কালচে ছোপ। মেডিকেলের ভাষায় একে বলে অ্যাকান্থসিস নিগ্রিকান্স। গলা বা ঘাড়ের অংশে ভাঁজ থাকায় ঘাম ও ঘর্ষণও হয় বেশি। আবার অনেক সময় অসতর্কতা বা সময়ের অভাবে গলার অংশের পরিচর্যা বাদ পড়ে যায়, ফলে সেখানে জমে ময়লা ও মৃত কোষ, যা থেকেও পড়তে পারে কালচে দাগ।

ঘরোয়া টোটকা

ঘরোয়া উপায়েও কিছু প্যাক তৈরি করে গলা ও ঘাড়ের কালো দাগ দূর করা যায়, বললেন শোভন মেকওভারের স্বত্বাধিকারী ও কসমোলজিস্ট শোভন সাহা। এক চামচ টক দই, এক চামচ মধু, ডালের বেসন একসঙ্গে মিশিয়ে পেস্ট করে কালো দাগের ওপর লাগিয়ে কমপক্ষে ৩০ মিনিট রাখতে হবে। প্যাক শুকিয়ে এলে ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুছে নিতে হবে, তবে এর ওপরে আর সাবান মাখা যাবে না। তিনি বলেন, শিশু-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই প্যাক লাগাতে পারবেন, তবে ৫ বছরের চেয়ে কম বয়সী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কিছু ব্যবহার না করাই ভালো। এই প্যাকে সূর্যের পোড়া ভাব উঠতে খানিকটা সময় লাগলেও এটি বেশ ভালো কাজ করে।

চাইলে বাইরে থেকে প্যাক কিনেও ব্যবহার করা যায়। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে প্যাকে যেন কোনোভাবেই ব্লিচজাতীয় উপাদান না থাকে। ব্লিচে সাময়িকভাবে ত্বককে উজ্জ্বল দেখালেও এটি দীর্ঘ মেয়াদে ত্বকের ক্ষতি করে। পরে গলার এই কালো দাগ আর কোনোভাবেই দূর করা যায় না।

যত্নের শুরু হোক মুখ নিয়মিত পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে

সব সময় মুখ পরিষ্কার রাখুন

যত্নের শুরু হোক মুখ নিয়মিত পরিষ্কার রাখার মাধ্যমে। আপনার ত্বকের সঙ্গে মানানসই এবং মুখের ত্বকের প্রতি কোমল একটি ফেসওয়াশ বেছে নিন। আপনার ত্বক তৈলাক্ত হলে কিংবা আপনি ব্রণের সমস্যায় ভুগলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিডযুক্ত ফেসওয়াশ ব্যবহার করলে ভালো ফল পাবেন। এসব ফেসওয়াশ আপনার ত্বকের লোপকূপে জমাট বেঁধে থাকা ময়লাগুলো ভেঙে ফেলে এবং ত্বক পরিষ্কার করে। প্রতিদিন দুবার ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে। এর বেশি না, কমও না। মুখ অতিরিক্ত ধোয়া ও পরিষ্কার করার কারণে মুখের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, ফলে মুখ থেকে আরও বেশি তেল বের হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। এতে কোনো উপকার নেই, অপকারই হবে শুধু।

মুখ জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে আনুন

মুখের লোককূপগুলো উন্মুক্ত করে জমে থাকা ময়লাগুলো শিথিল করতে চান? তাহলে নিয়মিত আপনার মুখে গরম জলের ভাপ বা স্টিম দিন। অর্থাৎ মুখকে জলীয়বাষ্পের সরাসরি সংস্পর্শে আসতে দিন।

স্টিম যেভাবে করবেন

জল ফুটিয়ে গরম অবস্থাতেই একটি বাটিতে ঢালুন।

মাথায় একটি তোয়ালে জড়িয়ে নিন। গরম জল পূর্ণ বাটির সামনে ঝুঁকে বসুন। মুখটা বাটির খুব বেশি কাছে নেবেন না। ৫-১০ মিনিট এভাবে আপনার মুখকে জলীয়বাষ্পের সংস্পর্শে রাখুন।

পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ফেলুন।

ক্লে মাস্কের ব্যবহার

ক্লে মাস্ক তেল, ময়লা এবং ব্ল্যাকহেড সৃষ্টিকারী অন্য উপাদানগুলোকে চুম্বকের মতো টেনে নেয়। সপ্তাহে এক থেকে দুই দিন ক্লে মাস্ক ব্যবহার করুন। মুখে মাস্ক মেখে শুকাতে দিন। তারপর গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আপনার মুখের লোমকূপগুলোকে ছোট দেখাবে এবং ত্বক আরও সতেজ হবে।

এক্সফলিয়েশন

এক্সফলিয়েশন বা স্ক্রাবিং আপনার ত্বককে রাখে মসৃণ এবং ব্ল্যাকহেডমুক্ত। তবে অতিরিক্ত স্ক্রাব করবেন না। কড়া উপাদানে তৈরি স্ক্রাব এড়িয়ে চলুন। এএইচএ (যেমন গ্লাইকলিক অ্যাসিড) কিংবা বিএইচএ (যেমন স্যালিসাইলিক অ্যাসিড) যুক্ত রাসায়নিক এক্সফলিয়েন্ট বেছে নিন। এসব আপনার ত্বকের লোমকূপের গভীরে প্রবেশ করবে এবং ত্বকের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পরিষ্কার করবে। সপ্তাহে এক বা দুই দিন ব্যবহার করে দেখুন আপনার ত্বক কী ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখায়।

ঘরেই তৈরি করুন ব্ল্যাকহেড মাস্ক

একটি ডিমের সাদা অংশ ফেটে নিন। তারপর পাতলা একটি আস্তরণ আপনার নাকে লাগান। এবার নাকের ওপর একটি টিস্যু পেপার দিয়ে ডিমের আস্তরণটি ঢেকে দিন। টিস্যুর ওপর আরেক স্তর ডিম লাগান। ২০ মিনিট এভাবে রাখুন। ডিম ও টিস্যু পুরোপুরি শুকানোর পর উঠিয়ে ফেলুন। মুখ ধুয়ে ফেলুন।

বেকিং সোডা স্ক্রাব

বেকিং সোডা ব্ল্যাকহেডের একটি ঘরোয়া উপশম। এটি একটি মৃদু প্রকৃতির এক্সফলিয়েন্ট, যা লোমকূপে জমে থাকা ময়লা দূর করতে সাহায্য করে। তবে বেকিং সোডা খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়।

যেভাবে ব্যবহার করবেন

এক টেবিল চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করুন। নাক কিংবা ব্ল্যাকহেড আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে এক মিনিট রেখে দিন। গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। মুখে ময়েশ্চারাইজার লাগান। এই স্ক্রাব সপ্তাহে এক দিনের বেশি ব্যবহার করা যাবে না।

রেটিনল

রেটিনল ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করে, ত্বকের লোমকূপ পরিষ্কার রাখে। রাতে রেটিনল ব্যবহার করুন। পরদিন অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন। রেটিনলে অভ্যস্ত হতে আপনার ত্বকের কিছুদিন সময় লাগবে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এটি ভালো ফল বয়ে আনবে।

হাত দিয়ে খোঁটাখুঁটি থেকে বিরত থাকুন

ব্ল্যাকহেড হাত দিয়ে খুঁটতে থাকা অনেকের নেশায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু এই কাজ করা একেবারেই অনুচিত। এই বদভ্যাস থেকে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে, ব্ল্যাকহেডের পরিমাণও বাড়তে পারে। যদি ব্ল্যাকহেড হাত দিয়ে তুলতেই চান, তাহলে সঠিক নিয়মে তুলুন। প্রথমে লোমকূপগুলো স্টিম করে নিন। তারপর ব্ল্যাকহেড টুল দিয়ে অথবা টিস্যু এবং আঙুল দিয়ে আলতো করে ব্ল্যাকহেড তুলে আনুন। ত্বকের যে স্থান থেকে ব্ল্যাকহেড তোলা হয়েছে, সেই স্থানটি জীবাণুমুক্ত করে দিন। তারপর ময়েশ্চারাইজার লাগান।

ইসরায়েলের হামলায় নিহত ৩০

গাজার দক্ষিণাঞ্চলের শহর রাফায় গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) পরিচালিত একটি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনি সংবাদ সংস্থা ডব্লিউএএফএ এবং হামাস সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম আজ রোববার এ খবর দিয়েছে। ইসরায়েলের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ওই হামলার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। ডব্লিউএএফএ হামলায় ১১৫ জনের বেশি ফিলিস্তিনি আহত হওয়ার খবরও দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ারভিত্তিক মার্কিন সংস্থা জিএইচএফকে ইসরায়েলও সমর্থন দেয়। সংস্থাটি সম্প্রতি গাজায় তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল পরিচালিত সংস্থাটির ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম নিয়ে বিতর্ক আছে। ত্রাণ বিতরণের আগে যাচাইবাছাইয়ের জন্য ইসরায়েল যে বায়োমেট্রিকসহ বিভিন্ন ধরনের যাচাই-পদ্ধতি চালু করবে বলে জানিয়েছে, তার নিরপেক্ষতা নিয়ে কিছু ফিলিস্তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বলেছেন, এ পদ্ধতির মাধ্যমে ত্রাণপ্রাপ্তদের যাচাই করে হামাস-সংশ্লিষ্ট যেকোনো ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া সম্ভব হবে।

সফরে যেতে পারছেন না সৌদিসহ পাঁচ আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তেহেরান, ১ জুন ঃ ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে অধিকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লায় নির্ধারিত বৈঠকে অংশ নিতে চাওয়া পাঁচ আরব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সফর আটকে দিয়েছে ইসরায়েল। শনিবার এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দেশের নেতারা। জর্ডানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ' রোববার রামাল্লায় ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়া প্রতিনিধিদলের সফর আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়, আমরা এর নিন্দা জানাই।' সৌদি আরব, মিসর, জর্ডান, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ওই সফরে অংশ নেওয়ার কথা ছিল। তাঁদের সঙ্গে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আরব লিগের মহাসচিবেরও থাকার কথা ছিল। ইসরায়েল গতকাল শুক্রবার রাতে ঘোষণা দেয়, তারা আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সফরে কোনো ধরনের সহযোগিতা করবে না। অধিকৃত পশ্চিম তীরের স্থল ও আকাশপথের নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলের হাতে থাকায় দেশটির অনুমতি ছাড়া কোনো বিদেশির সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। ইসরায়েলের এক আধিকারীক বলেন, ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (পিএ) একটি উসকানিমূলক বৈঠকের আয়োজন করতে যাচ্ছিল। ইসরায়েল এমন কোনো পদক্ষেপে সহযোগিতা করবে না, যা তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তিনি কিছুটা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে সব ধরনের চুক্তির লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। এর দ্বারা তিনি ঠিক কোন কোন চুক্তির কথা বলেছেন, তা স্পষ্ট নয়। ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধের পর জর্ডানের কাছ থেকে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয় ইসরায়েল। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরের রামাল্লায় অবস্থিত।

১৯৬৭ সালের পর থেকে সৌদি আরবের কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখন পর্যন্ত রামাল্লা সফর করেননি। এই পরিস্থিতিতে ৫০ বছরের মধ্য প্রথম সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আগামীকাল রোববার প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহানের রামাল্লা সফরের ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু বিষয় সংশ্লিষ্ট একটি সৌদি সূত্র জানিয়েছে, ইসরায়েলের নিষেধাজ্ঞার ঘোষণার করার পর প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহানের রামাল্লা সফর স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল পশ্চিম তীরে একটি নতুন বসতি স্থাপনা এলাকায় গিয়ে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ বলেন, 'আমরা ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি ইসরায়েলি রাষ্ট্র গড়ে তুলব।' আন্তর্জাতিক সমর্থনে কাগজে-কলমে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই কাগজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে, আর ইসরায়েল রাষ্ট্র হবে আরও সমৃদ্ধ।' গত বৃহস্পতিবার পশ্চিম তীরের জুদিয়া ও সামারিয়া অঞ্চলে নতুন করে আরও ২২টি বসতি স্থাপনের ঘোষণা করেছে ইসরায়েল। 'রুট ৪৪৩' ধরে এসব বসতি গড়ে উঠবে। সড়কটি মোদিইন হয়ে জেরুজালেম ও তেল আবিবকে যুক্ত করেছে। নতুন বসতি স্থাপনের পাশাপাশি গত কয়েক বছরে পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে যেসব অবৈধ বসতি গড়ে উঠেছে, সেগুলোকেও অনুমোদনের ঘোষণা দিয়েছে দেশটি। হামাস ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ইসরায়েলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্ভবত দুই সপ্তাহ আগে মন্ত্রিপরিষদের এক গোপন বৈঠকে নতুন বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ ও ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ গতকাল মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত জানান। স্মোট্রিচ নিজেই পশ্চিম তীরের কেদুমিম বসতিতে থাকেন। কাটজ নতুন বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্তকে 'কৌশলগত পদক্ষেপ' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, এর মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঠেকানো যাবে, যার প্রতিষ্ঠা ইসরায়েলের জন্য হুমকি হতে পারে। আগামী জুনে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সৌদি আরব ও ফ্রান্স যৌথভাবে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করছে। ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের প্রক্রিয়া আবারও সক্রিয় করা এই সম্মেলনের লক্ষ্য। গাজা যুদ্ধ শুরুর আগে সৌদি আরব ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছিল বলে অনেকে মনে করেন। তবে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান স্পষ্ট বলেছেন, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।

'অপরাধীকে দ্রুত শনাক্ত করা যাবে', কলকাতায় ল্যাবের উদ্বোধন শাহের

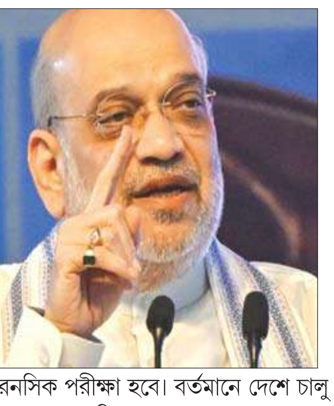

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুন ঃ কেন্দ্রীয় ফরেনসিক ল্যাব উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কলকাতায় এই ল্যাব চালু হওয়ায় রাজ্যে ফরেনসিক পরীক্ষার গতি বাড়বে বলেই মন্তব্য করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার মতো পড়শি রাজ্য-সহ উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে ঘটে যাওয়া অপরাধের নমুনার ফরেনসিক পরীক্ষা হবে। বর্তমানে দেশে চালু হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুসারে ফরেনসিক প্রমাণের গুরুত্ব অনেক। সেই কথা বলে, অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে এই ল্যাব সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন শাহ। বর্তমানে দেশে চালু হওয়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুসারে, অপরাধের প্রমাণ, বিভিন্ন নথি ও ফরেনসিক প্রমাণের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশব্যাপী কেঃদ্রীয় ফরেনসিক ল্যাব তৈরিতে জোর দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অমিত শাহ বলেন, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা-সহ উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির জটিল কেসের নমুনা ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য এখানে আসবে। বর্তমানে নতুন তিনটি আইনে প্রমাণ, নথি, ফরেন্সিক পরীক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যা অপরাধীকে দ্রুত শনাক্ত করতে সাহায্য করবে। শাহ জানিয়েছেন, প্রায় ৯০ কোটি টাকা ব্যয় তৈরি এই ফরেনসিক ল্যাবে বায়োলজি, ডিএনএ পরীক্ষা, নারকোটিক, কেমিস্ট্রি, কম্পিউটার সায়েন্স, সাইকোলজি, ফিজিক্স-সহ একাধিক বিভাগ একত্রে কাজ করবে। তাই অপরাধীকে শনাক্ত করতে যে কোনও বিশেষজ্ঞের সাহায্য লাগলে তা পাওয়া যাবে এক ছাতার তলায়। এই ল্যাব উদ্বোধন পর বিজেপির এই শীর্ষ নেতা নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করছেন। সেখানে উপস্থিত বিজেপির সাংসদ, বিধায়ক-সহ জেলা এবং রাজ্যস্তরের নেতৃত্বরা। ২০২৬ সালে বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। এই বৈঠক থেকে যুদ্ধের রণকৌশল সাজাচ্ছেন শাহ। বিকেলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভিটেয় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। সমস্ত কর্মসূচি শেষে সন্ধ্যায় দিল্লি ফিরে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দিন দুই আগে বঙ্গ সফরে এসে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ২৯ মে আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে তৃণমূল সরকারকে যথেচ্ছ আক্রমণ শোনা গিয়েছিল তাঁর গলায়। আর রবিবার সেই সুরই আরও চড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নেতাজি ইন্ডোরে ' সংকল্প কার্যকর্তা সম্মেলন' থেকে দলকে ভোটের লড়াইয়ে ভোকাল টনিক দিয়েছেন। এই সভাতেই অপারেশন সিঁদুর পরবর্তী সময়ে এ রাজ্যের তিন প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করে শাহকে ধন্যবাদ জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর কথায়, বেশি কথা আমি বলতে চাই না এখানে। শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর তিনটি কাজের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। সীমান্তে বিএসএফকে সক্রিয় করে তবেই এই কাজ সাফল্যের সঙ্গে করেছেন তিনি। এর জন্য আমরা, বাংলার মানুষ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

অতিবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি খোয়াই জেলায়, মাথায় হাত চাষিদের

খোয়াই (ত্রিপুরা), ১ জুন ঃ খোয়াই নদীর অববাহিকায় অবস্থিত রাজ্যের অন্যতম একটি কৃষি সমৃদ্ধ জেলা খোয়াই। অতিবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজ্যের খোয়াই জেলা। বৃদ্ধি পেয়েছে মহকুমার খোয়াই নদীর স্বাভাবিক জলস্তর। একটানা হালাকা ও মাঝারি বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন জায়গার সাথে খোাই মহকুমার শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ছন্দপতন স্বাভাবিক জনজীবনে। ক্ষতির মুখে কৃষিক্ষেত্র। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি দুটোই অত্যন্ত ক্ষতিকারক কৃষিক্ষেত্রের জন্য। প্রথমে অনাবৃষ্টি এবারে অতিবৃষ্টিতে খোয়াই মহকুমায় ব্যাপক ক্ষতি ফসলের। টানা কয়েকদিন ধরে নিম্নচাপের জেরে বিভিন্ন জায়গার সাথে খোয়াই মহকুমাজুড়েও চলছে হালকা ও মাঝারি বৃষ্টিপাত। বো।ছে খোয়াই নদীর স্বাভাবিক জলস্তর। এতে ক্ষতিগ্রস্থ তেলিয়ামুড়া মহকুমার মোহর ছড়া, কল্যাণপুর, কৃষ্ণপুর, ঘিলাতলি, বাগবের সহ বিভিন্ন কৃষিপ্রধান এলাকার ফসল। দাঁচুড়া কলোনি এলাকার কনক ঘোষ নামের এক চাষি জানালেন, একটানা বৃষ্টির জেরে সব্জি কিংবা ধানের জমিতে কাজ করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। টানা বৃষ্টিতে জল দাঁড়িয়ে গেছে জমিতে। ফলে পচন ধরবে সব্জিতে। নষ্ট হবে ধানের চারা। ফসলে বাড়বে পোকার আক্রমণ। বেগুন, ঝিঙে, বরবটি, শষা সহ বিভিন্ন মরসুমী ফসলের চাষ করা হয়েছে গোটা এলাকায়। গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার নির্ভরশীল এই চাষাবাদের উপর। ঠিক একই ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ খোয়াই মহকুমা এলাকার রামচড়্রূ ঘাট, চেবরী, সোনাতলা, অজগরটিলা, জাম্বুরা, গনকি, শহর এলাকা, দুর্গানগর, সিঙ্গীছড়া। খোয়াই পুর এলাকা এবং আশপাশের বাজারে এই এলাকা থেকেই আমদানি হয় বিভিন্ন সব্জি। কিন্তু অতিবৃষ্টির ফলে এবারে নষ্ট হবে ফসল, ফলে মাথায় হাত কৃষকদের। এলাকার আরও এক কৃষক হতাশার সুরে জানান, অধিক বৃষ্টি সবকিছুই শেষ করে দিয়েছে। বৃষ্টির জন্য সব ফসলের গোড়ায় জল লেগে যাওয়ায় পচন ধরবে ফসলে। ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন কৃষকরা। এখন সেই ফসল তারা কিভাবে রক্ষা করবেন এনিয়েই চিন্তিত কৃষক পরিবারগুলি। জাম্বুরা এলাকার নিতাই দাস নামের কৃষক পরিবারের এক সদস্য জানান, বৃষ্টির জন্য তাদের সব ফসল নষ্টের মুখে। তারা জমিতে ধানের চারা লাগিয়েছেন। এদিকে জমির পাশে খোয়াই নদীতেও বা।ছে জলস্তর। ফলে বন্যা হলে রোপন করা ধান কিভাবে রক্ষা করবেন এনিয়েই চিন্তায় পড়েছেন তারা।

ছাত্র-ছাত্রীদের হাতের কাজ শেখাতে টিএলএম ক্যাম্প, উদ্যোগে সর্বশিক্ষা মিশন

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী, ১ জুন ঃ বর্ধমান সর্বশিক্ষা মিশনের উদ্যোগে গ্রীষ্মকালীন ছুটির মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশেষ টিএলএম (টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল) ক্যাম্প। এই প্রশিক্ষণমূলক শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত জাহান্নগর জিএসএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।এই দিনটি ছিল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। ক্যাম্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল পড়ুয়াদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া-তাদের দিয়ে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সৃজনশীল সামগ্রী তৈরি করানো, যার মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতা ও কৌশল বিকাশ লাভ করতে পারে।এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সর্বশিক্ষা মিশনের কোঅর্ডিনেটর তাহেরআলি শেখ। এছাড়াও, এক্সপার্ট হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিন জন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষিকা, যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ এবং প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞ। তারা পড়ুয়াদের হাতে ধরে দেখান কিভাবে সহজে এবং উপকরণ ব্যবহার করে টিএলএম তৈরি করা যায়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমরেশ দেবনাথ নিজে উপস্থিত থেকে পুরো কার্যক্রম তদারকি করেন ও ছাত্র-ছাত্রীদের উসাহিত করেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ও অভিভাবকরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যার ফলে পুরো পরিবেশটি হয়ে ওঠে এক আনন্দঘন মিলনমেলা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এদিন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য। পড়ুয়ারা আগ্রহ ও উসাহের সঙ্গে বিভিন্ন কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে, যা শিক্ষার প্রতি তাদের মনোযোগ ও আগ্রহের প্রতিফলন ঘটায়।

নাম পরিবর্তন

আমি Anupkumar Divakar Ash পিতা Dibakar Ash স্থায়ী ঠিকানা- ওয়ার্ড নং. ০৪, পোঃ-থানা আরামবাগ, জেলা- হুগলী, পিন নং ৭১২ ৬০১ ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্টেট সদর কোর্টে হুগলী জেলা এর এফিডেভিট দ্বারা অনুপ কুমার আশ নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (No. ৩৭০৩) তারিখ ২৩.০৫.২০২৫ অনুপ কুমার দিবাকর আশ এবং অনুপ কুমার আশ একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি KAMLA DIVAKAR ASH স্বামী DIBAKAR ASH ঠিকানা ওয়ার্ড নং ৪(চার) হুগলী পিন ঃ ৭১২৬০১। ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সদর কোর্টে হুগলী জেলা এর এফিডেভিট দ্বারা Kamala Ash নামে পরিচিত হলাম এফিডেভিট(নং৩৭০০) ২৩।০৫।২০২৫ তারিখে Kamla Divakar Ash Kamala Ash একই ব্যক্তি।

শিলাবতী নদীর পূর্ব পাড় বন্যা প্লাবিত হতে পারে

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১ জুন ঃ বর্ষার আগে স্লুইস গেট এর কাজ শেষ না হলে ঘাটালের শিলাবতী নদীর পূর্ব পাড় বন্যা প্লাবিত হতে পারে। তার সাথে ৮১ টি মৌজা প্লাবিত হতে পারে। কাজের গতি ধীর, এই অভিযোগ প্রথম থেকেই ছিল। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের পরিকল্পনার মধ্যে আছে নতুন স্লুইস গেট তৈরি। সেইমতো কাজ শুরু হয়েছে ঘাটাল এবং দাসপুরে। ৫ টি স্লুইস গেট নির্মাণ হবে। এদিকে ভরা জৈষ্ঠ্য মাসে, আকাশে মেঘের ঘনঘটা। আবহাওয়া দপ্তরের খবর ঘনীভূত হয়েছে নিম্নচাপ। এর প্রভাবে মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। যদি বেশি বৃষ্টি হয় এবং জল বাড়ে তাহলে ফের বন্যার আশঙ্কা। ঘাটালের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে স্লুইস গেট তৈরি না হওয়ার জন্য নদীর পূর্ব পাড়ে জল প্রবেশের আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রথম থেকে অভিযোগ ছিল স্লুইস গেট তৈরীর কাজ চলছে ধীরে। যথেষ্ট সময় থাকতে কাজ শুরু হলেও কাজের গতি কম থাকার জন্য নির্মাণ সম্পন্ন হয়নি। আদৌ বর্ষার আগে সম্পন্ন হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

দুই ভুয়ো টিটিই ধরা পড়ায় রেল নিরাপত্তায় নতুন দৃষ্টান্ত

শিয়ালদহ, ১ জুন ঃ যাত্রী নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় এক অনন্য সাফল্যের নজির গড়েছে শিয়ালদহ ডিভিশন। ভুয়ো টিকিট পরীক্ষকদের দৌরাত্ম্য রুখতে শিয়ালদহ ডিভিশনের অভিনব ও প্রথমবার চালু করা বিশেষ ব্যাজ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই সুফল দিতে শুরু করেছে। এই যুগান্তকারী উদ্যোগের পিছনে ছিলেন সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার শ্রী জসরাম মীনা, যাঁর দূরদর্শিতায় এ ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এই নতুন ব্যাজ ব্যবস্থার ফলে সম্প্রতি পরপর দুইজন ভুয়ো রেল কর্মচারীকে সনাক্ত ও আটক করা সম্ভব হয়েছে, যা যাত্রীদের মধ্যে সতর্কতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথম ঘটনাটি ঘটে ট্রেন নম্বর ৫৩১৭৫ (শিয়ালদহ-লালগোলা প্যাসেঞ্জার)-এ। এক ব্যক্তি নিজেকে টি টি ই বলে পরিচয় দেন যাত্রীরা তাঁর কাছে নতুন চালু হওয়া অফিসিয়াল ব্যাজ দেখতে চাইলে তিনি নার্ভাস হয়ে পড়েন ও সন্দেহজনক আচরণ করেন ও পরে নিজেকে ভিজিল্যান্স অফিসার পরিচয় দিয়ে যাত্রীদের হয়রানি করছিলেন। সজাগ যাত্রীরা সঙ্গে সঙ্গে ডিউটিতে থাকা রেল কর্মীদের খবর দেন। ওই ব্যক্তি, সঞ্জয় ঘোষাল, কে আরপিএফ পোস্ট কৃষ্ণনগর সিটি জংশন-এ হস্তান্তর করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে সে স্বীকার করে যে, সে একজন ভুয়ো ভিজিল্যান্স অফিসার ও টি টি ই। তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এরপর আরও একটি ঘটনা ঘটে লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনে। ডিউটিতে থাকা কিছু টিটিই লক্ষ্য করেন, এক ব্যক্তি জোরপূর্বক যাত্রীদের কাছ থেকে টিকিট চাইছেন এবং নিজেকে রেলকর্মী বলে দাবি করছেন। তাঁর অতি আত্মবিশ্বাসী আচরণ সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাঁরা তাঁর অফিসিয়াল ব্যাজ দেখতে চান। ব্যাজ দেখাতে না পেরে ওই ব্যক্তি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন এবং অবশেষে ধরা পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আরপিএফলক্ষ্মীকান্তপুর-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সাক্সেনা বলেন, এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে আমাদের নেওয়া পদক্ষেপ কতটা কার্যকর।

জুতো মেরে গরু দান,নবদ্বীপে কর্মসূচীতে এসে অনুব্রত প্রসঙ্গে বললেন মীনাক্ষী মুখার্জি

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১ জুন ঃ নবদ্বীপ ব্লকের মায়াপুর বামুনপুকুর বাজারে dyfi এর দু দিনের জেলা সম্মেলনের আয়োজন করাহয় শুক্রবার ও শনিবার। শুক্রবার ছিলো প্রথম দিনে প্রকাশ্য সমাবেশ, সেই সমাবেশ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্র কে তীব্র কটাক্ষ করতেও শোনা যায় মিনাক্ষী মুখার্জির গলায়, মিনাক্ষী মুখার্জী ছাড়াও এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ধ্রুবজ্যোতি সাহা, কলতান দাসগুপ্ত, রুদ্রপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ,। সেখানেই নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফরেকে কটাক্ষ করে নেতৃত্ব কলতান দাসগুপ্ত, তিনি বলেন প্রধান মন্ত্রী তার বক্তব্যে নদীয়ার শহিদ জওয়ান ঝন্টু আলি শেখ এর নাম এক বারও উচ্চারণ করেন নি, পাশাপাশি নারদার স্ট্রিং অপারেশন নিয়েও শুভেদু অধিকারী ও বিজেপিকে তীর্যক ভাষায় কটাক্ষ করতে শোনা যায় কলতান দাসগুপ্তের গলায়। বোলপুর থানার আইসি'কে ফোন অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডল। ভাইরাল সেই অডিও। এরপর নড়েচড়ে বসে দল। ৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা চাইতে হবে অনুব্রতকে। নির্দেশ দলের। এরপর ক্ষমা চান অনুব্রত। এই প্রসঙ্গে মীনাক্ষী মুখার্জি বলেন, বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'জুতো মেরে গরু দান'-পুলিশকেই ঠিক করতে হবে। তিনি দাবি করেন, বর্তমানে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস সরকার কোনো আইন মানে না। তাঁর মতে, বাংলায় সিপিআইএম শাসন ফেরানো জরুরি। এছাড়াও তিনি এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন এবং বলেন, আমাদের প্রথম দাবি, এসএসসি দুর্নীতিতে ২২ লক্ষ OMR শিট প্রকাশ করতে হবে। মীনাক্ষী মুখার্জীর মতে, এই দুর্নীতি শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে অবিচার এবং তাদের ভবিষ্য নষ্ট করছে। পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যাবস্থা ও পরিকাঠামো নিয়েও রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। আর ১০০ দিনের কাজের দূর্নিতী সহ তৃণমূলের সব দূর্নিতীতে বিজেপির সায় আছে বলেও কটাক্ষ করেন মিনাক্ষী মুখার্জি। সব মিলিয়ে ২০২৬ কে এখন থেকেই পাখির চোখ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচী নিতে শুরু করেছে সব রাজনৈতিক দল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্ল্যাটফর্মে হলুদ লাইন অতিক্রম করার জন্য যাত্রীদের জরিমানা করা হবে

কলকাতা, ১ জুন ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং স্টেশনগুলিতে নিযুক্ত মেট্রো কর্মীরা সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্টেশন এলাকায় এবং প্ল্যাটফর্মগুলিতে যাত্রীদের চলাচল পর্যবেক্ষণ করেন। ট্রেন আসার আগে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে হলুদ লাইন অতিক্রম না করার জন্য স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমের মাধ্যমে যাত্রীদের নিয়মিত অনুরোধ করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও স্টেশনে কোনও ট্রেন না থাকলে যাত্রীদের একটি অংশ অপ্রয়োজনীয়ভাবে হলুদ লাইন অতিক্রম করে।এই প্রবণতা রোধ করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এখন ভুল যাত্রীদের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেট্রো স্টেশন প্রাঙ্গণে অপ্রয়োজনীয়ভাবে হলুদ লাইন অতিক্রম করাকে একটি ঝামেলামূলক কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং ০১.০৬.২০২৫ (রবিবার) থেকে ২৫০- টাকা জরিমানা করা হবে।মেট্রো যাত্রীদের এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য ঘোষণা, স্টেশনগুলিতে পোস্টার প্রদর্শন এবং এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উলুবেড়িয়ায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পরিদর্শন

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১ জুন ঃ জল জীবন মিশনের আওতায় উলুবেড়িয়া ১ ব্লকের কালিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং হিরাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের কাঁজিয়াখালীতে ইনটেক পয়েন্ট পরিদর্শন করেছেন নোডাল অফিসার প্রণব তায়াল এবং টেকনিক্যাল অফিসার সমীর পান্ডা। পাওয়ার বিভাগের ডিরেক্টর এবং ইউনিয়ন টেরিটরি ক্যাডারের প্রতিনিধি প্রণব তায়াল এই পরিদর্শনে জল সরবরাহ ব্যবস্থার অগ্রগতি, গুণগত মান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন।

আড়িয়াদহ বিন্ধ্যবাসিনী পূজা সমিতির পরিচালনায় শুরু হল সর্বজনীন শ্রী শ্রী বিন্ধ্যবাসিনী পূজা । আজ পয়লা জুন জামাইষষ্ঠীর দিন থেকে আগামী ৭ জুন পর্যন্ত বিন্ধ্যবাসিনী মায়ের পুজোর আয়োজন করা হয়েছে । ছবি সুবল সাহা

মামলা লড়ে ক্ষতিপূরণ পেলেন সুন্দরবনের কুলতলির বাঘের কামড়ে মৃতের পরিবার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১ জুন ঃ আবার আদালতে রায়ে সু ন্দরবনের কুলতলির বাঘের কামা মৃতের পরিবারের হাতে ক্ষতি পূরনের টাকা তুলে দেওয়া হলো।আবার ও বাঘে আক্রান্ত পরিবারকে মামলা লড়ে তাঁর প্রাপ্য ক্ষতিপূরনের টাকা আদায় করতে হলো। এবার এক বীমা কোম্পানীর বিরুদ্ধে কনজিউমার ফোরামে মামলা লড়ে প্রাপ্য আদায় করলেন কুলতলির বাঘে হারানো মৎস্যজীবির পরিবার। কুলতলির বাসিন্দা শান্তি বালা দেবীর স্বামী মৎস্যজীবি লক্ষাই নস্কর ১৯১১২১ তারিখে বাঘের আক্রমণে মারা যায়। কুলতলির বাসিন্দা ২০২৩ সালের ৩রা অক্টোবর সর্ব প্রথম সারা সুন্দরবনে বাঘে আক্রান্ত পরিবার রাজ্য সরকারের বন দফতরের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এপিডিআর এর সহযোগিতায় মামলা লড়ে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরন আদায় করেছিলেন। হাই কোর্টের মাননীয় বিচারপতী সব্যসাচী ভট্টাচার্য মহাশয় বিরলতম রায় বাঘে আক্রান্তের মৃত্য হলে দিতে হবে ক্ষতিপূরন, কোন কোর বা বাফার এরিয়ার অজুহাত চলবে না।লড়াই সেই থেকে শুরু,এখনো লড়ে যাচ্ছেন।লক্ষাই নস্করের কুলতলির কৈখালীর স্টেট ব্যংকে একাউন্ট ছিল মৃত্যুর আগে। PMSBY - National Insurance company ১২ টাকা করে কাটতো বছরে। মৃত্যুর পর পরিবারকে এক কালীন ২ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা। কুলতলি কৈখালি শাখায় বারবার যোগাযোগ করলে ও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। টাকা দেওয়া তো দূরের কথা। এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠনের সহযোগিতায় দরখাস্ত জমা দেওয়া হলে ও ব্যংকের কোন হেলদোল নেই বলে কনজিউমার ফোরামে কোর্টে মামলা করা হয়। কনজিউমার ফোরাম তার রায়ে ২ লক্ষ টাকা ও ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি

পূরনের ও ১০ হাজার মামলা লড়াই এর খরচ দিতে বলে। এবং স্টেট ব্যাঙ্কের তরফে বৃহস্পতিবার এই টাকা পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।সারা সু ন্দরবনে এই প্রথম বাঘে আক্রান্ত পরিবার PMSBY এর টাকা মামলা লড়ে আদায় করলেন।এই লড়াইয়ে মৎস্যজীবিদের হয়ে আইনি মামলা লড়েছিলেন আইনজীবি শুভেন্দু দাস, অপুর্ব কুমার সত্য ও আলমাস আমেদ। আর সুন্দরবনের বাঘে আক্রান্ত দের পাশে থেকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। আর সেই সংগঠনের দক্ষিন ২৪ জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল শুক্রবার বলেন,বন দফতরের অবহেলায় সুন্দরবনের মস্যজীবিরা বঞ্চিত। আর তাদের দাবিকে মান্যতা দিতে আমরা সবসময় তাদের পাশে আছি। আমরা দেখছি যে বাঘে আক্রান্ত পরিবার যদি সরকারি সমস্ত সুযোগ সুবিধা সরকারের সহযোগিতা পায় তাহলে এই পরিবার গুলো অসহায় হয়ে পড়বে না। মাথা উঁচু করে সন্তানের পড়াশোনা করে খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে। পরিযায়ী শ্রমিক বা পরিচারিকার কাজ করতে ভিন রাজ্যে যেতে হবে না। এর আগে শান্তি বালা দেবী কৃষক বন্ধুর ২ লক্ষ টাকা পেয়েছেন।এখনো লড়াই বাকি। শান্তিবালা দেবী ছেলের চাকরির দাবি নিয়ে এখনো দপ্তরে দপ্তরে ঘুরছেন। সরকারি সার্কুলার অনুযায়ীই চাকরী প্রাপ্য।এই লড়াইয়ে এপিডিআর পাশে আছে এবং থাকবে। আমাদের দাবি গুলো হলো -১ সরকারি সার্কুলার মেনে লক্ষাই নস্করের পরিবারের এক জনকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। ২ মৎস্যজীবীদের প্রত্যেককে PMSBY এর আওতায় আনতে হবে বাধ্যতামুলক।৩ কুলতলির স্টেট ব্যাঙ্কের অসহযোগিতার জন্য দায়ী অফিসারদের শাস্তি দিতে হবে। ৪ বাঘ বিধবাদের জন্য নুন্যতম ১০ হাজার টাকা সরকারি পেনশন চালু করতে হবে।নাহলে আমাদের এই লড়াই চলবে।

সুন্দরবনের মেয়েদের ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সচেতন শিবির হয়ে গেল কুলতলিতে

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ১ জুন ঃ মেয়েদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সচেতন করতে এগিয়ে এলো মেয়েরাই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত কুলতলি ব্লকে স্কুল ছাত্রীদের নিয়ে পালন করা হলো ঋতুচক্র চলাকালীন কী কী স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে সে বিষয়ে সচেতনতা শিবির।উপস্থিত ছিলেন একাধিক চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা। নাটক ও ক্যুইজের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিধির নানা দিক তুলে ধরা হয়। বাংলা জুড়ে ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আলোচনার জন্য ' কথা' কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই ঋতুকালীন স্বাস্থ্য নিয়ে খোলাখুলি কথা বলার ডাক দেওয়া হয়। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানাসমস্যায় ভোগেন।কুলতলি ব্লকের কুলতলি জয়নগর গ্রামীণহাসপাতাল এলাকার অন্তত ৫০ শতাংশ মহিলা ঋতুকালীন নানা সমস্যায় ভোগেন। স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিনের ব্যবহার চালু হলে ও,বয়স্ক মহিলারা এখন ও অনেক ক্ষেত্রেই কাপড় ব্যবহার করেন।তার উপর ঋতুকালীন সময়ে পুকুরে স্নান বা নদীতে মীন ধরতে যাওয়ার ফলে সংক্রমণ বাড়ে। এ সব নিয়ে সচেতন করতে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে তৈরি একটি দল বছরভরই মহিলাদের

সচেতন করবে বলে জানা গেল হাসপাতাল সূত্রে। পাশাপাশি সুন্দরবনে প্রায় প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড় আসে। বাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয় বহু মানুষকে। সেই সময় ঋতুকালীন স্বাস্থ্যে কী ভাবে নজর রাখতে হবে তা নিয়ে ও বোঝানো হয় মেয়েদের।পাশাপাশি স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের পর তা কী ভাবে নষ্ট করতে হবে, সে ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে। এছাড়া ঋতুকালীন স্বাস্থ্য নিয়ে লজ্জা পেলে চলবে না। নিজেকে সচেতন হতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এটা লজ্জায় লুকিয়ে রাখার জিনিস নয়। সেই কারণেই এই অনুষ্ঠানের থিম ' কথা'। এই বিষয়ে কিন্তু ছেলেদের ভূমিকা ও গুরুত্বপূর্ণ।কুলতলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অবন্তিকা মন্ডল ও কুলতলি জয়নগর গ্রামীন হাসপাতালের অনেশ্বা কাউন্সিলার সুপূর্ণা কন্ট বলেন, প্রত্যন্ত এই এলাকায় মানুষের মধ্যে এখনও নানা রকম সামাজিক বাধা কাজ করে। ফলে এই বিষয় নিয়ে মানুষ কথা বলতে ইতস্তত করেন।আমাদের একটি টিম সারা বছরই সচেতনতার কাজ করে যাচ্ছে।

জয়নগরে মোয়া হাব চালবু আগে গঠিত হলো জয়নগর মোয়া হাব সোসাইটি

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১ জুন ঃ গোটা দেশের কাছে জয়নগর মোয়ার শহর হিসাবে পরিচিত।বেশ কয়েকবছর আগেই জয়নগরের মোয়া জি আই নথিভুক্ত হয়েছে।আর তার পর থেকে দেশের গন্ডি পেরিয়ে প্রতি বছর শীতে কমবেশি করে জয়নগরের মোয়া বিদেশে যাচ্ছে। কিন্তু বারবার যে বিষয়টি সামনে এসেছে তা হল মোয়া বেশি দিন পর্যন্ত ভালো রাখতে প্রয়োজন মোয়া হাবের।তার পরে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল উদ্যোগ নেন জয়নগরের মোয়া হাব তৈরির।এর পরে জয়নগরে মোয়া হাবের জন্য জমি সমস্যায় বেশ কয়েক বছর কেটে যায়। প্রথমে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার অধীন জয়নগর মিত্রগঞ্জ হাটের ভেতর হাব তৈরি হবার কথা হলে ও পরে তা বাতিল হয়ে যায়। এবং এর পরে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার তরফে পৌরসভার মাঠের পাশে মোয়া হাবের জন্য জায়গা করে দেয় পৌরসভা।তার পরে কাজ শুরু হয়।সুদূর ইতালি থেকে প্রায় দু কোটি টাকা খরচ করে রাজ্য সরকার খাদি গ্রামীন শিল্প বোর্ডের হাত ধরে জয়নগরের মোয়া হাবের প্রয়োজনীয় মেশিন পত্র আনে।আর এই মোয়া হাবের ঘর তৈরি থেকে সব কিছু এখন রেডি হয়ে গেছে।এ ব্যাপারে খাদি গ্রামীন শিল্প বোর্ডের এক আধিকারিক বিশ্বজিত সরকার বলেন,আমরা ইতিমধ্যে মেশিন ইনস্টল করে ফেলেছি।দু একটা ছোটো খাটো কাজ বাকী আছে। জয়নগর মোয়া হাব সোসাইটি গঠিত হয়েছে শুনলাম।সরকারি নিয়ম মেনে আমরা দেখাশোনার পুরো দায়িত্ব ওদের হাতে তুলে দোবো।এই মোয়া হাবের দোতালায় থাকছে মোয়াকে প্রায় একমাস ধরে সংরক্ষণ করার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র।পাশাপাশি মোয়া নিয়ে গবেষণা ও প্রস্তুতকারকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা।২০২৪ সালের ৬ ই জানুয়ারি জয়নগরের

বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে প্রশাসনিক সভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রুত মোয়া হাবের কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।আর তার পরেই তড়িঘড়ি মোয়া হাবের কাজ ও শেষ করা হয়।সম্প্রতি জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল নিজে বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর, বারুইপুর মহকুমা শাসক,খাদি বোর্ড, বিডিও র সাথে যোগাযোগ রাখেন, একাধিক বার আলোচনা বসেন।আর তার পরেই বুধবার জয়নগর এক নং বিডিও অফিস বহড়ুতে জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীদের নিয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে জয়নগর মোয়া হাব সোসাইটি গঠন করা হয়।এদিন ৯ জনের একটি মূল কমিটি গঠন করা হয়।এদিন এই কমিটি গঠনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নং ও ২ নং দায়িত্ব প্রাপ্ত শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক শ্রেয়া বর্গী।এদিন তৈরি হওয়া ৯ জনের কমিটির সভাপতি হন রঞ্জিত ঘোষ, সহ সভাপতি সুব্রত মন্ডল,সম্পাদক তিলক কয়াল, যুগ্ম সম্পাদক রাজেশ দাস, কোষাধ্যক্ষ পলাশ ঘোষ, হিসাব রক্ষক গনেশ দাস,সদস্য শান্তনু কয়াল, জয়কৃষ্ণ হালদার ও জালাল উদ্দিন শেখ।এই মোয়া হাব চালু হলে এখানকার প্রায় সাড়ে ৪ হাজার পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন। কেন না এখানকার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ জড়িয়ে রয়েছেন এই মোয়া ব্যবসায়।কেউ প্রস্তুতকারক, তো কেউ ব্যবসায়ী,আবার কেউ শিউলি।এব্যাপারে মোয়া ব্যবসায়ী রঞ্জিত ঘোষ, তিলক কয়াল, রাজেশ দাস ও গনেশ দাস বলেন, মোয়া হাব চালু হলে নিঃসন্দেহে এখানকার মোয়া প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ী এবং মোয়া ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সবার উপকার হবে। জয়নগরের মোয়া ব্যবসায় নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। আর ও উন্নত মানের প্যাকেজিং সহ খাদ্যবিধি মেনে আমরা খাদ্য প্রেমিকদের হাতে তুলে দিতে পারবো এই মোয়া।আমাদের সদ্য গঠিত জয়নগরের মোয়া হাব সোসাইটির মাধ্যমে এই হাবটি পরিচালিত হবে।এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, জয়নগরের মানুষের দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে এই মোয়া হাব।খুব ভালো লাগছে।জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন,মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃে দ্যাপাধ্যায় চেয়েছেন জয়নগরে মোয়াকে বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতে।

ছদ্মবেশী নাম ব্যবহার করে রোমিও সেজে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে যুবতীর সর্বস্ব লুট করে নিলেন এক যুবক

দুরন্ত বার্ত, উত্তর ২৪ পরগনা, ১ জুন ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ থানার ধুতুরদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খড়িবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ২৯ বছরের ফজিলা বিবি ২০১৭ সালে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন হাড়োয়ার একটি ক্লিনিকে সেখানেই পরিচয় হয় বারাসাত মহকুমার শাসন থানার অন্তর্গত শাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের চোলপুর গ্রামের বাসিন্দা ফিরোজ মল্লিক ওরফে জুল হাসান মল্লিক অর্থাৎ নিজের ছদ্মবেশ নাম ব্যবহার করে ওই যুবতীকে প্রেমের জালে প্রথম ফাঁসায় তারপর একে একে ব্ল্যাকমেইল করতে করতে এক প্রকার ওই যুবতী বিয়ে করতে বাধ্য হয় যুবতীর বিয়ে হয় দুই ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালে তারপর শুরু হয় নানান ভাবে প্রতারণার কৌশল অর্থাৎ লোন ক্যাশ এবং বিভিন্নভাবে দফায় দফায় ওই যুবতীর কাছ থেকে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা লুট করে নেন ওই যুবক পাশাপাশি তার সোনার গহনা ছিল আরো দুই লক্ষ টাকার অর্থাৎ সবমিলিয়ে প্রায় ১৪ লক্ষ

টাকা ওই যুবতীর কাছ থেকে লুট করে নেন ওই যুবক প্রতিবাদ করলেই যুবতীকে মারধর করা হতো এমনকি যুবতীর পেটে লাথি মেরে জোর করে গর্ভপাত করিয়ে দেন এমনকি প্রতিবাদ করলে ওই যুবতীকে বেশ কয়েকবার প্রাণে মারার চেষ্টা করেন ওই যুবক বিচার পাওয়ার আশায় ইতিমধ্যে শাসন থানা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই যুবতী অভিযোগের ভিত্তিতে শাসন থানার পুলিশ একটি মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। ওই যুবতী আরো জানাচ্ছেন ওই যুবক একাধিক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করে তাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করে তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ লুট করে নেওয়াই হচ্ছে ওই যুবকের পেশা অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মেয়ে ওই যুবকের কাছ থেকে প্রতারণার শিকার হয়েছেন তাই ওই যুবকের কঠিন শাস্তির দাবি করেছেন যুবতী ফজিলা বিবি। পাশাপাশি ওই যুবতী হাড়োয়ার মানবাধিকার সংগঠনের অফিসেও একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মানবাধিকার সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সালাউদ্দিন মোল্লা বলেন এটি একটি ঘৃণ্যতম কাজ এবং তীব্র নিন্দা জানিয়ে যুবতীর পাশে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের কাছে বিচারের দাবিও করেন মানবাধিকার কর্মী।

পিচের রাস্তায় ধানের চারা পুতে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১ জুন ঃ দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তা খারাপ, প্রায় পাঁচ বছর ধরে রাস্তার কোন সংস্কার হয় না। রাস্তার সংস্কারের দাবিতে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখালো এলাকার মানুষ। ঘটনাটি বসিরহাট দুই নম্বর ব্লকের অন্তর্গত রাজেন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের দক্ষিণ দেবীপুর এলাকার ঘটনা। প্রায় সাত থেকে আট কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। বর্ষা আসলেই সমস্যা সম্মুখীন হতে হয় এলাকার মানুষের। তাদের অভিযোগ কয়েকবার বলা সত্ত্বেও কেউ কোনো কাজ করেননি। রাস্তাটি রাজেন্দ্রপুর থেকে বসিরহাটে যাওয়া যায়। এই রাস্তা দিয়েই সব সময় রোগী থেকে শুরু করে বিভিন্ন পথ চলতি মানুষেরা যাতায়াত করেন। এলাকার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এটি। শুক্রবার সকাল দশটা থেকে এই প্রতিবাদ শুরু হয়। এলাকার মানুষেরা রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান। তাদের দাবি অবিলম্বে রাস্তা সরাই না করলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।

সুন্দরবনে যক্ষা রোগী চিহ্নিত করতে ঘরের দুয়ারে মেডিকেল টিম

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১ জুন ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমারী সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক এ প্রায় ৭০ জন যক্ষা রোগীকে চিহ্নিত করল ব্লক প্রশাসন গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের নাম ঠিকানা মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নিয়ে যাতে যক্ষা রোগীর দেড় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওষুধ পুষ্টিকর খাবার ঠিক পাচ্ছে কিনা তাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা নেওয়ার জন্য হিঙ্গলগঞ্জের বি এম ও এইচ অসীম মালা স্বয়ং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে তাদের ঠিকঠাক পরিসেবা পাচ্ছে কিনা ঘরের দুয়ারে পৌঁছে গেলেন একদিকে মেডিকেল পরিষেবা দিতে তারা বদ্ধপরিকর এমনকি এই যক্ষা রোগীরা সম্পূর্ণ সুস্থ যতক্ষণ না হবে নিরাময় না হয় যত্রতত্র কপ না ফেলতে পারে বাড়ির বাইরে যেতে না বেরোয় তা সবরকম নির্দেশিকা মানার জন্য তাদের দুয়ারে গিয়ে বুঝিয়ে আসলেন চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্য কর্মীরা ইতিমধ্যে নতুন করে যাতে আক্রান্ত নয় তার জন্য বিভিন্ন পঞ্চায়েতগুলোতে স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের নাম ঠিকানা নিয়ে নিচ্ছেন অন্যদিকে যে বাড়ি আক্রান্ত হয়েছেন তাদের পরিবারে অন্যান্য সদস্যরা যাতে এই রোগে না আক্রান্ত হন তার জন্য তারা একটা বিধিনিসের তৈরি করছেন যাতে যক্ষা রোগীদের আক্রান্ত সংখ্যা কমানো যায়। প্রতি বছরই কেন্দ্র রাজ্য সরকার যক্ষা রোগী নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন সময় প্রচার করে সচেতনতার বার্তা দেন এই করে আক্রান্ত সংখ্যাটা অনেকটাই কমেছে এমন মনে করছেন চিকিৎসকরা।

পানের গুছিতে ৫০ টা পান পাতা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুন ঃ রাজ্য সরকার পান চাষীদের স্বার্থে পানের গুছি তে নিয়ম মেনে ৫০ টা করে পান পাতা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না আজ আলিপুরের নব প্রশাসনিক ভবনে বিভিন্ন পান চাষী সমিতি, জেলাশাসক সহ জেলা পুলিশ প্রশাসন ও বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে পাইকারি বাজারে পান বিক্রির ক্ষেত্রে নিলামে ওঠা সর্বোচ্চ দাম চাষীদের দেওয়া হচ্ছে না বলে পান চাষী সমিতিগুলি অভিযোগ করলে মন্ত্রী এই বিষয়ে বাজারগুলিতে নজরদারি আরও বাড়িয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি পান বিক্রি করে দেওয়ার নামে আড়তদাররা চাষীদের কাছ থেকে এক টাকায় ৯ পয়সা হারে কমিশন নিচ্ছে বলে তারা অভিযোগ জানালে সেই বিষয়টিও দেখার নির্দেশ দেন তিনি। এই দিকে রাজ্য সরকারের তরফে বারবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও কোন কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ জানিয়েছে সারা বাংলা পান চাষী সমিতি। ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কঠোর ভাবে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে সমিতির সদস্য কার্তিক দাস জানিয়েছেন। উল্লেখ্য রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় বর্তমানে প্রায় ১২ লক্ষ পান চাষী রয়েছেন।

উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সময়ের আগে সম্পন্ন করতে উদ্যোগী রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুন ঃ রাজ্য সরকার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সময়ের আগে সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই লক্ষ্যে চলতি বছরে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের অধীনে সাইকেল বণ্টনের প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ের অন্তত দু'মাস আগে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী জুন মাস থেকেই স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের নাম যাচাইয়ের কাজ শুরু হবে, যা গতবার আগস্টে শুরু হয়েছিল। সরকারের লক্ষ্য, পুজোর পরই সাইকেল বিতরণ শুরু করে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে সম্ভাব্য নির্বাচনের আগে এই কাজ সম্পন্ন করা। নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পর সাইকেল বণ্টন বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাই আগেভাগেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।গতবার প্রায় ১২ লক্ষ সাইকেল বিতরণ করা হয়েছিল, এবং এবারও প্রায় একই সংখ্যক পড়ুয়া সাইকেল পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অত্যাধুনিক একটি অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করতে চলেছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ জুন ঃ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের কাজে স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য সরকার আরও অত্যাধুনিক একটি অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করতে চলেছে। স্মার্ট পঞ্চায়েত উদ্যোগের অধীনে অডিট অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা চালু হলে পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের অডিটের কাজ আরও দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে পারবে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি নজরদারির সুবিধায় কেন্দ্রীয় পোর্টালেও রাজ্যের যে কোন পঞ্চায়েতের একটি অর্থবছরের হিসেব-নিকেশের নথি সংরক্ষিত থাকবে। এই অনলাইন ব্যবস্থাপনা চালু হলে পঞ্চায়েতগুলিকে আর সরাসরি অডিটরদের কাছে গিয়ে নথি জমা করার প্রয়োজন পড়বে না। বিষয়টি যেহেতু আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সেই কারণে অতিরিক্ত সুরক্ষার দিকে নজর দেওয়ার কথা উল্লেখ করে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই একটি মান্য কার্যবিধি প্রতিটি জেলাশাসককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওটিপি ছাড়া কোন আধিকারিক যেন পোর্টাল লগ ইন করতে না পারেন সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

কিউআর কোডে টাকা পাঠালেই মিলবে চাকরি! প্রতারণার ফাঁদ

দুরন্ত বার্তা, ধুপগুড়ি, ১ জুন ঃ কিউআর কোডে টাকা পাঠালেই মিলবে চাকরি! ফের ধূপগুড়ির জয়েন্ট বিডিও'র নাম করে প্রতারণার ফাঁদ। ধূপগুড়ির জয়েন্ট বিডিও সৌম্যদীপ বায়েনের নাম করে বেশ কয়েকজন বিএলও এবং শিক্ষকদের কাছে প্রতারকদের ফোন আসে। পরিবারে সদস্যদের চাকরি দেওয়া হবে বলে ফোনে জানানো হয়।জানা গিয়েছে, দুটি নম্বর থেকে বিএলও এবং শিক্ষকদের কাছে ফোন আসে। ফোনের ওপার থেকে শুদ্ধ বাংলায় একজন প্রথমে বলে আমি ধূপগুড়ির বিডিও বলছি , এরপর তারা আরো জানতে চাইলে ফোনের ওপার থেকে বলে ধূপগুড়ির জয়েন্ট ভিডিও বলছি পরিবারের লোককে রেল, ব্যাংক সহ বিভিন্ন দপ্তরে চাকরি করিয়ে দেওয়া হবে অতি দ্রুত টাকা পাঠান। রীতিমতো তাদেরকে চাপ দেওয়া হয় , এরপর ফোনে একটি কিউআর কোড পাঠানো হয় সেখানে ৪০০০ টাকা দিতে বলা হয়। এতে সকলের সন্দেহ হতেই অনেকে জয়েন্ট বিডিও সৌম্যদীপ বায়েনকে ফোন করে বিষয়টি জানায়। বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে ঘটনার কথা জানতে পেরে শুক্রবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন জয়েন্ট বিডিও সৌম্যদীপ বায়েন। এর আগেও তার নাম করে কয়েকজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের ফোন করে প্রতারণার ফাঁদ পাতা হয়েছিল। ফের প্রতারণার ফাঁদ পাতায় চিন্তিত তিনি। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।যাতে ফাঁদে কেউ পা না দেয় সেজন্য সকলকে সতর্ক করলেন। যাতে পুলিশ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় সেই দাবিও জানালেন।

তৃতীয় রাউন্ডেই বিদায় বোপান্না, ভাম্বরির

প্যারিস, ১ জুনঃ ফরাসি ওপেনের ডবলসে ভারতের দুই খেলোয়াড় রোহন বোপান্না ও ইয়ুকি ভাম্বরি তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছিলেন। আশা জাগাচ্ছিলেন তাঁরা। তবে তৃতীয় রাউন্ডেই তাঁরা নিজেদের ম্যাচ হেরেছেন। তার ফলে এ বারের ফরাসি ওপেনে শেষ হয়ে গেল ভারতের লড়াই। আমেরিকার খেলোয়াড় রবার্ট গ্যালোয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে নেমেছিলেন ভাম্বরি। তৃতীয় রাউন্ডে তাঁদের সামনে ছিলেন নবম বাছাই ইভান কিং ও ক্রিশ্চিয়ান হ্যারিসন। আমেরিকার জুটির কাছে স্ট্রেট সেটে (৪-৬, ৪-৬) হারলেন ভাম্বরিরা। ভাম্বরিদের ম্যাচের পর ছিস বোপান্নাদের ম্যাচ। চেকিয়ার অ্যাডাম পাভলাসেকের সঙ্গে জুটি বেঁধে নেমেছিলেন ভারতীয় খেলোয়াড়। তাঁদের প্রতিপক্ষ ছিলেন দ্বিতীয় বাছাই গ্রেট ব্রিটেনের হেনরি প্যাটার্ল ও ফিনল্যান্ডের হ্যারি হেলিওভারা। স্ট্রেট সেটে (২-৬, ৬-৭) হেরে বিদায় নেন গত বছর ডবলসে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনজয়ী ৪৫ ওভারের বোপান্না।

রোহিত-বিরাটকে ধন্যবাদ জানিয়ে চাকরি ছাড়লেন টিম ইন্ডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য

মুম্বই, ১ জুনঃ টিম ইন্ডিয়ার সামনে অন্যতম বড় পরীক্ষা, চলতি মাসেই খেলতে নামবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ৫ ম্যাচের সিরিজের আগে

ভারতের 'এ' দল ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছে। এই বড় পরীক্ষার আগে এ বার দল ধাক্কা খেল। চাকরি ছাড়লেন দলের স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাই। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে তিনি চাকরি ছাড়ার ঘোষণা করেন। ৩১ মে সোহম তাঁর ইন্সটাগ্রামে একটি পোস্ট করেন, যেখানে তিনি চাকরি ছাড়ার কথা জানান। সোহম টিম ইন্ডিয়ার দীর্ঘদিনের সদস্য। তিনি রবি শাস্ত্রীর সময় থেকে দলের সঙ্গে ছিলেন। এর পর রাহুল দ্রাবিড় ও গৌতম গম্ভীরের সঙ্গেও কাজ করেছেন। এই লম্বা সময় পর তাঁর বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। সোহমের বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে আবেগঘন পোস্ট করেছেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার মহম্মদ সিরাজ। তাঁর উত্থানের নেপথ্যে সোহমের অবদান রয়েছে, সেটাই তুলে ধরেন সিরাজ। নিউ জিল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়ার কাছে টেস্ট সিরিজে হারতে হয়েছে ভারতকে। এই ধাক্কার পর দলে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে কোচিং স্টাফে বদল এনেছে বিসিসিআই। গৌতম গম্ভীরের বাছাই করা অভিষেক নায়ারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। চুক্তি শেষের পর ফের নবীকরণ করা হয়েছে টি দিলীপকে। এ বার সোহম দেশাইয়ের এই পোস্টের পর মনে করা হচ্ছে গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হওয়াতেই বাদ পড়তে হলো তাঁকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'বছরের পর বছর ভারতীয় ক্রিকেটে পরিষেবা দেওয়া সম্মানের। প্রথম দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার ছিল মানসিক প্রসারতা বাড়ানো, গ্লোবালি সাফল্যের জন্য নামা।' তিনি বিরাট কোহলি ও রবি শাস্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তাঁর পাশে দাঁড়ানোর জন্য। এগিয়ে যেতে সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান রোহিত শর্মাকে।

ভয় পেয়েই অবসর নিয়েছেন কোহলি!

খোঁচা প্রাক্তন ইংরেজ স্পিনারের

লন্ডন, ১ জুনঃ ইংল্যান্ড সিরিজ শুরু হতে না হতেই কথার যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। খোঁচা, পাল্টা খোঁচা দেওয়া চলছে। এ বার বিরাট কোহলিকে কটাক্ষ করলেন মন্টি পানেসর। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনারের ধারণা, সাফল্য পাবেন না ভেবেই সিরিজের আগে অবসর নিয়েছেন কোহলি। পানেসরের মতে, অফ স্টাম্পের বাইরের বলে এখনও দুর্বলতা রয়েছে কোহলির। ইংল্যান্ডে তা প্রকট হয়ে উঠতে পারত। তাই কোহলি অবসর নিয়ে তরুণদের সুযোগ করে দিয়েছেন। পানেসরের কথায়, ''আমি ভেবেছিলাম কোহলি অবশ্যই খেলবে। ইংল্যান্ড দলও সেটাই আশা করেছিল। তবে যে ভাবে ও সরে গেল তা আমাকে অবাক করেছে। হয়তো অফস্টাম্পের বাইরের বলে ওর

এখনও দুর্বলতা আছে। নির্বাচকেরা নিশ্চয়ই এটা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলেছেন। ওকে হয়তো বলেছেন, যদি প্রথম দুটো ম্যাচে ভাল খেলতে না পারো, তা হলে পাঁচটা ম্যাচই খেলবে এমন আশা রেখো না। সে কারণেই কোহলি ভেবেছে অবসর নিয়ে তরুণদের সুযোগ করে দেওয়া উচিত।'' কোহলি না থাকলেও পানেসরের মতে, ভারতের সিরিজ জেতার ক্ষমতা রয়েছে। তিনি বলেছেন, ''করুণ নায়ার কেমন খেলে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ওকে দ্বিশতরান করতে দেখলাম। ও এবং শুভমন গিল মিডল অর্ডারে কেমন ব্যাট করে সেটাই দেখার। আমার বিশ্বাস, ভারতীয় দলের মধ্যে যারা কাউন্টিতে খেলেছে তারা যদি সেই ফর্মটাই জাতীয় দলের হয়ে দেখাতে পারে, তা হলে সিরিজ জেতার ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।''

নিয়মে একগুচ্ছ বদল সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার

নয়াদিল্লি, ১ জুনঃ যুব ও মহিলা ফুটবলারদের দিকে নজর দিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা (এআইএফএফ)। সেই কারণে তাদের নিয়মে একগুচ্ছ বদল করা হয়েছে। ১ জুন থেকে সেই সব বদল কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে ফুটবল সংস্থা। ফুটবলারদের উন্নয়ন, মহিলা ও যুব ফুটবলারদের সাহায্যের জন্য এই বদলগুলো করা হয়েছে। সব কিছুর মধ্যে যাতে স্বচ্ছতা থাকে সে দিকে নজর রাখা হবে। এই প্রথম বার ঋতুস্রাবের সময় মহিলা ফুটবলারদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার বিষয়ে ভেবেছে ফুটবল সংস্থা। জানানো হয়েছে, ঋতুস্রাবের সময় অনুশীলন ও ম্যাচ খেলতে হবে না মহিলা ফুটবলারদের। তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, মহিলা ফুটবলারেরা অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন বা সন্তান দত্তক নিলে নির্দিষ্ট সময় ছুটি পাবেন। মহিলা কোচেরাও এই সুবিধা পাবেন। সেই সময় একটা নির্দিষ্ট ভাতা পাবেন ফুটবলারেরা। ফলে তাঁদের আর্থিক সমস্যা হবে না।

ভারতের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স, ২৪ পদক নিয়ে দ্বিতীয় স্থান

গুমি, ১ জুনঃ দক্ষিণ কোরিয়ার গুমিতে সম্পন্ন হলো ২৬তম এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা অসাধারণ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ২৪টি পদক জয় করে দেশের জন্য গর্ব বয়ে এনেছে। এই পদকের মধ্যে ছিল ৮টি স্বর্ণ, ১০টি রূপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ, যা ভারতকে মোট পদক

তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রাখে। চিন ১৯টি স্বর্ণ, ৯টি রূপো এবং ৪টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ৩২টি পদক নিয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে, অন্যদিকে জাপান ৫টি স্বর্ণ, ১১টি রূপো এবং ১২টি ব্রোঞ্জ সহ তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এই চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের অর্জন শুধু পদক জয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, তারা একটি জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করার পাশাপাশি একাধিক ব্যক্তিগত সেরা ফলাফলও অর্জন করেছে। চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ দিনে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা তিনটি রৌপ্য এবং তিনটি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে তাদের পদক তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন করে। এই দিনটি ভারতের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ ক্রীড়াবিদরা জাতীয় রেকর্ড এবং ব্যক্তিগত সেরা ফলাফলের মাধ্যমে তাদের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। পারুল চৌধুরী এই চ্যাম্পিয়নশিপে তার দ্বিতীয় রূপো পদক জয় করেন মহিলাদের ৫০০০ মিটার ইভেন্টে। তিনি ১৫ মিনিট ১৫.৩৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এর আগে তিনি ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে রূপো পদক জিতেছিলেন। অন্যদিকে, পুরুষদের জ্যাভেলিন থ্রোয়ে সচিন যাদব তার ব্যক্তিগত সেরা থ্রো ৮৫.১৬ মিটার নিয়ে রূপো পদক জয় করেন। তিনি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন আরশাদ নাদিমের কাছে দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের যোগ্যতা অর্জনের মানদণ্ড ৮৫.৫০ মিটার থেকে মাত্র ০.৩৪ মিটার পিছিয়ে থাকেন। সচিনের এই প্রচেষ্টা ভারতীয় জ্যাভেলিন থ্রোয়ারদের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রতীক। মহিলাদের ৪X১০০ মিটার রিলে দল, যার মধ্যে ছিলেন অবিনয়া রাজারাজন, স্নেহা এসএস, শ্রাবণী নন্দা এবং নিত্যা গান্ধে, ৪৩.৮৬ সেকেন্ডের সিজনের সেরা সময় নিয়ে রূপো পদক জয় করে। স্প্রিন্টার অনিমেশ কুজুর পুরুষদের ২০০ মিটারে ২০.৩২ সেকেন্ড সময় নিয়ে একটি নতুন জাতীয় রেকর্ড স্থাপন করেন এবং ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। এই অর্জন ভারতীয় স্প্রিন্টিংয়ের জন্য একটি মাইলফলক। মধ্য-দূরত্বের রানার পূজা মহিলাদের ৮০০ মিটারে ২ মিনিট ১.৮৯ সেকেন্ডের ব্যক্তিগত সেরা সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। অন্যদিকে, ভিথিয়া রামরাজ মহিলাদের ৪০০ মিটার হার্ডলসে ৫৬.৪৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। এই চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের পারফরম্যান্স পূর্ববর্তী সংস্করণের তুলনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করে, যেখানে দেশটি ৬টি স্বর্ণ পদক জিতেছিল। এবার ৮টি স্বর্ণ পদক সহ মোট ২৪টি পদক অর্জন ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং গভীরতার প্রমাণ। জাতীয় রেকর্ড এবং ব্যক্তিগত সেরা ফলাফলগুলি ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমের প্রতিফলন ঘটায়।

বুমরার পথে মায়াঙ্ক যাদব, বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন রাজধানী এক্সপ্রেস!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মায়াঙ্ক যাদবের মধ্যে প্রতিভা রয়েছে। ক্রিকেট মহল তা বহুদিন আগেই বুঝেছে। তবে অত্যন্ত চোট প্রবণ মায়াঙ্ক। যে কারণে তাঁর কেরিয়ারে বড় সড় প্রশ্নচিহ্ন পড়ছে

মাঝে মাঝেই। পিঠের চোট দীর্ঘদিন ধরে ভোগাচ্ছে মায়াঙ্ককে। এ বার যে কারণে ভারতীয় তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরার দেখানো পথেই কার্যত হাঁটতে চলেছেন রাজধানী এক্সপ্রেস। এ বারের আইপিএলে শুরু থেকে চোটের কারণে মায়াঙ্ককে পায়নি লখনউ সুপার জায়ান্টস। দীর্ঘদিন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব পর্ব কাটানোর পর আইপিএলের মাঝখানে লখনউ শিবিরে ফেরেন মায়াঙ্ক। এরপর মাত্র ২টো ম্যাচ খেলতে পেরেছিলেন। ফের তাঁকে কাবু করে চোট। ছাড়তে হয় আইপিএল। বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে নিউজিল্যান্ড উড়ে যাচ্ছেন মায়াঙ্ক। সেখানে পিঠের চোট নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেবেন। প্রয়োজন পড়লে তারপর সার্জারি করাবেন। ভারতের স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরা এর আগে নিউজিল্যান্ডে গিয়ে নিজের পিঠের চোট সারাতে সার্জারি করিয়েছিলেন। এরপর যে সময় অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে বর্ডার গাভাসকর ট্রফির মাঠে বুমরা চোট পেয়েছিলেন, তখন তাঁর রিপোর্ট নিউজিল্যান্ডের কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে পাঠানো হয়েছিল। ফলে কিউয়িদের দেশে গিয়ে হয়তো এ বার মায়াঙ্কের চোটের সুরাহা হতে পারে। উল্লেখ্য, আইপিএলে গত মরসুমে গতির ঝড় তুলে সকলের নজর কেড়েছিলেন মায়াঙ্ক। ১৫০ কিমিঘণ্টার বেশি গতিবেগে বল করে লাইমলাইটে এসেছিলেন দিল্লির ছেলে। তেইশ ছুঁই ছুঁই মায়াঙ্ক আইপিএলে ২টো মরসুমে ৯টি উইকেট নিয়েছেন। এ বার দেখার পুরোপুরি চোটমুক্ত হয়ে কখন ২২ গজে পুরোদমে খেলতে পারেন মায়াঙ্ক।

রেকর্ডের ম্যাচে পাঁচ গোলেই ছোঁয়া রেখে মায়ামির মেসিময় জয়

ফ্লোরিডা, ১ জুনঃ মেজর লিগ সকারের ম্যাচে ইন্টার মায়ামির কাছে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত হলো কলম্বাস ক্রু ম্যাচের প্রথম ভাগেই মেসি নিজে গোল করলেন দুটি। মেজর লিগ সকারের নিয়মিত মরসুমে ৩০ গোল করে তিনি ছাড়িয়ে গেলেন মায়ামির হয়ে গঞ্জালো হিগুয়াইনের রেকর্ড। ম্যাচজুড়ে দারুণ খেলে বানিয়ে দিলেন দলের বাকি তিন গোলও।

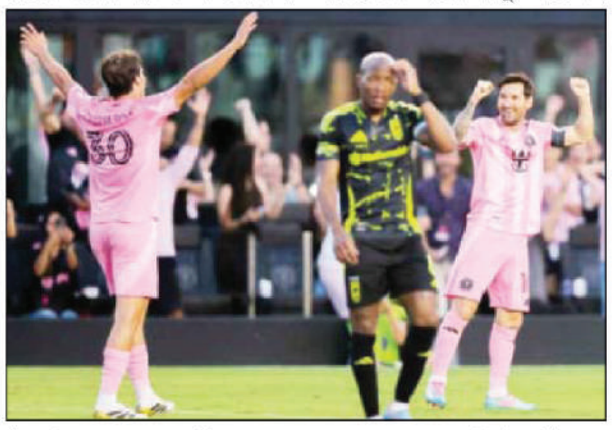

লিগে টানা চার ম্যাচে জিততে না পারার হতাশা পেরিয়ে আগের ম্যাচে সিএফ মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে ৪-২ গোলে জিতেছিল মায়ামি। সেদিনও দারুণ খেলেছিলেন মেসি। তবে কলম্বাস ক্রুর বিপক্ষে এই ম্যাচে মেসি ও তার দল ফিরল যেন সত্যিকারের চেহারায়। ক্লাব বিশ্বকাপের আগে এমন জয়ে প্রতিপক্ষ দলগুলিকেও তারা দিয়ে রাখল বার্তা। ভারতীয় সময় রবিবার সকালে এই ম্যাচে বল নিয়ন্ত্রণে রাখার লড়াইয়ে দুই দল ছিল কাছাকাছি (মায়ামি ৫১ শতাংশ, ক্রু ৪৯)। গোলে শট নেওয়াতেও খুব বেশি পিছিয়ে ছিল না ক্রু। কিন্তু কার্যকারিতায় ফারাক ছিল আকাশপাতাল। গোলে ১৪টি শট নিয়ে ৭টি লক্ষ্যে রাখে মায়ামি, জালের দেখা পায় ৫টিতে। ক্রু গোলে শট নেয় ১২টি, লক্ষ্যে ছিল স্রেফ ১টিই। ঘরের মাঠে ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটেই জাদুর ঝলক দেখান মেসি। নিজেদের অর্ধে মাঝমাঠের কাছাকাছি থেকে আচমকাই উঁচু করে দূরপাল্লার নিখুঁত পাস দেন তিনি তাদেও আইয়েন্দেকে। ক্রুর ডিফেন্ডারদের হতভম্ব করে বক্সের ভেতর বল না ধরেই ডান পায়ের নিখুঁত শটে বল জালে জ্যান আর্জেন্টাইন উইঙ্গার। দেড় মিনিট পর মেসির নিজের গোল করার পালা। যদিও সেটি প্রতিপক্ষ গোলকিপারের উপহার। বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে একটু বেশি সময় নিয়ে গড়বড় করে বসেন ক্রুর গোলকিপার নিকোলাস হ্যাগেন। পরে তড়িঘড়ি করে পাস দিয়ে বসেন তিনি বক্সের মুখে থাকা মেসিকে। সুযোগ বুঝে বুক দিয়ে বল নামিয়ে উঁচু করে গোলের দিকে ভাসিয়ে দেন মেসি। গোলকিপার হ্যাগেন লাফিয়ে বল হাত ছোঁয়ালেও ঠেকাতে পারেননি। তার হাত থেকে এক ড্রপে বল চলে যায় জালে। মিনিট দশেক পর নিজেদের অর্ধ থেকেই উঁচু করে দারুণ এক বল বাড়ান সের্হিও বুসকেতস। ক্রুর অফসাইড ফাঁদ পেরিয়ে বিপজ্জনক জায়গায় বল পেয়ে যান মেসি। আগুয়ান গোলকিপারের ওপর দিয়ে আলতো চিপ করে মায়ামি অধিনায়ক করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। ২৪ মিনিটের মধ্যে ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। এই মরসুমে মেসির দশম গোল এটি। দুই মিনিট পর মেসির আরেকটি দুর্দান্ত পাস থেকে গোল করার সুযোগ হারান লুইস সুয়ারেস। প্রথমার্ধের শেষ দিকে সুয়ারেসের শট কোনোরকমে বাইরে পাঠিয়ে দেন ক্রুর গোলকিপার হ্যাগেন। ৫৮-তম মিনিটে একটি গোল শোধ করে ম্যাচে উত্তেজনা ফেরানোর আভাস দেয় ক্রু। তবে ম্যাচকে তো নিজের করে নিতে চেয়েছেন মেসি! ৬৪তম মিনিটে দারুণভাবে ওয়ান-টু খেলে বক্সে ঢুকে যান তিনি। পাস দেন তেলাস্কো সেগোভিয়াকে। ভেনেজুয়েলার তারকা নিজে গোলে শট নিতে পারতেন, কিন্তু আলতো টোকায় বাড়িয়ে দেন ফাঁকায় থাকা সুয়ারেজকে। অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড ভুল করেননি সুযোগ কাজে লাগাতে। নান্দনিক এক দলীয় গোল। ৮০তম মিনিটে সুয়ারেজের বদলে মাঠে নামেন ফাফ পিকুঁ। ৮ মিনিট পর নিজেদের অর্ধ থেকে আবার দারুণ এক পাস দেন মেসি। প্রতিপক্ষের অনেক ফুটবলারদের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে বল খুঁজে নেয় পিকুঁকে। অভিজ্ঞ উইঙ্গার দ্রুতগতিতে বল নিয়ে ছুটে বক্সের বাইরে থেকেই আগুয়ান গোলকিপারের পাশ দিয়ে বল পাঠান জালে। টানা দুই জয়ে ১৬ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে মেজর লিগ সকারের ইস্টার্ন কনফারেন্সের তিনে উঠে এলো মায়ামি। ১৭ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন, ১৭ ম্যাচ ৩০ পয়েন্ট সিনসিনাটি এফসির।

ইন্টার মিলানকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি

স্বপ্নকে সত্যি করতে, অধরা ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরতে কী দুর্দান্তভাবেই না জ্বলে উঠল পিএসজি! তাদের দ্যুতিময় আর দাপুটে পারফরম্যান্সের সামনে একেবারে ফিকে পড়ে গেল ইন্টার মিলান। ন্যূনতম চ্যালেঞ্জও জানাতে পারল না তারা। তিনবারের ইউরোপ চ্যাম্পিয়নদের গোলবন্যায় ভাসিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের আনন্দে ভাসল লুইস এনরিকের দল।

মিউনিখ, ১ জুনঃ মিউনিখের আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শনিবার রাতের শিরোপা লড়াইয়ে ৫-০ গোলে জিতেছে পিএসজি। ৫৪ বছর বয়সী ক্লাবের নতুন এই ইতিহাস লেখার নায়ক ১৯ বছর বয়সী দিজিরে দুয়ে। আশরাফ হাকিমির গোলে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যাওয়ার পর দুই অর্ধে একটি করে গোল করেন তরুণ ফরাসি ফরোয়ার্ড দুয়ে। পরে বাকি দুটি গোল করেন খাভিচা কাভারাৎস্খেলিয়া ও সেনি। ইউরোপের শীর্ষ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে ফাইনালে এত বড় জয় আগে কোনো দল পায়নি। এর আগে সর্বোচ্চ ৪ গোলের ব্যবধান দেখা গিয়েছিল চারবার ১৯৬০ সালে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদ ৭-৩ গোলে, ১৯৭৪ সালে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে বায়ার্ন মিউনিখ ৪-০ গোলে, ১৯৮৯ সালে এফসিএসবির বিপক্ষে এসি মিলান ৪-০ গোলে এবং ১৯৯৪ সালে বার্সেলোনার বিপক্ষে এসি মিলান ৪-০ গোলে জিতেছিল। শিরোপা লড়াইটি কতটা একতরফা হয়েছে, তার যথাযথ প্রমাণ স্কোরলাইনের পাশাপাশি মিলছে অন্যান্য পরিসংখ্যানেও। প্রায় ৬০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে পিএসজি গোলের জন্য ২৩ শট নিয়ে আটটি লক্ষ্যে রাখতে পারে। বিপরীতে ইন্টারের আট শটের দুটি ছিল লক্ষ্যে, অবশ্য সেগুলোও তেমন ভীতি ছড়াতে পারেনি। এনরিকের এই পিএসজি পজেশন ধরে রেখে খেলতে পছন্দ করে, যা তাদের কৌশলেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফাইনালের মঞ্চে, ইতিহাস গড়ার হাতছানিতেও তেমন কোনো স্নায়ুচাপে ভুগতে দেখা গেল না দলটিকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে আক্রমণ শানাতে থাকে পিএসজি। সাফল্যও পেয়ে যায় চটজলদি। আট মিনিটের দুই গোলে ম্যাচের শুরুতেই চালকের আসনে উঠে বসে তারা। গোলের জন্য ১০ মিনিটের মধ্যে তিনটি সাদামাটা প্রচেষ্টার পর, দ্বাদশ মিনিটে একই সঙ্গে সুন্দর ও সহজ গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। ভিতিনিয়ার পাস ডি-বক্সে ধরে সামনে একপলকে দিজিরে দুয়ে দেখলেন

গোলরক্ষক তার দিকে এগিয়ে আছে, মুহূর্তেই তিনি পাস বাড়ালেন অন্য পাশে হাকিমিকে। ফাঁকায় বল পেয়ে বিনা বাধায় জালে ঠেলে দিলেন মরক্কোর রাইট-ব্যাক। এত বড় মঞ্চে দলকে এমন দুর্দান্ত শুরু এনে দিয়েও কোনোরকম উদযাপন করেননি হাকিমি। ২০২০-২১ মরসুমে যে ইতালিয়ান দলটিতে খেলেছিলেন তিনি, ক্লাবটির সমর্থকদের দিকে তাকে দুই হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে দেখা যায়। কিছুটা সৌভাগ্যের ছোঁয়ায় ২০তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে পিএসজি। প্রতিপক্ষের একটি আক্রমণ রুখে দিয়ে, তড়ি পাল্টা আক্রমণে ওঠে তারা। সতীর্থের পা থেকে ডি-বক্সে বল পেয়ে শট নেন ১৯ বছর বয়সী দুয়ে, সামনে ডিফেন্ডার ফেদেরিকো দিমার্কোর পায়ে লেগে একটু দিক পাল্টে বল যায় জালে। একই সঙ্গে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেন দুয়ে। ১৯ বছর ৩৬২ দিন বয়সে তৃতীয় টিনএজার হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে গোল করলেন তিনি আগের দুজন হলেন পাত্রিক ক্লুইভার্ট ও কার্লোস আলবের্তো। বিরতির পরও একইরকম দাপুটে শুরু করে পিএসজি। এই অর্ধের প্রথম সাত মিনিটে আরও তিনটি শট নেয় তারা, যদিও একটিও লক্ষ্যে ছিল না। সেমি-ফাইনালের দুই লেগে বার্সেলোনার বিপক্ষে দুই মহাকাব্যিক লড়াইয়ের জন্ম দেওয়া ইন্টার মিলান এবার আর পারল না তেমন কিছু করতে। ৬৩তম মিনিটে আরেকটি দুর্দান্ত গোলে তাদের সব আশা প্রায় শেষ করে দেয় পিএসজি। গতিময় আক্রমণে ভিতিনিয়ার থ্রু পাস ডি-বক্সে পেয়ে নিখুঁত শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ম্যাচ সেরা দুয়ে। এরপরও বাকি যা একটু অনিশ্চয়তা ছিল, বলা যায় তা শেষ হয়ে যায় ১০ মিনিট পর। মাঝমাঠ থেকে উসমান দেম্বেলের থ্রু পাস ধরে ক্ষিপ্রতায় ডি-বক্সে ঢুকে নিচু শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন জর্জিয়ার ফরোয়ার্ড কাভারাৎস্খেলিয়া। ওই গোলের পর কোচ এনরিকের উচ্ছ্বাস, সাইডলাইন ধরে ছুটে যাওয়া ছিল দেখার মতো। বার্সেলোনার হয়ে ২০১৪-১৫ মরসুমেও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু প্রতিযোগিতাটির ফাইনালের ইতিহাসে তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ দল নিয়ে এমন সাফল্য অবিশ্বাস্যই বটে। তাদের গোল উৎসবের তখনও অবশ্য বাকি। ৮৪তম মিনিটে ফাবিয়ান রুইসের বদলি নামার দুই মিনিট পরই জালের দেখা পেয়ে যান আরেক ১৯ বছর বয়সী সেনি। দুরূহ কোণ থেকে জোরাল শটে ইয়ান সমেরকে পরাস্ত করেন ফরাসি মিডফিল্ডার। প্রাথমিক পর্বের প্রথম পাঁচ রাউন্ডে মাত্র একটিতে জিতে (বাকি চার ম্যাচের তিনটিতে হার ও একটি ড্র) এই পিএসজিই চলে গিয়েছিল বিদায়ের দুয়ারে। সেখান থেকে টানা তিন ম্যাচ জিতে প্লে-অফে জায়গা করে নেয় তারা। এরপর কেবলই এগিয়ে চলা। ওই প্লে-অফে ব্রেস্তকে দুই লেগ মিলিয়ে ১০-০ গোলে বিধ্বস্ত করে তারা। এরপর একে একে লিভারপুল, অ্যাস্টন ভিলা ও আর্সেনালকে হারিয়ে ফাইনালের মঞ্চে জায়গা নেওয়া এবং শিরোপা লড়াইয়ে এমন দাপুটে পারফরম্যান্সে নতুন এক ইতিহাসের জন্ম দিল লুইস এনরিকের দল পিএসজি। সাফল্যে ভরা মরসুমে ফরাসি সুপার কাপ, ফরাসি কাপ, লিগ আঁয়ের পর তারা উঁচিয়ে ধরল স্বপ্নের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com